NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ পুরী, মহেশ, বারুইপুরের রথযাত্রা জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন

অধিকাংশ পড়ুয়াই ফেল করেছে, রেজাল্ট প্রত্যাহারের দাবি ৬

কলকাতা ৯ জুলাই ২০২৪ ২৪ আষাঢ় ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 9.7.2024, Vol.18, Issue No. 30 8 Pages, Price 3.00

চোপড়াকাণ্ডে সেলিম-মালব্যর বিরুদ্ধেই এফআইআর নির্যাতিতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: চোপড়ায় নির্যাতনের ঘটনা রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে দিল্লির সংসদে গিয়ে পৌঁছেছিল যাঁদের দৌলতে, সেই মহম্মদ সেলিম এবং অমিত মালব্যর বিরুদ্ধেই মামলা করলেন চোপড়ার নির্যাতিতা তরুণী। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে রাস্তায় ফেলে মারধরের ভিডিও তাঁর অনুমতি ছাড়াই ভাইরাল করা হয়েছে সমাজমাধ্যমে। তথ্য ও প্রযুক্তি আইনে ৬৬এ/৬৬ই/ এবং ৬৭ এ ধারায় মামলা করেছে।

গত ৩০ জুন দুপুরে প্রকাশ্যে এসেছিল চোপড়ার ওই ভিডিও। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা তাজিমুল ইসলাম ওরফে জেসিবিকে। নির্যাতিতদেরও দেওয়া হয়েছিল পুলিশি সুরক্ষা। চোপড়ার পুলিশ সুপার জানাচ্ছেন, ওই দিনই রাতে চোপড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। লিখিত অভিযোগ জানান ভিডিও প্রকাশকারীদের বিরুদ্ধে। পরের দিন দায়ের করা হয় এফআইআর। যদিও বিরোধীরা মনে করছেন, মামলাটি ওই নির্যাতিতা নিজে করেননি। তাঁকে দিয়ে ওই মামলা করানো হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সেলিম বলেন, 'এর আগেও আমার বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছিল। আমাকে পলাতক দেখানো হয়েছিল। এ সবে আমি ভয় পাই না। রাজনৈতিক লড়াই রাজনৈতিক ভাবেই লড়ব। যে ভাবে নির্যাতিতাকে দিয়ে তিস্তা শেতলবাদের বিরুদ্ধে মামলা করানো হয়েছিল, এ ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। মোদি-মমতার মডেল এক।' সেই অমিতের বিরুদ্ধে মামলা প্রসঙ্গে সেলিমের সুরেই কথা বলেছে বিজেপিও। রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'অমিত মালব্যয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর হবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে তালিবানি শাসন চলছে। রাজ্যের মন্ত্রীরা ১৯৪৬ সালের সুরাবর্দির ভাষায় কথা বলছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কোনও বিবৃতি নেই। ফলে অমিত মালবীয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর নিয়ে আমরা অবাক হচ্ছি না।'

উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

দায় ঠেললেন কেন্দ্রের দিকেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গে লাগাতার প্রবল বৃষ্টির কারণে বন্যার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এরকম অবস্থা চলতে থাকলে আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি সোমবার নবান্ন থেকে সেখানকার আট জেলার জেলা শাসক, পুলিশ সুপার-সহ কৃষি, সেচ, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের মতো বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে উত্তরবঙ্গের দুরবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই দায়ী করেন। তাঁর সাফ কথা, ১০-১২ বছর ধরে গঙ্গার ভাঙনের সমস্যা এড়িয়ে গিয়েছে কেন্দ্র। পাশাপাশি ফারাক্কার ড্রেজিং-ও করেনি। তিনি যখন সাংসদ ছিলেন তখন ৭০০ কোটি টাকার প্যাকেজ তৈরি হয়েছিল। আজ পর্যন্ত সেই টাকা দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গঙ্গার ভাঙন রুখতে কোনও পদক্ষেপ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। অথচ এটা কেন্দ্রের দেখার বিষয়। কিন্তু বিগত ১০ বছর ধরে এক পয়সাও খরচ করা হয়নি গঙ্গার ভাঙন রোধে। সেজন্য প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচা করে রাজ্যবাসীকে প্লাবনের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া যাচ্ছে না।'

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি-সহ অন্যান্য জেলার ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দ্রুত সংস্কার করার নির্দেশ দেন। পরিস্থিতির ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখার জন্যে রাজ্য এবং জেলা স্তরে ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সিকিম-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্য বর্তমানে বন্যার কবলে। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে ঘরবাড়ি, হোটেল সবকিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু এলাকায় স্থানীয় মানুষদের মতো আটকে রয়েছেন পর্যটকরাও। তাঁদের যাতে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা যায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে খুব বর্ষায় পাহাড়ে, অ্যাডভেঞ্চার করতে না যাওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি এখনো অতটা ঘোরালো না হলেও আবহাওয়া এরকম থাকলে পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলেন, 'মালদহে এখনই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আপাতত যা রিপোর্ট তাতে একাধিক জেলায় বন্যা হতে পারে। তার জন্য ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

মুখ্যমন্ত্রী জানান, কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙায় ১২টি রিলিফ সেন্টার এবং ৬টি কিচেন খোলা হয়েছে। রাজগঞ্জ, মাল, ক্রান্তি, জলপাইগুড়ি সদর, জলপাইগুড়ি পুর এলাকার কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখানে ৯টা ফ্লাড সেন্টারে ৫০০ জন আশ্রয় নিয়েছেন। দক্ষিণবঙ্গে বন্যা আটকাতে এখন থেকে ডিভিসির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে সেচ দপ্তরকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেই তবেই যেন ডিভিসি তাদের বাঁধগুলি থেকে জল ছাড়তে পারে তা নিশ্চিত করতে সেচ দপ্তর এবং জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এই নিয়ে প্রাত্যহিক রিপোর্ট তলব করেছেন। একইসঙ্গে ডিভিসির জলাধারগুলিকে পলি মুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে মুখ্যসচিব এবং সেচ সচিবকে কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

দাম নিয়ন্ত্রণে আজ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: শাকসবজি, আনাজ-সহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক দাম নিয়ন্ত্রণে আজ বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের বাজারদর নিয়ন্ত্রণে গঠিত টাস্ক ফোর্স, বিভিন্ন দপ্তর, পুলিশ, এনফোর্সমেন্ট বিভাগ সব জেলার জেলা শাসকরা ওই বৈঠকে ডাক পেয়েছেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, সমস্ত জিনিসের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ চরম অসুবিধায় পড়ছেন। সে কারণেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। এদিকে শাকসবজি ও আনাজের আগুন দাম থেকে সাধারণ মানুষকে কিছুটা রেহাই দিতে ইতিমধ্যেই উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের ৪৬৮ সুফল বাংলা স্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ বিপণী থাকে বাজারদরের তুলনায় গড়ে ১০ থেকে ২০ শতাংশ কম দামে বিক্রি করা হচ্ছে। কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় ক্রেতাদের সুবিধাদিতে লেক মার্কেট-এর কাছে এবং সল্টলেক-সহ রাজারহাট নিউ টাউন এলাকায় আরও ১১ টি অতিরিক্ত সুফল বাংলা ভ্রাম্যমাণ বিপণী খুলেছে কৃষি বিপণন দপ্তর। পরিস্থিতির বিচার করে আগামী দিনে বিপনির সংখ্যা আরও বাড়ানোরও প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

গঙ্গা-তিস্তা জল চুক্তি নিয়ে সরব মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গা ও তিস্তা জল বন্টন চুক্তির বিষয়ে ফের সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবারের সাংবাদিক বৈঠক থেকে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। তিস্তার জল বাংলাদেশকে দিয়ে দিলে আগামীতে উত্তরবঙ্গের মানুষ পানীয় জলও পাবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। গঙ্গা-সহ বিভিন্ন নদীর ভাঙন নিয়ে এদিন সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এখন আমাদের না জানিয়ে আবার বলা হচ্ছে ফারাক্কা চুক্তি নবিকরণ হবে। কিন্তু, গঙ্গার চুক্তির বিষয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে আলোচনা হলো- তা আমাকে জানানোই হলো না। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এর মধ্যেই আবার বলছে, তিস্তার জল দিয়ে দেবে। তিস্তায় কি জল আছে যে দেবে? বাংলাদেশকে তিস্তার জল দিলে বাংলার উত্তরবঙ্গের একটি মানুষও খাবার জল পাবে না।'

'সন্দেশখালিকাণ্ডে কেন এক জনকে বাঁচানোর চেষ্টা হচ্ছে'

সুপ্রিম প্রশ্নের মুখে রাজ্য, বহাল সিবিআই তদন্তের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই: সন্দেশখালিকাণ্ডে সিবিআই-ই তদন্ত চালিয়ে যাবে। রাজ্য সরকারের আর্জি খারিজ করে এ কথা জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে শীর্ষ আদালতে প্রশ্নবাণের মুখেও পড়তে হল রাজ্য সরকারকে। কোর্ট প্রশ্ন তুলল, কেন এক জনকে বাঁচানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে রাজ্য সরকার?

সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর নির্যাতন এবং জমি দখল করার অভিযোগ নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। উচ্চ আদালত ওই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। গত ২৯ এপ্রিল শীর্ষ আদালতে মামলাটি উঠলে শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল তারা। দু'মাস পর সোমবার ফের মামলাটি উঠল বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের ডিভিশন বেঞ্চে।

বিরোধীদের তরফে বার বারই দাবি করা হয় শেখ শাহজাহানকে বাঁচাতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতেও ওঠে এই প্রসঙ্গ। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'কেন একজনকে আড়াল করার চেষ্টা করছে রাজ্য?' যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দেন রাজ্যের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। তাঁর যুক্তি, শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে ৪৩টি এফআইআর হয়েছে। তার মধ্যে রেশন দুর্নীতি সংক্রান্ত এফআইআরও রয়েছে। চার্জশিটও হয়েছে ৪২টি। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। মহিলা পুলিশ মোতায়েনের বন্দোবস্তও করা হয়। এই ঘটনায় অহেতুক রাজনীতির রং লাগানো হয়েছে। তবে সওয়াল জবাব শেষে সিবিআই তদন্তের নির্দেশই বহাল রাখে সিবিআই।

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে গঠিত হল সার্চ কমিটি

সময়সীমাও বেঁধে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই: রাজ্যে উপাচার্য নিয়োগে জট কাটাতে একগুচ্ছ নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, তিন মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। সেই সঙ্গে কী ভাবে গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে, তা বলে দিল সর্বোচ্চ আদালত। সার্চ কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। তা নিয়ে আগেই বিবাদ তৈরি হয়েছিল রাজভবন ও রাজ্য সরকারের মধ্যে। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, শীর্ষ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইউইউ ললিতের নেতৃত্বে তিন সদস্যের সার্চ কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ললিত সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটিই কমিটি গঠন করতে পারেন। আবার আলাদা আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা আলাদা কমিটিও গঠন করা যেতে পারে। কমিটিতে প্রয়োজনে আরও চার বিশেষজ্ঞকে রাখতে পারেন চেয়ারম্যান।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদের জন্য তিনটি করে নাম বাছাই করবে সার্চ কমিটি। সেই তিনটি নাম তারা মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠাবে। মুখ্যমন্ত্রী ওই তিনটি নামের মধ্যে থেকে একটি নাম বাছবেন। সেই নাম তিনি রাজভবনে পাঠাবেন। তাঁকে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করবেন রাজ্যপাল। তিনিই রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। তবে সার্চ কমিটির বাছাই করা নাম যদি মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দ না হয়, তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন। আবার সার্চ কমিটি প্রস্তাবিত তিনটি নামের মধ্যে থেকে মুখ্যমন্ত্রী যাঁকে বাছবেন, রাজ্যপালের যদি তাঁকে পছন্দ না হয়, তিনিও শীর্ষ আদালতে যেতে পারেন। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। শীর্ষ আদালতের আরও নির্দেশ, উপাচার্য পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হবে। সেই বিজ্ঞাপনে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের কথা উল্লেখ করতে হবে। গোটা প্রক্রিয়ার খরচ বহন করবে রাজ্যই।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য এক্স হ্যান্ডলে একটি ছবি পোস্ট করেন। তাতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ দিয়ে মতামত রয়েছে। লেখা রয়েছে, 'উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকারের যে বক্তব্য ছিল, সুপ্রিম কোর্ট তার নির্দেশে সে কথাই বলেছে। আজকের নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন বিচারপতি ইউইউ ললিতের নেতৃত্বে সার্চ কমিটি গঠিত হবে। সেই কমিটিই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উপাচার্য পদের জন্য তিন জনের নাম প্রস্তাব করবে। মুখ্যমন্ত্রী তার মধ্যে থেকে নিজের পছন্দ মতো নাম বেছে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবেন। তার পর রাজ্যপাল উপাচার্য নিয়োগ করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর নাম পছন্দ না হলে তিনি তা-ও জানাবেন। আবার গণতন্ত্রের জয় হল।'

'বন্ধু' পুতিনের সঙ্গে দেখা করতে রাশিয়া গেলেন মোদি

দেখা করবেন অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট ও চ্যান্সেলরের সঙ্গেও

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই: রাশিয়া গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাঁচ বছর পর ওই দেশে গেলেন তিনি। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করবেন মোদি। রাতেই পুতিনের সঙ্গে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। রাশিয়া থেকে অস্ট্রিয়াতেও যাওয়ার কথা রয়েছে মোদির। দু'দিনের এই সফরের দিকে নজর রয়েছে গোটা বিশ্বের। অস্ট্রিয়ার গত ৪১ বছরের মধ্যে এই প্রথম ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী পা রাখতে চলেছেন। মোদি দেখা করবেন অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভ্যান দের বেলেন এবং চ্যান্সেলর কার্ল নেহামেরের সঙ্গে।

দিল্লির বিমানবন্দর থেকে রাশিয়ার উদ্দেশে পাড়ি দেওয়ার আগে একটি বিবৃতি দিয়েছেন মোদি। বিবৃতিতে তিনি লিখেছেন, '২২ তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে আমি রাশিয়ায় যাচ্ছি। আগামী তিন দিনে আমি অস্ট্রিয়াতেও যাব। ওই দেশে আমার এটাই প্রথম সফর।' তিনি আরও লিখেছেন, 'গত ১০ বছরে বাণিজ্য, নিরাপত্তা, শক্তি, বিনিয়োগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত এবং রাশিয়ার মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমার বন্ধু পুতিনের সঙ্গে আমি বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা এবং মতামত বিনিময় করব। উদ্দেশ্য একটাই, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এ ছাড়াও এই সফরে আমি রাশিয়ার বসবাসকারী ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাব।'

অস্ট্রিয়া সফর নিয়ে বিবৃতিতে মোদি লিখেছেন, 'অস্ট্রিয়া আমাদের নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। আমরা উভয়েই গণতন্ত্র এবং বহুত্ববাদের শরিক। প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার এবং চ্যান্সেলর কার্লের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাব আমি। গত ৪০ বছরে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এই প্রথম অস্ট্রিয়া সফর। আশা করি, নতুন ভাবনার মাধ্যমে আমরা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কটিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারব।'

উল্লেখ্য, ২০০০ সালে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের একটি চুক্তি হয়েছিল। তাতে ঠিক হয়েছিল যে, প্রতি বছর দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা এক বার করে দেখা করবেন এবং দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। ২০১৯ সাল পর্যন্ত চুক্তি অনুযায়ী বৈঠক হয়েছে। পালা করে প্রতি বছর ভারত এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান একে অপরের দেশে গিয়েছেন। ২০১৯ সালে মোদি রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন। তার পর ২০২০ সালে কোভিড অতিমারি শুরু হয়। ২০২১ সালে ভারতে এসেছিলেন পুতিন। কিন্তু তার পর থেকে নানা কারণে এই বৈঠক বন্ধ থেকেছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পুতিনের উপর সম্মিলিত চাপ বৃদ্ধি করে পশ্চিমি দুনিয়া। একাধিক বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। সে সময়ে ভারত কিন্তু সরাসরি রাশিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলেনি। তবে চুক্তির শর্ত মেনে মোদিকে রাশিয়াতেও যেতে দেখা যায়নি। অবশেষে ২০২৪ সালে সেই বৈঠক আবার করতে চলেছেন মোদি এবং পুতিন। আমেরিকা-সহ পশ্চিমী দুনিয়ার নজরও থাকছে এই বৈঠকে।

কাশ্মীরে শহিদ ৪ জওয়ান

শ্রীনগর, ৮ জুলাই: জম্মু ও কাশ্মীরে ফের সেনার উপর জঙ্গি হামলা। এবার কাঠুয়াতে সেনা কনভয় লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাল একদল জঙ্গি। গত দুদিনে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হামলা চলল উপত্যকায়। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, এই হামলায় শহিদ হয়েছেন ৪ জওয়ান। আহত আরও ৪। পালটা জবাব দেওয়া হয়েছে জঙ্গিদের। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত দুপক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই চলছে। এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে যৌথবাহিনী।

জানা গিয়েছে, সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার মাছেদি এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল ভারতীয় সেনার ৯ কোর বাহিনী। ঠিক সেই সময় সেনার কনভয়ে অতর্কিতে হামলা চালায় একদল জঙ্গি। এই হামলায় আহত হন ২ জওয়ান। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়ে পালটা জঙ্গিদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে সেনা। এই নিয়ে গত দু'দিনের মধ্যে দ্বিতীয় বার জঙ্গি হামলা ঘটল জম্মু ও কাশ্মীরে।

শনিবার সকাল থেকেই নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে জম্মু ও কাশ্মীর। কুলগাম জেলার মদেরগাম গ্রামের ফ্রিসাল এলাকায় জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে যৌথ অভিযান শুরু করেছিল সিআরপিএফ জওয়ান এবং স্থানীয় পুলিশ। গ্রামে সেনা এবং পুলিশ আধিকারিকেরা ঢোকার পর শুরু হয় গুলির লড়াই। সেই গুলির লড়াইয়ে চার জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়। তবে জঙ্গিদের গুলিতে দুই সেনাকর্মীরও মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।

মানিকতলা উপনির্বাচনের এবারের ইস্যু: বাঙালি-অবাঙালি থেকে আবাসনের ভোট

শুভাশিস বিশ্বাস

১০ জুলাই মানিকতলা, রানাঘাট দক্ষিণ, বাগদা ও রায়গঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচন। সাধারণত উপনির্বাচনে শাসকদলই জেতে। তবে এর ব্যতিক্রমও হয়। গত বছর সাগরদিঘি উপনির্বাচনে তৃণমূলের হেরে যাওয়া এবং বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বাইরন বিশ্বাসের জয় রাজ্য রাজনীতিতে আলোড়ন ফেলেছিল। বাইরন অবশ্য জয়ের তিন মাসের মধ্যেই উন্নয়নের কাজে শামিল হতে চেয়ে তৃণমূলে যোগ দেন। তবে এই চার উনির্বাচনের মধ্যে নজর কাড়া কেন্দ্র অবশ্যই কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের মানিকতলা বিধানসভার উপনির্বাচন। যেখানে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন প্রাক্তন ফুটবলার তথা এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে। ২০২১ সালে সাধনের কাছে কল্যাণই পরাস্ত হয়েছিলেন। তার পরে তাঁর দায়ের করা মামলার জন্যই আটকে ছিল মানিকতলার উপনির্বাচন। তৃণমূলের হয়ে লড়ছেন সাধন জায়া সুপ্তি পাণ্ডে।

সিপিএম প্রার্থী করেছে রাজীব মজুমদারকে। যদিও তিনি এর আগে মানিকতলায় দাঁড়িয়ে হেরেছিলেন। সে দিক থেকে সুপ্তির লড়াই তুলনামূলক 'সহজ' বলেই মনে করছেন অনেকে। তবে এখানে কাঁটাও রয়েছে। লোকসভায় জয়ের পরে উল্টোডাঙার একটি আবাসনে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছিল তৃণমূলের লোকজন। সেই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষুব্ধ হন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলনেত্রীর নির্দেশে ওই আবাসনে গিয়ে দুঃখপ্রকাশ করে এসেছিলেন তৃণমূলের নেতা কুণাল ঘোষ এবং স্থানীয় কাউন্সিলর শান্তিরঞ্জন কুণ্ডু। তৃণমূল সূত্রের খবর, সুপ্তিকে অন্তত ২০ হাজার ভোটে জেতানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে চলছে দল। যদিও মানিকতলার ভোটের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা কুণাল কোনও সংখ্যা বলতে চাননি। তবে তিনি জানান, 'লোকসভায় মানিকতলায় যে ব্যবধান ছিল, তা অনেকটাই বাড়বে।' আবার তৃণমূলের অনেকে ঘরোয়া আলোচনায় বলছেন, বিভিন্ন এলাকায় দলের মধ্যে 'পছন্দ-অপছন্দ' রয়েছে। ভোট করানোর বিষয়ে কে কেমন ভূমিকা নিচ্ছেন, তা ভোটের দিনই স্পষ্ট হবে।

বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৫/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৭০৩ নং এফিডেভিট বলে Mahua Santra W/o. Sujan Santra ও Mahua Santraghosh W/o. S. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৭/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৩ নং এফিডেভিট বলে Amar Kumar Bag S/o. Late Sunil Bag ও Amar Bag S/o. Lt. S. Bag সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৫০৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Jayanta Majhi ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Karna Dhar Majhi ও Lt Karna Dhar Majhi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৭০৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Suman Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sukdeb Ray ও S. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৮০৩ নং এফিডেভিট বলে Sk. Mokbul Hossen S/o. Sk. Babar Ali ও Sk. Makbul Hossen S/o. Sk. B. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৮০৪ নং এফিডেভিট বলে Gopi Mohan Chakravertty S/o. Abanish Chandra Chakraborty ও Gopi Mohan Chakraborty S/o. A. C. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৭১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Kartik Debnath ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shankar Debnath ও Lt. S. Debnath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৭০৭ নং এফিডেভিট বলে Pradip Chatterjee S/o. Basanta Chatterjee ও Pradip Kr. Chattopadhyay S/o. Lt. B. Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর কোর্টে ৮০০৯৫ নং এফিডেভিট বলে Pradip Kumar Mazumdar S/o. Late Susil Kumar Mazumdar ও Prodip Majumdar S/o. Late S Majumdar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ ই জুলাই। ২৪ শে আষাঢ়। মঙ্গল বার, তৃতীয়া তিথি, জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদাশা, বিংশোত্তরী বুধের মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যের সহযোগিতা করা মহাপুণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ।বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র। ত্রিপত্র বেলপাতা শুভ।

মিথুন রাশি : রোমান্টিক ভাব স্বজন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু প্রাপ্তি। শুভ ব্যাক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কর্কট রাশি : সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। নারী র সাথে আলোচনা ও সুন্দর ব্যবহারে কিছু প্রাপ্তি।রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ । শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য বিবাহীত জীবনে শান্তি লাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : বাণিজ্যে শুভ। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্র লাভ প্রাপ্তি। । বড়ত বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

তুলা রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈয্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

ধনু রাশি : ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

মকর রাশি : নৈরাশ্য না এনে সকলের সহযোগিতা কামনা করুন। একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

কুম্ভ রাশি : গুপ্ত শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

মীন রাশি : কর্ম পরিবেশ শান্তির বাতাবরণ। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্রঃ

(আজ অক্ষয়া গঙ্গা স্নান তিথি মুহূর্ত । শ্রী শ্রী বিপত্তারিনী ব্রত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১৮/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৪১ নং এফিডেভিট বলে Sk. Nuresh Ali S/o. Sk. Jerman Ali ও Sk. Nurash Ali S/o. Sk. J. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে Ajay Kumar Sharma S/o. Bhisham Kumar Sharma ও Ajay Kr. Sharma S/o. Bhisam Kr. Sharma সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Bijoy Pramanick, S/O. Sushanta Pramanick, সাং- কাঁঠালবেড়িয়া, পোঃ- বেথুয়াডহরী, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা নদীয়া ৬.৭.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর নোটারী পাবলিকের এফিডেভিট বলে Bijoy Pramanick, S/O. Sushanta Pramanick ও Bijoy Pramanik, S/O. Sushanta Pramanik একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি তপতী মন্ডল, স্বামী- সুনীল মন্ডল, সাং হরিশনগর, পোঃ- বানপুর, থানা- কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, আমার কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর. অফিসের ২৯.০৪.১৯৮৮ তারিখের ৩৪৩১ নং দানপত্র দলিলে আমার ও আমার স্বামীর নাম আদরী বালা মন্ডল, স্বামী সুনীল কুমার মন্ডল হইয়াছে। ০৪.০৭.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে তপতী মন্ডল, স্বামী- সুনীল মন্ডল ও আদরী বালা মন্ডল, স্বামী সুনীল কুমার মন্ডল একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি রেখা মিত্র বিশ্বাস পাসপোর্টে আমার নাম রেখা মিত্র আছে। ৫/৭/২৪ নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগরের এফিডেভিটে রেখা মিত্র ও রেখা মিত্র বিশ্বাস উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম রেখা মিত্র বিশ্বাস। তেহট্ট পশ্চিম পাড়া তেহট্ট নদীয়া

CHANGE OF NAME

I, EKANTIKA GUHA THAKURTA D/O Smt. Sharmistha Dey Panja, residing at 14 ,Swami Vivekanand Road ,Howrah 711101, have changed my name from EKANTIKA GUHA THAKURTA to EKANTIKA PANJA vide affidavit no 2449 at Metropolitan Magistrate court at Kolkata dated 18/06/2024. EKANTIKA GUHA THAKURTA and EKANTIKA PANJA is the same identical person.

নাম-পদবী

গত ২৫/০৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০৫৮৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Goutam Pramanick (old name) S/o. Shyamsundar Pramanik R/o. Chak Dumur, Morah, Haripal, Hooghly-712403, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Gautam Pramanik (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Goutam Pramanick & Gautam Pramanik S/o. Shyamsundar Pramanik উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৩২৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Jaydeep Mukhopadhyay (old name) S/o. Lt. Tarak Nath Mukherjee R/o. Balaji Enclave, Flat No. 26, 4th Floor, Moran Road, Near Ambika Athelatic Club, Gondalpara, Chandernagore, Hooghly-712137, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Jaydeep Mukherjee (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Jaydeep Mukhopadhyay & Jaydeep Mukherjee S/o. Lt. Tarak Nath Mukherjee উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৭/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৩১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Ohidul Ali (old name) S/o. Late Sk. Ichha Haque R/o. Beleswar, Basna, Balagarh, Hooghly-712501, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Ohidul Haque (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk Ohidul Ali & Sekh Ohidul Haque S/o. Late Sk. Ichha Haque উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sekh Sadek

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আমমোক্তার নামা

১) **চিত্রা দাস** স্বামী – রমেন্দ্রনাথ দাস সাং- ময়নাডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-712102, ২) **স্নিগ্ধা কর্মকার** স্বামী – দেবাদিনাথ কর্মকার সাং- কাজিডাঙ্গা, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী - 712123, বিগত ইং-15/02/2024 তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে I-0720/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**আলমগীর সরকার** পিতা – মৃত গোলাম নবী সরকার সাং মটুকপুর পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী-712149)-ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **মহঃ মাজেদ আলি** পিতা মহঃ সাবির পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর, অফিসে 1906/24 নং দলিল মূলে বিক্রয় করেন।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মটুকপুর, জে.এল.-105, হাল এল. আর 523 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 716 দাগে ভিটি যোল আনায় 126 শতকের মধ্যে 84 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি-
আলমগীর সরকার
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আমমোক্তার নামা

১) **মিনা দেবী (সাউ)** স্বামী – ৺রঞ্জিত সাউ ২) **অনিল কুমার সাউ** ৩) **রাহুল কুমার সাউ** উভয়ের পিতা – ৺রঞ্জিত সাউ সর্বসাং- 50/2 বিশ্বেশ্বর চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট, বালী, হাওড়া বিগত ইং-19/12/2023 তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে I-6384/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**রামসাগর মহতো** পিতা – মৃত মচ্ছু মহতো সাং খারাজীপাড়া, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী-712149)- ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **সেখ ইকবাল আলি** পিতা সেখ ইউনুস আলি ও **আজমীরা বিবি** স্বামী সেখ ইউনুস আলি, পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর, অফিসে 0681/24 নং দলিল মূলে বিক্রয় করেন।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা পুরুষোত্তমপুর, জে.এল.-43, হাল এল. আর 1430 ও 1431 খতিয়ানে, হাল 830 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 83 শতকের মধ্যে 5.44 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি-
রামসাগর মহতো
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ লার্নেড ডিস্ট্রিক্ট জাজ চিন্সুরা সদর, হুগলী

রেফা এ্যাক্ট ৩৯, কেস নং ২৩/২০২৩

দরখাস্তকারীঃ শ্রী বিশ্বনাথ পন্ডিত

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এইমর্মে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী বিশ্বনাথ পন্ডিত, পিতা স্বর্গীয় কার্ত্তিক পন্ডিত, ঠিকানা- পন্ডিত প্লাজা, ১০০ এন. কে. ব্যানার্জ্জী স্ট্রীট, পোঃ ও থানা -রিষড়া, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২২৪৮ এর বরাবর তাঁহার কাকা শ্যাম পন্ডিত মহাশয় গত ইংরাজী ১২ই অক্টোবর ২০০৪ তারিখে একখানি উইল মক্কেলের নাম বরাবর সম্পাদন করিয়া যান । যাহা হুগলী জেলার রিষড়া থানার অধীন জে. এল. নং - ২৭, রিষড়া মৌজায় তথা রিষড়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের ১০০ এন. কে ব্যানার্জ্জী স্ট্রীট হোল্ডিং ভুক্ত আর. এস. খতিয়ান নং ১৪৩৪, এল. আর. খতিয়ান ১৪০৯৭, আর. এস. দাগ ৩৪৬৩, এল. আর. দাগ ১০৪৩৬, বাস্ত পরিমান ৩ কাঠা ৩ ছটাক ৯ বর্গফুট মায় তদুপরিস্থিত সসাজ গৃহাদী তৎসহ চলাচলের রাস্তার অধিকার সহ সম্পত্তি উইল করিয়া যান । উইলকর্তা শ্যাম পন্ডিত মহাশয় আমার মক্কেল বিশ্বনাথ পন্ডিতকেই উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করিয়া যান । প্রকাশ থাকে, উইলকর্তা শ্যাম পন্ডিত মহাশয় গত ইংরাজী ২৬শে নভেম্বর ২০০৬ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন । সেকারণ আমার উক্ত মক্কেল উইলের প্রবেট লইবার জন্য অত্র আদালতে অত্র নং মোকর্দমা দায়ের করিয়াছেন। অত্র বিষয়ে যদি কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর হইতে পরবর্ত্তী ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আমার মক্কেলের তরফ একতরফা শুনানী হইবে ।

দরখাস্তকারীর পক্ষে নিযুক্তীয় উকিলবাবু-
সুমিত কুমার অধিকারী

আদালতের অনুমত্যানুসারে-
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Dhoradaha- I Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), P.O- Dhoradaha, Nadia. **NIET NO. 123/ 15th FC TIED/DGP-I/2024, 124/15thFC UNTIED/ DGP- I/2024,** visit **www.wbtenders.gov.in** Last date of submission **15.07.24 up to 6p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Dhoradaha- I Gram Panchayat.

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আমমোক্তার নামা

১) **বিশ্বনাথ কর্মকার** ২) **বট কৃষ্ণ কর্মকার** ৩) **বনমালী কর্মকার** ৪) **নীল কমল কর্মকার** সকলের পিতা সাধন চন্দ্র কর্মকার সাং আলিপুর, পো: - আলিপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী, পিন- 712305, বিগত ইং 17/05/2011 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-84/2011 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদিগকে (১) **পরেশ চন্দ্র কর্মকার** ২) **উমাপদ কর্মকার** উভয়ের পিতা – সাধন চন্দ্র কর্মকার সাং আলিপুর, পো: - আলিপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী, পিন-712305) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা **পরেশ চন্দ্র কর্মকার ও উমাপদ কর্মকার**, হুগলী ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, অফিসে **শ্রীমতী মিঠু কর্মকার** স্বামী মৃত বিশ্বজিৎ কর্মকার সাং আলিপুর, পো: - আলিপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী, পিন-712305 মহাশয়াকে I-5733/2023 নং দলিল মূলে 25 শতক সম্পত্তি বিক্রয় করি।

তপশীল -_জেলা- হুগলী, থানা- দাদপুর, মৌজা- আলিপুর, জে. এল.- 48, হাল এল.আর. – 430, 400, 396, 346, 369 ও 96 নং খতিয়ানে (১) সাবেক 437 ও হাল 1493 দাগে শালি 08 শতক, (২) সাবেক 421 ও হাল 1389 দাগে শুনা 14 শতক ও (৩) সাবেক 1090/1142 ও হাল 1514 দাগে পুকুর 03 শতক, একুনে মোট তিনটি দাগে 25 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

পরেশ চন্দ্র কর্মকার ও উমাপদ কর্মকার
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি।।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে,আমরা **কাজী নিত্যানন্দ**,পিতা আনসার কাজী, **কাজী বাবুল**, পিতা কাজী নাসির আলী,এবং **সেখ আজাদ আলী**, পিতা মৃত রমজান আলী, সাং-১৯/১/১, আব্দুল ফাস্ট বাই লেন,থানা- এ.জে.সি বোস বি.গার্ডেন,হাওড়া, উপরিউক্ত হোল্ডিংভুক্ত জমি মিউটেশন কেস নং ৫৩৩,৫৩৪,৪৪৩,৪৪৪, ৪৪৬/২০২৪ সেটেলমেন্টের ১০২ নং সীটে আর.এস ৩৪, এল.আর ৩৭ দাগে এবং ১১২ নং সীটে আর.এস ৪০এল.আর ৪৬ নং দাগে **শ্রী অজয় মাইতি ওরফে অজয় কুমার মাইতি** দীং মহাশয়গন ইংরাজী ০২.০৯.২০২১ সালের এ্যাঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৫০২০৭৮৬৬ নং দলিলমূলে নিযুক্তিয় আমমোক্তারগন **মহঃ ইব্রাহিম মল্লিক**, পিতা মরহুম ইন্তিয়াজ আলী মল্লিক,**রুহুল হোসেন মোল্লা**,পিতা মরহুম সফিউর রহমান মোল্লা, **পিয়ার উদ্দিন মন্ডল**,পিতা মরহুম আকবর আলী মন্ডল, সাং- ৬৫ নং ক্যারী রোড,পোঃ-বি.গার্ডেন,থানা- এ.জে.সি বোস বি.গার্ডেন,জেলা - হাওড়া মহাশয়গনের নিকট হইতে দুইটি দলিলে ০৩ কাঠা ০৬ ছটাক যাহার নং ১৩১৩৬/ ২০২১,১৩১৩৭/২০২১ এবং একটি দলিল মূলে ০১ কাঠা ০৪ ছটাক ১৫ বর্গফুট যাহার নং ১৩১৩৪/২০২১ জমি খরিদ করি। যদি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ঐ আমমোক্তার নামা দলিল সম্বন্ধে বা উক্ত সম্পত্তির দাবিদার/ ওজরাপত্তি থাকিলে হাওড়া শহর জড়িপ শাখা ৩নং কার্ত্তিক দত্ত রোড, হাওড়া- ৭১১১০১ ঠিকানায় ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

হাওড়া শহর জড়িপ শাখা
৩নং কার্ত্তিক দত্ত রোড, হাওড়া-৭১১১০১

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আমমোক্তার নামা

অর্চনা ঘোষ ওরফে অর্চনা ঘোষ মন্ডল পিতা – ৺কানাইলাল ঘোষ স্বামী গোপীনাথ ঘোষ সাং- নসিপুর সাহাপাড়া, পোঃ দাঁইহাট, থানা কাটোয়া, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন 713502 বিগত ইং - 15/12/2023 তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে I-6328/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদিগকে (১) **মানব সুর** পিতা – মৃত বিমল সুর সাং খন্যান দক্ষিণ পাড়া, থানা - পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী-712147, ২) **আব্দুল রাকিব** পিতা মৃত আব্দুর রতিব সাং হরিদাসপুর, থানা - পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী-712147) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **সেখ ইকবাল আলি** পিতা সেখ ইউনুস আলি ও **আজমীরা বিবি** স্বামী সেখ ইউনুস আলি মহাশয়/মহাশয়া-দ্বয়কে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর, অফিসে 0811/24 ও 713/24 নং দলিল মূলে বিক্রয় করেন।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা খন্যান, জে.এল.-129, হাল এল. আর 7222 খতিয়ানে, সাবেক 1473 ও হাল 1691 নং দাগে শালি জমি 12.23 শতক বা 5329.62 বর্গফুট আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি-
মানব সুর
আব্দুল রাকিব
আমমোক্তার

নোটিশ

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে শ্রীমতি কল্যাণী ঘোষ স্বামী শ্রী বিপ্লব বিজয় ঘোষ সাং কে কে ভট্টাচার্য্য রোড পোস্ট– রাজপুর, থানা–সোনারপুর জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা– ৪৫ (WB) ব্যক্তিগত কারণে নিজ পক্ষে সঙ্গীতা ঘোষ কে পিতা। মনোরঞ্জন ঘোষ সাং গাঙ্গুরিয়া ১নং ওয়ার্ড, পোস্ট–সুবর্ণপুর, থানা–হরিণঘাটা, জেলা– নদীয়া, আমমোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করেন। হরিণঘাটা সাব রেজিস্টার অফিস iv নং বহির ১৫/১৮Q ১৩০৯/১/২ ৪৭৫৪১ তাং ০৬/০৯/২০১৮ (ADSR Haringhata Nadia, WB) গত ১৪/০৬/২০২৪ তাং মৌজা জে এল ৪৪ নং গাঙ্গুরিয়া দাগ নং আর এস ১১৪১, এল আর ১২৮৮, খতিয়ান এল আর ১১৫ আমমোক্তার ক্ষমতা প্রাপ্ত সঙ্গীতা ঘোষ হইতে আমরা (১) শ্রী রঞ্জন ঘোষ (২) শ্রী সুজিত ঘোষ উভয়ের পিতা। সাধনচন্দ্র ঘোষ (৩) শ্রীমতি মাধবী ঘোষ পাল স্বামী শ্রী সুজিত ঘোষ (৪) শ্রী রমিত ঘোষ পিতা শ্রী রঞ্জন ঘোষ সকলের সাং ও পোঃ মোল্লাবেলিয়া থানা–হরিণঘাটা জেলা–নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ এক শতক জমি ক্রয় করিয়াছি দলিল S/No 2298/2024, I-2317/2024, Q/271440902/24 তাং 14/06/2024 ADSR Haringhata Nadia WB উপরিক্ত জমির রেকর্ড/মিউটেশনের জন্য আবেদন করা হইবে। কারোর আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ দিনের মধ্যে হরিণঘাটা BLRO LRO অফিসে অথবা +919800404070 ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আমমোক্তার নামা

দিব্যেন্দু কুন্ডু, পিতা – ৺নরেন্দ্র লাল কুন্ডু সাকিম – 504 লোধা এর্টানিস, অফজিট টাওয়ার নম্বর ৮, মহাকালী কেভস রোড, এম. আই. ডি. সি. আন্ধেরী ইস্ট, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র, পিন 400069, বর্তমান সাকিম 610, আজিবা মল বিল্ডিং, আজিবা, পিন 113, ওমান, বিগত ইং-15/03/2023 তারিখে এ্যমবাসি অফ ইন্ডিয়া মসকট, ওমান অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত CO4969/mus/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শ্রীমতি মঞ্জুরী দাস** পিতা – স্বর্গীয় নরেন্দ্র লাল কুন্ডু সাং ২১৭/১৭৯ ওল্ড কাপাসডাঙ্গা, থানা চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-712103)- ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী মনোজিৎ হালদার** পিতা বিজয় হালদার মহাশয়কে ডি.এস.আর-I, হুগলী অফিসে 13/12/2023 তারিখে 11194/23 নং দলিল মূলে 1 কাঠা ৭ ছটাক বা 0.023 একর বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কাপাসডাঙ্গা, জে.এল.-10, এল. আর 62 খতিয়ানে, আর. এস. দাগ নং 1530 ও এল. আর. দাগ নং 3298, 3299 দাগে বাস্তু জমি 0.43 একর ও 0.042 একর ডোবা জমি, তন্মধ্যে 0.43 একর বাস্তু জমি উপরিউক্ত দলিলে বিক্রয় করা আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে। মিউটেশান নং – MN/2024/0601/5782.

ইতি-
শ্রীমতি মঞ্জুরী দাস
আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩০০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

বিশ্ব উষ্ণায়নে নিয়ে সতর্কতা মহেশতলার আইসি-র

বক্তব্য রাখছেন ডায়মন্ডহার পুলিশ জেলার এসডিপিও কামরুল জামাল মোল্লা।

নিজস্ব প্রতিবেদন, মহেশতলা: বাজি ফাটানোর বিনোদন ভুলে পরিবেশে অক্সিজেনের জোগান বাড়াতে গাছ লাগান। পরামর্শ ডায়মন্ডহার পুলিশ জেলার এসডিপিও কামরুল জামাল মোল্লার। মহেশতলা থানার আইসি তাপস সিনহার পরামর্শ বিশ্ব উষ্ণায়নের মোকাবিলা করতে না পারলে ফের মাটির বাড়িতে বাস করতে হবে। পশ্চিবঙ্গ প্রদেশ আতসবাজী সমিতির উদ্যোগে বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে এসে এমনই পরামর্শ দিলেন প্রশাসনের দুই আধিকারিক।

বজবজ-মহেশতলা প্রদেশ আতসবাজী সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল দশম বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন ভৌগোলিক গবেষক সুজীব কর, প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য, ডায়মন্ডহার পুলিশ জেলার এসডিপিও কামরুল জামাল মোল্লা, মহেশতলা থানার আইসি তাপস সিনহা, প্রাক্তন ডিএসপি শুভাশিস চৌধুরী, পুরমাতা রেখা নস্কর-সহ একাধিক অতিথিবৃন্দ। বজবজ-মহেশতলা প্রদেশ আতসাজী সমিতি গত নয় বছরে প্রায় ৫০ হাজার গাছ লাগিয়েছে স্থানীয় এলাকায়, জানালেন সমিতির সম্পাদক সুখদেব নস্কর। অনুষ্ঠানে প্রায় এক হাজার গাছ স্থানীয় স্কুলের বাচ্চাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের অতিথিরা ছোট শিশুদের গাছ রক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন। ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের গাছ বাঁচানোর পরামর্শও দেন। শুধু বাজি বানিয়ে ব্যবসা করলেই হবে না। সুরক্ষার প্রয়োজনে গাছ লাগানো ও পরিবেশ রক্ষা করার পরামর্শ দেন প্রশাসনিক দুই আধিকারিক। আগামীদিনে এমন উদ্যোগ আরও বেশি করে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়।

আগত আর্থিক বর্ষে নিজেদের লক্ষ্য তুলে ধরল রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বর্ষে রেলে তার লক্ষ্য সামনে তুলে ধরল। যেখানে বলা হয়েছে, নন-এসি যাত্রীদের সুবিধা বাড়ানোর জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে চলেছে রেল। সঙ্গে এও বলা হয়েছে, রেলের তরফ থেকে ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবর্ষে ১০ হাজার নন-এসি কোচ তৈরি করা হবে। আগামী দুই অর্থবছরে এই উদ্যোগের মাধ্যমে নন-এসি কোচে ভ্রমণকারী যাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত এবং উন্নত সুবিধা নিশ্চিত করাই লক্ষ্য হবে ভারতীয় রেলওয়ের। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী দুই বছরে, নন-এসি কোচের সামগ্রিক সংখ্যা ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। ২,৬০৫ টি সাধারণ কোচ, ১৪৭০ টি নন-এসি স্লিপার কোচ, ৩২৩টি এসএলআর কোচ, ৩২টি উচ্চ ক্ষমতার পার্সেল ভ্যান এবং ৫৫টি প্যান্ট্রি কার তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

মানিকতলা উপনির্বাচনের ইস্যু বাঙালি-অবাঙালি থেকে আবাসনের ভোট

প্রথম পাতার পর...

তবে তৃণমূল এ-ও চাইছে, শহর কলকাতার এই উপনির্বাচন যাতে নিরুপদ্রবে হয়। না হলে দলের সম্পর্কে 'অন্য বার্তা' যাবে। এদিকে সদ্য যে লোকসভা নির্বাচন হয়ে গেল তার ফলাফলের নিরিখে মানিকতলা নিয়ে তৃণমূলের কিছু উদ্বেগ রয়েছে। কারণ, উত্তর কলকাতা লোকসভা আসনে তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জিতলেও মানিকতলা বিধানসভায় তিনি এগিয়ে ছিলেন মাত্র সাড়ে তিন হাজার ভোটে। এই সাড়ে তিন হাজারের ব্যবধান যে 'নিরাপদ' নয়, তা তৃণমূলও মানছে। তাই সুপ্তিকে সম্মানজনক ব্যবধানে জিতিয়ে তৃণমূল লোকসভার ক্ষতে প্রলেপ দিতে চাইছে। আর এই জয় আনতে মূলত দু'টি ওয়ার্ড এবং আবাসনগুলিতে বিশেষ নজর দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তৃণমূলের তরফ থেকে।

এখানে আরও একটা পরিসংখ্যান দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। মানিকতলা বিধানসভায় যে আটটি ওয়ার্ড রয়েছে তার মধ্যে এই লোকসভা নির্বাচনে ১৬ ও ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি পিছনে ফেলে দিয়েছে তৃণমূলকে। যে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে সুপ্তির বাড়ি, সেখানেই সুদীপ পিছিয়ে ছিলেন প্রায় ৫০০ ভোটে। ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পরেশ পাল। তিনি বেলেঘাটার বিধায়কও বটে। ফলে ৩১ নম্বর ওয়ার্ড পরেশ পালের 'হোম গ্রাউন্ড' বলেই পরিচিত। আবার পরেশের সঙ্গে প্রয়াত সাধনের সম্পর্ক কতটা মধুর ছিল, তা বঙ্গ রাজনীতির সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁরা মোটামুটি জানেন। এই ওয়ার্ডে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ভোটের ব্যবধানে এগিয়েছিল বিজেপি। যদিও মানিকতলা উপনির্বাচনের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে চার জনের কমিটি করে দিয়েছেন তাতে রয়েছেন পরেশও। তবে পরেশ কয়েক দিন ধরেই অসুস্থ। তৃণমূল চাইছে ওই দু'টি ওয়ার্ড থেকে সম্মানজনক ব্যবধানে সুপ্তিকে 'লিড' দিতে। মানিকতলা বিধানসভা এলাকার আবাসনগুলিতে লোকসভায় তৃণমূলের ফল ভাল হয়নি। সে দিকেও নজর দিতে চাইছে শাসকদল। এমন ওয়ার্ডও রয়েছে, যেখানে তৃণমূল এগিয়ে থাকলেও নির্দিষ্ট কিছু মহল্লায় ফল মোটেই ভাল হয়নি। আর সেই কারণেই ড্যামেজ কন্ট্রোলে সুপ্তিকে নিয়ে প্রচার করানোও হচ্ছে। এর সঙ্গে রয়েছে আবাসনের আবাসিকদের সঙ্গে বৈঠক করা থেকে শুরু করে তাঁদের কথা শোনাও।

ভবানীপুরের মতোই মানিকতলা বিধানসভা এলাকাতেও, ভিন রাজ্য থেকে আসা অনেকে থাকেন। সবচেয়ে বড় কথা মানিকতলা বিধানসভা এলাকায় থাকা প্রায় ১৭ শতাংশ অবাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন, যাঁদের ভোটের সিংহভাগ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির দিকে গিয়েছে বলে মনে করে রাজনৈতিক মহল। সেই কারণে এই বিষয়টিও ভাবাচ্ছে তৃণমূলকে। শুধু তাই নয়, মানিকতলা বিধানসভা এলাকায় রয়েছে প্রচুর আবাসন। এই সব আবাসনের বাসিন্দাদের উপনির্বাচনে ভোট দিতে না যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এই ছবিটা বদলাতে চাইছে তৃণমূল। তারা চাইছে, উপনির্বাচন হলেও আবাসনের ভোটাররা যেন ভোট দিতে যান। এই কারণেই তৃণমূল পাখির চোখ করেছে আবাসনগুলিকে। এই ভোটারদের মন পেতে তৃণমূল কোমর বেঁধে আসরে নেমেছে। বহুতলে প্রচারের জন্য তৈরি করা হয়েছে বিশেষ গ্রুপ। এই গ্রুপের সদস্যরা আবাসনের সোসাইটি মেম্বারদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। আবাসন এবং ভিনরাজ্যের বাসিন্দাদের বাড়িতে বাড়িতে তৃণমূলের পতাকা ছাড়া প্রচার করা হচ্ছে। বেশ কিছু আবাসনকে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে প্রচারে যাচ্ছেন তৃণমূলের প্রার্থী। বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি বলায় সাবলীল এমন কর্মীদের প্রচারে কাজে লাগানো হচ্ছে।

তবে বিজেপির সম্পর্কে বলতে গেলে একটা কথাই বলতে হয়, সিপিএমকে সরিয়ে বাংলায় প্রধান বিরোধী দল হয়ে ওঠার পর বিজেপি আজ পর্যন্ত কলকাতায় থাকা একটি বিধানসভা কেন্দ্রেও জিততে পারেনি। এদিকে বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবের জনসংযোগও এলাকার মানুষের মন ছুঁয়ে যেতে পারছে না। উত্তর কলকাতার মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের মন ছুঁতে যে মাটিতে নেমে এসে রাজনীতি করতে হয় সেখানে কোথাও একটা খামতি রয়েছে কল্যাণের। উল্টোদিকে মানিকতলার প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত সাধন পাণ্ডের স্ত্রী সুপ্তি পাণ্ডের বল-ভরসা এই মধ্যবিত্ত আর নিম্ন মধ্যবিত্তরাই। ফলে সব মিলিয়ে বেশ বাঙালি-আবাঙালি থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের এক অলিখিত লড়াই জমিয়ে দিয়েছে মানিকতলা বিধানসভার উপনির্বাচন।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৯ জুলাই ২০২৪ ২৩ আষাঢ় ১৪৩১ মঙ্গলবার

প্রাথমিক শিক্ষকদের বদলি ‘উৎসশ্রী’র বদলে এবার অফলাইনে মেটানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘উৎসশ্রী’ পোর্টাল বন্ধ থাকায় শিক্ষক-বদলি আটকে থাকবে, এই যুক্তি মানা হবে না বলে সোমবার স্পষ্ট জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত সূত্রে খবর, সোমবার একটি বদলি সংক্রান্ত মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে। মামলাকারী এক শিক্ষিকা। তাঁর থ্যালাসেমিয়া রয়েছে। তাঁর মেয়ের শ্বাসকষ্ট। তিনিই বদলির আবেদন করেছিলেন। তবে এখনও কোনও সদুত্তর বোর্ড তাঁকে দিতে পারেনি। আর এই মামলাতেই বিচারপতি বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশ, প্রাথমিকে শিক্ষকদের বদলির ক্ষেত্রে ‘উৎসশ্রী’ পোর্টাল বন্ধ থাকার যুক্তি আর কার্যকর হবে না। এখন থেকে প্রাথমিকের সব বদলির আবেদন অফলাইনে বিবেচনা

করতে হবে বোর্ডকে। এদিনের এই নির্দেশের ফলে গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে পোর্টাল বন্ধ থাকায় বদলি আটকে থাকার যে সমস্যা, তা সমাধান হল বলেই মনে করছেন আইনজীবীরা। আদালতের বক্তব্য, এখন থেকে অফলাইনে যত আবেদন আসবে, সমস্ত আবেদনই একইভাবে বিবেচনা করতে হবে বোর্ডকে।

আদালত সূত্রে খবর, প্রায় তিন বছর ধরে উত্তর দিনাজপুরের প্রাথমিক স্কুলে পড়ান মামলাকারী ওই শিক্ষিকা। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ওই শিক্ষিকার বছর পাঁচেকের মেয়ের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা রয়েছে। তাই তিনি বীরভূমে নিজের বাড়ির কাছে বদলি চান। এদিকে রাজ্যে শিক্ষক বদলি হয় উৎসশ্রী পোর্টালে আবেদনের ভিত্তিতে। কিন্তু বিভিন্ন মামলার কারণে উৎসশ্রীতে আবেদন গ্রহণ আপাতত বন্ধ। তাই শেষমেশ রাজ্যের উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন ওই শিক্ষিকা। আর এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা প্রশ্ন তোলেন, কোনও কারণে যদি অনলাইনে আবেদন বন্ধ থাকে, অফলাইনে কেন আবেদন গ্রহণ করা যাবে না? কারণ, বহু শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন, যাঁরা গুরুতর সমস্যার মুখে রয়েছেন। এরপরই বিচারপতি মান্থা নির্দেশ দেন, শিক্ষা দফতর যেন মামলাকারীর আবেদন খতিয়ে দেখেন। প্রয়োজনে অফলাইনে নিজের বক্তব্য জানাতে পারবেন মামলাকারী।

পরিকল্পনার অভাবে জলের মিটার বসানোর বিপুল খরচে হতাশ ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরিকল্পনা ছাড়াই ঋণের টাকায় জলের মিটার বসিয়ে উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ উঠল কলকাতা পুরসভার বিরুদ্ধে। এদিকে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, এবার এই মিটারগুলি খুলে ফেলারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে এও খবর মিলছে এই মিটার বসাতে খরচ হয়েছিল কোটি কোটি টাকা। জল অপচয় রুখতে তা বসানো হয়েছিল ঠিকই কিন্তু যথাযথ পরিকল্পনা ছিল না থাকায় বিপুল টাকা জলে গিয়েছে বলেই অভিযোগ।

সঙ্গে এ খবরও মিলেছে, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের ঋণের কোটি টাকায় জলের চাপ পরিমাপের জন্য এবং অপচয় রুখতে তে বসানো হয়েছিল এই মিটার। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছিল ‘ওয়াটার লস ম্যানেজমেন্ট’। জলের মিটার বসানো এবং ওই এলাকায় জলের পাইপ মেরামত-সহ একাধিক কাজের জন্য খরচ হয় ১৪৪.৫৩ কোটি টাকা। ১০৭, ১০৮, ১০১ ও ১১০ নম্বর ওয়ার্ডে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে ১০ হাজারের বেশি বাড়িতে এই মিটার বসানো হয়েছিল।

সম্প্রতি কলকাতা পুরনিগমে কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পের উপর একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তাতে দেখা যায়, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের ঋণে শহরের পূর্বাংশ এবং দক্ষিণ শহরতলির বিভিন্ন অংশে পুরসভা উন্নত করতে ১৪টি প্রকল্পের কাজ চলছে। তবে এই কাজগুলির গতি এবং বাস্তবায়ন রীতিমতো হতাশাজনক। কলকাতা পুরসভা এবং কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের নিজস্ব সমন্বয়ের অভাবে কাজগুলি অর্ধেক শেষ হয়ে পড়ে রয়েছে। বিষয়টি বৈঠকে উঠে আসতে মেয়র ফিরহাদ হাকিম কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পের আধিকারিকদের উপরে ক্ষোভ প্রকাশ করে।

আর এই বৈঠকেই জলের এই মিটারগুলির কাজকর্ম পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, যে ধরনের জলের চাপ থাকলে মিটারের চাকা ঘুরবে নির্দিষ্ট গতিতে, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডগুলিতে জলের সেই চাপই নেই। এমনকী জল অপচয় রোধার উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হচ্ছে। অপচয় পরিমাপ করা কোনওভাবে সম্ভব হচ্ছে না। বরো ১২ তে তিনটি ওয়ার্ড এবং ১১ নম্বর বরোর একটি ওয়ার্ডেই এই কাজ বছর কয়েক আগে শুরু হয়েছিল। সেখানে বাড়িতে মিটার বসে গেলেও তাতে কোনও লাভের লাভ হচ্ছে না। যে কারণে মেয়র ওই মিটারগুলি খুলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন বলেও খবর। ব্যাপক পরিমাণ অর্থ ক্ষতি হবে, সেটা আঁচ করতে পারলেও অথবা মিটার বসিয়ে রাখতে চান না মেয়র। এই প্রসঙ্গে ১২ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান সুশান্ত ঘোষ জানান, ‘যার উপর ভিত্তি করে এই ধাপা জল প্রকল্প তৈরি করা হয়, সেই জনসংখ্যা প্রায় আড়াই থেকে তিন গুণ বেড়েছে। যতটা পরিমাণ জল এই অঞ্চলের জন্য ধরা হয়েছিল, খরচ বেড়ে গিয়েছে। ফলে জলের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।’ এরপর স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে, কেন পরিকল্পনা নিয়ে সুনির্দিষ্ট পথে এই উন্নয়নের কাজ করা গেল না? কেন ঋণ বাবদ পাওয়া কোটি কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়ল? এই ইস্যুতে বিরোধীদের তোপে শাসক শিবির। এবিষয়ে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘আপাতত মিটারগুলি সরিয়ে দিতে বলেছি। আগে জলের চাপ বাড়ুক তারপর আমরা দেখব। মিটার বসানোর উদ্দেশ্য জল যাতে অপচয় না হয়। যেখানে প্রয়োজন নেই যখন কেন শুধু শুধু বসাতে যাব।’ এই প্রসঙ্গে বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ শাসক শিবিরকে কটাক্ষ করে বলেন, ‘মিটারটা ঘুরতে গেলে জলের যে ফোর্স দরকার সেটাই নেই।’ অন্যদিকে সিপিএম নেতা চয়ন ভট্টাচার্য বলেন, ‘অপরিকল্পিতভাবে শুধুমাত্র লোক দেখানো কাজ করলে এমনটা হবে সেটাই স্বাভাবিক।’

নগরপালের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের জবাব দিতে প্রস্তুতি শাসকদলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপালের পদের ‘অপমান’-এর অভিযোগে এবার কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ কলকাতার নগরপাল ও ডিসি সেন্ট্রালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চলেছে অমিত শাহের মন্ত্রক, এমনই আঁচ মিলেছিল বিশেষ সূত্রে। এবার এই ঘটনার বাস্তবিক ক্ষেত্রে সামনে আসায় সরব হয়েছে বাংলার শাসকদল তৃণমূল। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় কোনও কেন্দ্রীয় আইপিএস অধিকারিকদের বিরুদ্ধে এভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যায় না বলেও দাবি শাসকদলের।

তবে পুলিশ বা প্রশাসনিক মহলের একাংশের বক্তব্য, আইপিএস এবং আইএএসদের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ডিপার্টমেন্ট অব পার্সোনেল অ্যান্ড ট্রেনিং বা ডিওপিটি বা কর্মী ও প্রশিক্ষণবর্গের হাতে রয়েছে। আর এখানেই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তাঁর বক্তব্য এবং সংবিধানকে অমান্য করার অভিযোগ করেছিলেন। এর আগেও এমন ঘটনার নজির আছে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও ডিপার্টমেন্ট অব পার্সোনেল অ্যান্ড ট্রেনিং-এর তরফে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করা হয়েছিল। যদিও তাঁর বিষয়টি একেবারেই ছিল আলাদা। অনেকেই বলছেন, ক্যাডার স্টেটকে এড়িয়ে কিছু করা যায় না। সেক্ষেত্রে কেন্দ্র ক্যাডার রাজ্যকে কী বলবে এবং রাজ্য কী পদক্ষেপ করে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা জানান, ‘এই পদক্ষেপ একেবারে সঠিক। পুলিশ যদি এভাবে তাবেদারি করতে থাকে, আইনও না দেখে তা হলে তো মুশকিল। রাজ্যপাল সংবিধানের রক্ষাকবচের মধ্যে আছেন। সেই বিষয়টা যদি সিপি কিংবা ডিসি সেন্ট্রাল না জেনে থাকেন, তাহলে তো ওনারা ওই পদে থাকারই যোগ্যতা নেই। আর যদি জেনে করে থাকেন, তাহলে স্বাভাবিক কারণে অন্যায় করেছেন। ওনাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। যাতে ভবিষ্যতে এই জাতীয় কুৎসার সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের সংযোগ না থাকে।’

অন্যদিকে, এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা শান্তনু সেন জানান, ‘রাজ্যপাল বিজেপির তল্পিবাহক। রাজ্যপালের কথায় বিজেপির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবেন এটা তো স্বাভাবিক। রাজ্যপাল রাজভবনে কর্মরত মহিলার সঙ্গে যা করেছেন, দিল্লির হোটেলে গিয়ে যা করেছেন তার কোনও বিচার হবে না। এটা তো দিনের পর দিন হতে পারে না। তাই তো অভিযোগকারী সুপ্রিম কোর্টেও গিয়েছেন।’

অয়ন শীল ঘনিষ্ঠ দেবেশকে তলব সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অয়ন শীল ঘনিষ্ঠ দেবেশ চক্রবর্তীকে তলব করল সিবিআই। ইতিমধ্যেই পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট জমা করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা। তাতে দেখা যাচ্ছে, দেবেশ চক্রবর্তী ওরফে কানুর নাম রয়েছে। তারপরই তাঁকে তলব করা হয়। সোমবার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়।

এদিকে সূত্রে খবর, এই দেবেশ মূলত মিডলম্যানের কাজ করতেন বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। আর এই দেবেশকে ধরেই সিবিআই জানতে চাইছে, মিডলম্যান হিসাবে আর কে কে কাজ করতেন। কার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কার হাতে দিতেন, এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দেবেশের থেকে পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা। তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হতে পারে। সিবিআই-এর হাতে আরও তথ্য রয়েছে, অয়ন ঘনিষ্ঠ দেবেশই ৬০০ জনেরও বেশি চাকরিপ্রার্থীকে নিয়োগের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্তকারীদের নজরে

রয়েছেন একাধিক প্রভাবশালী। তাঁদের মধ্যে নেতা মন্ত্রীরাও রয়েছেন বলে খবর। তালিকা ধরে একে একে সবাইকেই তলব করা হবে বলে খবর।

প্রসঙ্গত, চলতি সপ্তাহেই পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট জমা করে সিবিআই। তাতে প্রথমেই নাম রয়েছে দক্ষিণ দমদম পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচু গোপাল রায় ও ‘মিডলম্যান’ অয়ন শীল। চার্জশিটে সিবিআই উল্লেখ করেছে, অতিমারি পরিস্থিতিতে দক্ষিণ দমদম পৌরসভায় হঠাৎ করেই ২৯ জনের চাকরি হয়ে গিয়েছিল। সিবিআই-এর বক্তব্য, এই নিয়োগে দুর্নীতি রয়েছে। নিয়ম মেনে এই নিয়োগ হয়নি।

বৃহস্পতি থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি কমার সম্ভাবনা আপাতত নেই। বরং বৃষ্টির ব্যাপকতা বাড়তে পারে বিস্তর। তবে সোমবার থেকে খানিকটা হাওয়া বদলের সম্ভাবনার কথা শোনানো হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সোমবার সকাল থেকেই শহরের আকাশ ছিল পরিষ্কার। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য থাকায় অস্বস্তি বজায় থাকবে।

হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, বুধবার ১০ জুলাই পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বৃহস্পতিবার ১১ই জুলাই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাত চলবে। বাকি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবারেও দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। এরমধ্যে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃষ্টির পরিমাণ হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত। উত্তর দিনাজপুরেও মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

বুধবার থেকে ফের বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা দ্বিগুণ হবে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা মালদা জেলাতেও। বৃহস্পতিবারেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। চলতি সপ্তাহেই আরও একবার দুর্যোগে দুর্ভোগ হতে পারে উত্তরবঙ্গে।

নেশার প্রতিবাদ করায় নিগৃহীত পরিবার, কাঠগড়ায় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়ির সামনে মদ খাওয়া নিয়ে বচসা। তার প্রতিবাদ করায় একটি পরিবারের সব সদস্যকে মারধরের অভিযোগ উঠল রাজারহাটের ভাতুরিয়া এলাকার স্থানীয় তৃণমূল নেতা কল্যাণ লোধের শ্যালক হীরক মুখোপাধ্যায়-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। এই ঘটনা থেকে রেয়াত পায়নি ৬ বছরের শিশুও। শুধু মারধরই নয়, বাড়ির মহিলা সদস্যদের নিগ্রহের অভিযোগেও উঠেছে তৃণমূল নেতার শ্যালক ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। রাজারহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করে আক্রান্ত চক্রবর্তী পরিবার। তবে থানায় অভিযোগ করতে গেলেও প্রথমে পুলিশ অভিযোগ নিতে চায়নি বলেই দাবি নিগৃহীত পরিবারের। স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার রাতে রাজারহাট ভাতুড়িয়া এলাকায় বাড়ির সামনে বসে ছিল মদের আসর। পরিবারের এক সদস্য জানান, বাড়ির ছোট ছেলে কুশল চক্রবর্তীর প্রথমে প্রতিবাদ করেন। তারপর মদের আসর থেকে তাঁকে গালিগালাজ করা হতে থাকে। এই ঘটনায় কুশলের মা জানান, ‘আমার ছেলে ডিউটি করে বাড়ি ফিরছিল। ওরা আমার বাড়ির সামনেই বসে মদ খাচ্ছিল। সে সময়ে ওকে গালিগালাজ করতে থাকে। সেটা শুনে আমার বড় ছেলেও যায় প্রতিবাদ করতে। ওকে ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে। আমি সামলাতে যাই। ধাক্কাধাক্কিতে হীরকের মোবাইল পড়ে যায়। এরপর ওরা আমার ওপর চড়াও হয়। আমাকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে মারে। আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। আমার গায়ের ওপর উঠে দাবিয়েছে। আমার বৌমাকেও হেনস্থা করেছে। আমার দুই ছেলে, স্বামী সবাইকে মারধর করেছে। আমাদের বলেছে পাড়া ছাড়া করে দেবে। মাথায় ৬টা সেলাই পড়েছে।’

এদিকে রাজারহাটের তৃণমূল নেতা কল্যাণ লোধ অবশ্য জানান, ‘আমার খুড়তুতো শ্যালক। তাঁর দায়িত্ব তো আর আমি নিতে পারছি না। কে কোথায় মদ খেয়ে কী করে বেড়াবে, অন্যায় করে আইনত পদক্ষেপ করবেই।’

পথদুর্ঘটনায় একই পরিবারের মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: শাশুড়ি, স্ত্রী, দুই সন্তানকে নিয়ে তারাপীঠে পুজো দিতে গিয়েছিলেন বেহালার বাসিন্দা সুমিত কুমার জানা। অফিসের ব্যস্ত সময় শুরুর আগেই বাড়ি ফিরে আসার চেষ্টা করতে গিয়ে বাড়ি আর ফেরা হল না। দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়েতে হুগলির গুড়াপের কাছে লরি এসে সজোরে ধাক্কা মারে তাঁদের গাড়িতে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় প্রাণ গেছে সুমিত কুমার জানা, ইরা মান্নার। সুমিতের স্ত্রী রামানিয়া, তাঁর দুই ছেলে সুরজিৎ ও সৌরদীপ আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এই ঘটনায় সুমিতবাবুর এক প্রতিবেশী জানান, ‘তারাপীঠে পুজো দেওয়া হয়ে গিয়েছে, বাড়িতে ফোন করেও জানিয়েছিল। ফেরার পথেই দুর্ঘটনা।’

এদিকে সুমিতবাবুর পরিবার সূত্রে খবর, সুমিতবাবুর শাশুড়ি কিছুদিন আগেই মেয়ের কাছে এসেছিলেন। তাঁরই মূলত তারাপীঠে পুজো দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। তাই সপরিবারে রবিবার সুমিত কুমার জানা তাঁর শাশুড়ি ইরা, স্ত্রী রামানিয়া

ও দুই ছেলেকে নিয়ে। গাড়ি করে বেহালার ১৬৩ নম্বর বনমালী ঘোষাল লেন থেকে ভোররাতে তারাপীঠের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। জানা গিয়েছে, তারাপীঠে পুজো দিয়ে ফেরার সময় দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়েতে হুগলি গুড়াপের বশিপুর এলাকায় একটি দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে তাঁদের গাড়ি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চার চাকার গাড়িটি লরির নিচেই ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সুমিত জানা এবং শাশুড়ি ইরা মান্নার। ভোর রাতে রাস্তার ধারের কয়েক জন দোকানি দৌড়ে এসে আহতদের উদ্ধার করেন। খবর দেওয়া হয় থানায়। আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। স্ত্রী ও দুই ছেলের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বিচারাধীন বন্দির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, মামলা আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে উদ্ধার হয় এক বিচারাধীন বন্দির ঝুলন্ত দেহ। ওই ঘটনায় রাজ্য পুলিশের তরফে দাবি করা হয়, আত্মঘাতী হয়েছেন ওই যুবক, কিন্তু পরিবার সে দাবি মানতে নারাজ। মৃতের মায়ের অভিযোগ, খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর ছেলেকে। এরপর দেহ নিতে অস্বীকার করার পাশাপাশি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় পরিবার। মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসেই এই মামলার শুনানি।

আদালত সূত্রে খবর, গত ৫ জুলাই মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে শেখ হোসেন আলি নামে এক বিচারাধীন বন্দির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। শেখ হোসেন আলির বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, পূর্ব মেদিনীপুরে একটি অপহরণের মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল ওই যুবককে। অসুস্থতার কারণে তমলুক জেল থেকে মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছিল। এরপর সেখানেই শেখ হোসেন আলির ঝুলন্ত দেহ মেলে।

মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় কোতোয়ালি থানার পুলিশ। এরপর পুলিশ মৃতের পরিবারকে বিষয়টি জানায়। একইসঙ্গে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে আলাপের পর অপহরণ যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে মহিলার সঙ্গে আলাপ এবং অনলাইন ঘনিষ্ঠতা। বেশ কিছুদিন কথা বলার পর একান্তে সময় কাটানোর টোপ। আর সেই ফাঁদে পা দিয়েই অপহরণ করা হয় বাঘাযতীনের এক যুবককে। এরপর অপহৃত পরিবারকে ফোন করে এক লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপরই পরিবারের তরফ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হয় ওই যুবক। ঘটনায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত সহ বাকিরা।

যুবককে অপহরণের এই ঘটনার তদন্তে নেমে বড় কেলেঙ্কারির পর্দাফাঁসও করে পুলিশ। অভিযুক্ত মহিলার সঙ্গে তার স্বামীও গ্রেফতার হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে পাটুলি থানায় অভিযোগ জানাতে আসেন বাঘাযতীনের ওই যুবকের মা। জানা যায়, ওই যুবককে প্রথমে পাটুলির একটি গেস্ট হাউজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে গলফ গ্রিনের অরবিন্দ নগরের একটি ফ্ল্যাটে। সেখানেই আটকে রেখে মারধর করে ১ লক্ষ টাকা চাওয়া হয় বলে অভিযোগ। চাপ সৃষ্টি করে যুবকের বাড়িতে যুবককে দিয়ে ফোন করানো হয়। সূত্রের খবর, যুবকের মা ৪০ হাজার টাকা দিয়ে এই ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান ছেলেকে।

এরপর থানায় গোটা বিষয়টি জানালে যে মহিলার সূত্রে এই যুবককে অপহরণ করা হয়েছিল তাঁকে বিভিন্ন পন্থায় অনুসরণ করে আটক করে। একইসঙ্গে মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে অরবিন্দ নগরে যে ফ্ল্যাটে ওই যুবককে আটকে রাখা হয়েছিল সেখানে পৌঁছয়।

জানা যায়, ফ্ল্যাটটি সৈকত পাল নামে এক ব্যক্তির। তাঁকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ফ্ল্যাটেই দলের বাকি সঙ্গীরা ছিল ঘটনার সময়। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত মহিলার স্বামী বাবুসোনাকে। সৈকত পালের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার নানাচাকু, গাঁজার কলকে। এই গ্যাঙের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ওই আবাসনের অন্যান্য বাসিন্দারা জানান, ‘আমরা কিছুই জানতাম না। ছেলেগুলো নেশাভান করত, সেটা জানি। কিন্তু অপহরণের ব্যাপারে কিছু জানতাম না। ঘর থেকেও তো অনেক কিছু পাওয়া গিয়েছে শুনেছি।’

নামি ব্র্যান্ডের নকল পণ্য বাজেয়াপ্ত, পলাতক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এনফোর্সমেন্ট ব্যুরো ও স্থানীয় পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কলকাতার মেটিয়াব্রুজ এলাকায় যৌথ অভিযান চালায়। শুক্রবার ৫ জুলাই বিকেল ৫ টা ৩০ মিনিট নাগাদ কলকাতার মেটিয়াব্রুজ এলাকার অবস্থিত নিউ ভিআইপি হাটের কয়েকটি দোকানে বিশেষ অভিযান চালায়। ওই দোকানগুলোতে কিছু নামি ব্র্যান্ডের নকল পণ্য নিয়মিত বিক্রির হওয়ার অভিযোগ এসেছিল। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, একটি দোকানের মালিক মোহম্মদ বারিক নামে এক ব্যক্তি অবৈধভাবে এই সকল নকল পণ্য বিক্রির পাশাপাশি দোকানের ওই নকল পণ্য মঙ্গলা হাট, হাওড়া ও অন্যান্য মার্কেটের কয়েকটি দোকানে সরবরাহ করে গ্রাহকদের প্রতারণা করতো বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, নথি জাল করে তার নামে একই ব্র্যান্ড-এর নামে তিনি নিবন্ধনের চেষ্টাও করেছেন।

এইসব দোকানে জাল পণ্যের ব্যানার ও হোর্ডিং লাগিয়েছেন ওই বিক্রেতা। কয়েক ঘণ্টা ধরে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নকল পণ্য বাজেয়াপ্ত করা হয়। দোকানের কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আধিকারিকরা জানতে পারেন যে একই পণ্যের বিপুল পরিমাণ বিভিন্ন গোডাউনে সংরক্ষণ করা হয়। সেই সকল পণ্য বাজেয়াপ্ত হলেও দোকানের মালিক পলাতক বলেই সূত্রের খবর। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ আধিকারিকরা। পলাতক ওই দোকানের মালিকের খোঁজ চালানো হচ্ছে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর।

বাংলাকে জিকা-গাইডলাইন কেন্দ্রের বাড়তি সতর্কতা জারি গর্ভবতীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রমেই পুণেতে বাড়ছে জিকার সংক্রমণ। গত ৪৮ ঘণ্টায় অন্তত পাঁচজনের শরীরে জিকা ভাইরাসের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। এর মধ্যে তিনজন অন্তঃসত্ত্বাও রয়েছেন। এই নিয়ে শুধু মহারাষ্ট্রেই জিকা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১১। মহারাষ্ট্রের পড়শি রাজ্য কর্নাটকের শিবামোগা জেলাতেও দু’জনের জিকা আক্রান্তের খবর মিলেছে। এর মধ্যে একজন সত্তরোর্ধ্ব মারা যান শনিবার।

ফলে জিকা নিয়ে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্যমন্ত্রক। সতর্ক করল সব রাজ্যকেও। বাংলাতেও এসেছে জিকা-সংক্রান্ত সেই গাইডলাইন। তাতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে গর্ভবতীদের সংক্রমণ প্রতিরোধে। জিকা প্রতিরোধের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিস (ডিজিএইচএস) অতুল গোয়েলের দেওয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে এই ভাইরাস থেকে বিশেষ করে গর্ভবতীদের সুরক্ষিত রাখতে হবে।

জিকা সংক্রমণ হয়েছে কি না জানতে তাঁদের প্রত্যেকের রক্ত অথবা মূত্রের নমুনা পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে। কেউ সংক্রমিত হলে তাঁর চিকিৎসার পাশাপাশি গর্ভস্থ ভ্রূণের উপরেও নজর রাখতে হবে। কেননা, মা সংক্রমিত হলে গর্ভস্থ ভ্রূণে যেমন সংক্রমণ ছড়ায়, তেমনই ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। গাইডলাইনে প্রতিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে একজন নোডাল অফিসার নিয়োগ করতে বলা হয়েছে, যাঁর মূল কাজই হবে হাসপাতাল চত্বরকে এডিস মশা থেকে মুক্ত রাখা এবং বাধ্যতামূলক ভাবে প্রত্যেক আসন্ন প্রসবার জিকা

স্ক্রিনিং করা।

জিকা সংক্রমণ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ডেঙ্গি, চিকুনগুনিয়ার মতো জিকা ভাইরাস ছড়ায় এডিস মশা। তবে শুধু এডিস নয়, জিকা ছড়াতে পারে আরও কয়েকটি মাধ্যমে। এর মধ্যে রক্ত সঞ্চালন এবং যৌন সংসর্গে বিষয় দু’টি খুবই কমন। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, ডেঙ্গুর মতো জিকারও কোনও সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। চিকিৎসা হয় উপসর্গভিত্তিক। প্রতি পাঁচ জন জিকা সংক্রমিতের মধ্যে একজনের ক্ষেত্রে জ্বর, মাথাব্যথা, গাঁটে ব্যথা, চোখ লাল হওয়া এবং ত্বকে র‍্যাশের মতো উপসর্গ দেখা যায়। সে জন্যই জিকার উপসর্গ থাকুক বা না-থাকুক, গর্ভবতী মহিলাদের রক্ত বা মূত্রের আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর এখন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে সংক্রমণ ছড়াতে সময় লাগে না বলেই বিষয়টি চিন্তার বলে মনে করেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

২০১৬-তে গুজরাতে প্রথম জিকার প্রকোপ দেখা যায় এ দেশে। তার পর বিভিন্ন সময়ে তামিলনাড়ু, দিল্লি, কেরালা, রাজস্থান, কর্নাটক, মহারাষ্ট্রেও জিকার সংক্রমণ দেখা গিয়েছে। এ বছরেও মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকে জিকা হামলা চালিয়েছে। তবে বাংলায় কখনও জিকার সংক্রমণ দেখা যায়নি এ যাবৎ। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা অবশ্য জানাচ্ছেন, এখনও পর্যন্ত জিকা এখানে হামলা না চালালেও রোগটি যেহেতু এডিস মশা ছড়ায় এবং সেই মশা যথেষ্ট পরিমাণে মজুত রয়েছে এ রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই, তাই জনস্বাস্থ্য বিভাগ সতর্কতায় কোনও খামতি রাখছে না। ভেক্টর কন্ট্রোল থেকে শুরু করে পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা মেনে। আবাসিক এলাকা-সহ স্কুল, অফিস, হাসপাতাল চত্বর, নির্মীয়মাণ বহুতলগুলিতে মশা দমনের কাজ চলছেই। আশা, জিকা নিয়ে এই বাড়তি সতর্কতা সুফল মিলবে ডেঙ্গি প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও।

সম্পাদকীয়

নারীমুক্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুরুষদের মুক্তিও

নানা অভিযোগে বিদ্ধ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের চেয়ে সমাজের নানা পরিসরের কৃতী ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মানুষ আইনসভায় গেলে দেশ ও দশের পক্ষে মঙ্গলজনক; এই ধারণা কি সর্বাংশে সত্যি? অবশ্যই নয়। তারকাদের জনপ্রিয়তাকে ঢাল করা নির্বাচন জেতার একটা কৌশল মাত্র, তাঁরা দেশের বা দশের কাজ করবেন বলে নয়। অপটু তারকারা এলাকা উন্নয়নের তহবিল কী ভাবে খরচ করবেন, তা বলে দেওয়ার জন্য দলের কেষ্টু-বিষ্টুরা আছেন। বাকিটা না বললেও চলে। সপ্তদশ লোকসভায় মোট ২৭৪টি বৈঠক হয়েছে, যেখানে তারকা সাংসদদের উপস্থিতি গড় হার ৫৬.৭ শতাংশ। বাঙালি অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের ছিল ৮৮ শতাংশ উপস্থিতি। সাংসদের গড় হাজিরার চাইতে বেশি উপস্থিত ছিল আরও দুই তারকার; অভিনেতা মনোজ তিওওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম-এর গবেষকরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও সুযোগ, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাপ্তি ও অর্জন, স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রা এবং রাজনৈতিক সামর্থ্য; এই চারটি পরিমাপে বিশ্বের পুরুষ ও নারীর অবস্থান বিচার করেছেন (২০২৪)। ফলাফল, পুরুষ ও নারীর মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান দূর করতে ১৩৪ বছর লাগবে। এই ব্যবধান কতটা বিপুল, কতটা অনৈতিক! আমরা যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, তাতে এই ব্যবধান থাকাটাই যেন বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক দিকে পুঁজিবাদের জাঁতাকল, অপর দিকে পুরুষশাসিত সমাজের নানা নিয়মের বেড়াজাল, এই দুইয়ে আবদ্ধ মেয়েরা। তার উপর ভারতের সাবেক সংস্কৃতি, মনুসংহিতার নিদান মেনে চলতে গিয়ে নারীদেরও অস্থি-মজ্জায় এমন কিছু কুসংস্কার মিশে গিয়েছে, যেগুলো থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন। সেই জন্য মেয়েরা কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিজেরাই নিজেদের অগ্রগতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা সময় নারীর বাক্ স্বাধীনতা ও ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার ছিল না। শিক্ষা অর্জনের সুযোগ ছিল না। এ সবের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল। নবজাগরণের সময়ে ভারতে নারী-শিক্ষার আয়োজন হয়। পরে স্লোগান উঠেছে নারী-স্বাধীনতার, নারীমুক্তির এবং সমান কাজে সমান মজুরির। আজও সেই সব দাবি পূরণ হয়নি। মেয়েদের বাইরে যেতে মানা, এ দিকে-ও দিকে চাইতে মানা, এগোতে-পিছোতে দোষ, এ সব সংস্কার পিছু ছাড়ে না। পুরুষদের বুঝতে হবে, নারীর মুক্তির সঙ্গে তাদেরও মুক্তি জড়িয়ে আছে। অসাম্য ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে হবে। না হলে ১৩৪ বছর কেন, আরও অনেক বেশি বছর পেরিয়ে যাবে।

আনন্দকথা

তাহাদের মধ্যে ঠাকুর মাঝে মাঝে সমাধিস্থ। এই দিনে সন্ধ্যার পর বাঁধাঘাটে পূর্ণচন্দ্রের আলোকে কেশব উপাসনা করিয়াছিলেন।
উপাসনার পর ঠাকুর বলিতেছেন, তোমরা বল ''ব্রহ্ম আত্মা ভগবান'' ''ব্রহ্ম মায়া জীব জগৎ'' ''ভাগবত ভক্ত ভগবান''। কেশবাদি ব্রাহ্মভক্তগণ সেই চন্দ্রালোকে ভাগীরথীতীরে সমস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে ওই সকল মন্ত্র ভক্তিভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার যখন বলিলেন, বল ''গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব''। তখন কেশব আনন্দে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, মহাশয়, এখন অতদূর নয়; ''গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব'' আমরা যদি বলি লোকে বলিবে 'গোঁড়া'! শ্রীরামকৃষ্ণও হাসিতে লাগিলেন ও বলিলেন, বেশ তোমরা (ব্রাহ্মরা) যতদূর পার তাহাই বল।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

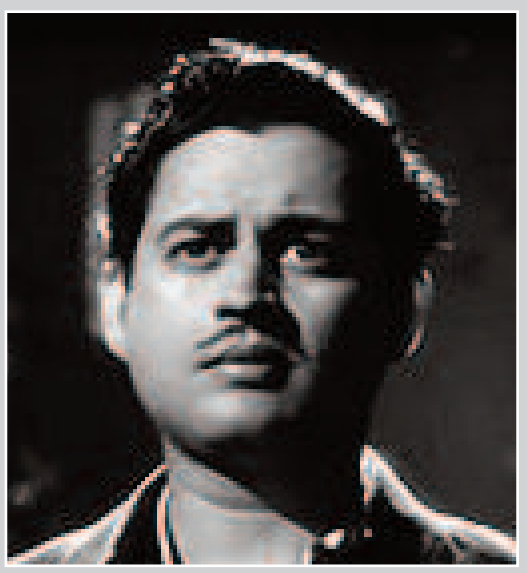

গুরু দত্ত

১৯২৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা গুরু দত্তের জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সঞ্জীবকুমারের জন্মদিন।*
১৯৬০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সঙ্গীতা বিজলানীর জন্মদিন।*

পুরী, মহেশ, বারুইপুরের রথযাত্রা জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন

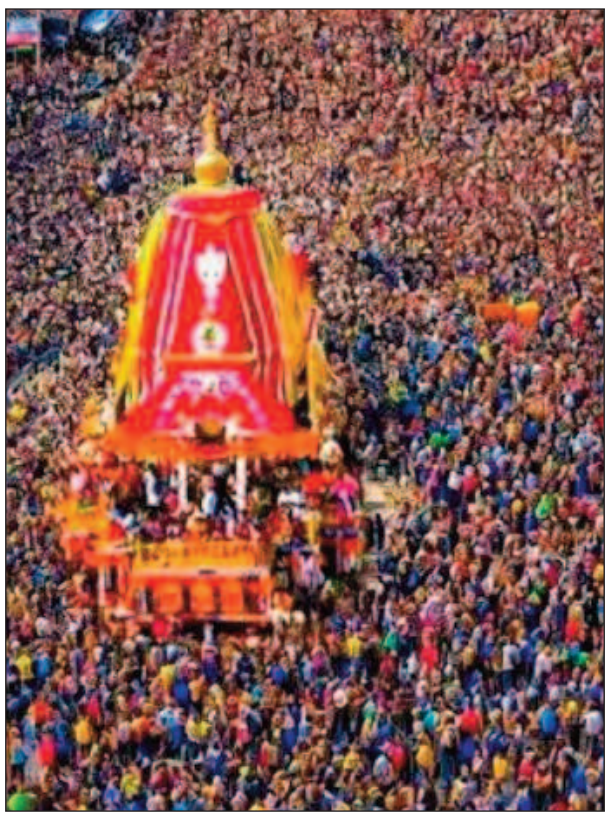

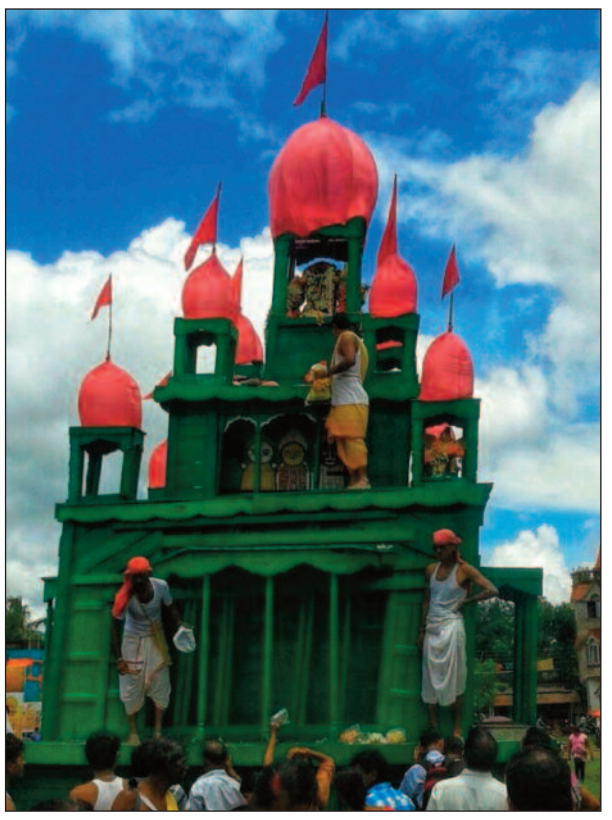

প্রদীপ মারিক

রথযাত্রা হ'ল রাধা-কৃষ্ণ, ভক্ত-ভগবানের, জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন। রথযাত্রা সনাতন ধর্মের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। প্রতিবছর আষাঢ় মাসের শুক্লাপক্ষের দ্বিতীয় তিথিতে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব সাড়ম্বরে পালন করা হয়। জগন্নাথের বর্ণ কৃষ্ণ, কারণ তিনি সর্বাকর্ষক। সকলকে আকর্ষক করতে পারেন। তাঁর দুটি নয়ন স্থির প্রশান্ত এবং আনন্দময়। শ্রী জাগন্নাথের অধরপ্রান্তে ফুটে উঠেছে মধুর হাসি, যে হাসিতে ঝরে পড়ছে পরমানন্দ। এককথায় তিনি হলেন আনন্দের জমাট বিগ্রহ। রথযাত্রার দিন পুরীর জগন্নাথ মন্দির সহ দেশের সকল জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্র মূর্তি মন্দির বাহিরে সর্বসমক্ষে আনা হয়। তারপর তিন জনকে আলাদা তিনটি সুসজ্জিত রথে বসিয়ে দেবতাদের পূজা সম্পন্ন করে রথ টানা হয়। পুরীর রথযাত্রা উৎসবে মূল দর্শনীয় এই সুসজ্জিত তিনটি রথ। রথ তিনটির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যাত্রার প্রথমে থাকে বড় ভাই বলরামের রথ। এই রথের নাম হল তালধ্বজ রথ। এতে মোট চোদ্দোটি চাকা আছে এর উচ্চতা চুয়াল্লিশ ফুট। রথটি নীল রঙ দ্বারা আবৃত। বলরামের পিছনে থাকে বোন সুভদ্রার রথ। এই রথের নাম হল দর্পদলন রথ। এতে মোট বারোটি চাকা আছে এর উচ্চতা তেতাল্লিশ ফুট। সুভদ্রার রথটি ধ্বজা বা পতাকায় পদ্মচিহ্ন আঁকা আছে তাই এই রথটির আরেক নাম হল পদ্মধ্বজ রথ। রথটি লাল রঙ দ্বারা আবৃত । সবার পিছনে থাকে শ্রী জগন্নাথদেবের রথ। এই রথের নাম হল নন্দীঘোষ রথ । পতাকায় কপিরাজ হনুমানের মুর্তি আঁকা আছে সেই জন্য এই রথের আরেক নাম হল কপিধ্বজ রথ । এই রথে মোট ষোলটি চাকা আছে প্রতিটি চাকার ব্যাস সাত ফুট এর উচ্চতা পঁয়তাল্লিশ ফুট। রথটি হলুদ রঙ দ্বারা আবৃত। তিনটি রথের রঙ ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রতিটি উপরিভাগের অংশ লাল রঙ দ্বারা আবৃত । রথযাত্রার মাহাত্ম্য সম্পর্কে কঠোপনিষদে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে উল্লেখ আছে মানুষের দেহ হচ্ছে একটি রথ এবং ঈশ্বর হচ্ছেন তার সারথী, যিনি এই ভবসাগর পরিভ্রমণ পরিচালনা করেন। আত্মা হচ্ছে পরিভ্রমণকারী এবং দেহ তা ধারণ করে জন্ম থেকে জন্মান্তরে বিচরণ করেন। প্রাণশক্তি, পরধর্মসহিষ্ণুতা, আত্মসংযম, দয়া, দাক্ষিণ্য, সমতা, প্রশান্তিকে ধারণ করে যেই দেহধারী সঠিক পথ ধরে পরিক্রমা করতে পারে সেই রথ ঈশ্বরের নির্ধারিত আবাসস্থলে পৌঁছতে পারে এবং তার আর পুনর্জন্ম হয় না, বিষ্ণুলোকে বা নিত্যধামে গমন করে মহামিলনের মাধুরী আস্বাদন করতে পারবে, জীবন হবে ধন্য। এমন একটি আধ্যাত্মিক ভাবনা লালন করে রথযাত্রা উপলক্ষে লাখ লাখ সনাতন ধর্মাবলম্বী প্রভু জগন্নাথকে রথে আসীন অবস্থায় দর্শন করতে বা রথের রশি ধরতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জনও দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না । তাদের বিশ্বাস রথে আসীন জগন্নাথ প্রভুকে দর্শন করে পরম পুণ্য প্রাপ্তি হয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, রথারূঢ় পরমেশ্বর ভগবান শ্রী জগন্নাথকে দর্শন করলে এই জড়জগতের জন্ম-মৃত্যুর আবদ্ধতা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব, সংস্কৃত ভাষায় রথ মানে গাড়ি এবং যাত্রা মানে মিছিল। ক্ষণিকের জন্য জগন্নাথদেবকে রথের উপর দর্শন করাকে বহু পুণ্য কর্মের ফল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি এতই পবিত্র যে, কেউ যদি এই দিনে রথ স্পর্শ করেন অথবা এমনকী রথের দড়ি স্পর্শ করেন, তাহলে বহু পুণ্য কর্মের ফল লাভ করতে পারেন। কথিত রয়েছে রথযাত্রার দিন যদি রথের রশি ছোঁয়া যায়, তাহলে তাতে ১০০ যজ্ঞের সমান পূণ্য লাভ হয়। রথযাত্রায় যাঁরা অংশ নেন তাঁদের মোক্ষ লাভ হয় বলেও বর্ণিত রয়েছে। প্রতিবছর জগন্নাথদেবের রথযাত্রার উদ্বোধন করেন সেখানকার রাজা। রাজত্ব না থাকলেও বংশপরম্পরায় পুরীর রাজপরিবারের নিয়মানুযায়ী, যিনি রাজা উপাধিপ্রাপ্ত হন, তিনি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর রথের সামনে এসে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও সোনার ঝাড়ু দিয়ে রথের সম্মুখভাগে ঝাঁট দেওয়ার পরই রথের রশিতে টান পড়ে। শুরু হয় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। জগন্নাথদেবের রথের প্রতিটি অংশই অতি পবিত্র। কারণ তিনটি রথেই বিরাজ করেন তেত্রিশ কোটি দেবতা। তাই এই রথের রশি একটু স্পর্শ করা বা টানা মানে, এই তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর চরণ স্পর্শ করা। উড়িষ্যার প্রাচীন পুঁথি 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ' এ জগন্নাথদেবের রথযাত্রার ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এই রথযাত্রার প্রচলন হয়েছিল প্রায় সত্যযুগে। সে সময় উড়িষ্যা মালবদেশ নামে পরিচিত ছিল। সেই মালবদেশের সূর্যবংশীয় পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণুর জগন্নাথরূপী মূর্তি নির্মাণ করেন এবং রথযাত্রারও স্বপ্নাদেশ পান। পরবর্তীতে তাঁর হাত ধরেই পুরীতে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ ও রথযাত্রার প্রচলন শুরু হয়। পুরাবিদদের মতানুযায়ী, পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা থেকে বাংলায়ও রথযাত্রার সূচনা চৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচল থেকে এই ধারাটি বাংলায় নিয়ে আসেন চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবরা বাংলায় পুরীর অনুকরণে রথযাত্রার প্রচলন করেন। এখন বাংলার বহু জায়গাতেই এই রথযাত্রা অত্যন্ত জনপ্রিয় রথ এসে পৌঁছায় মন্দিরের সামনের বড় রাস্তায়। পুরীর রাজা উত্তর দিকের পথ সোনার ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিয়ে দিলে রথ চলা শুরু হয়। প্রথমে রথ যায় গুণ্ডিচা মন্দির, গুণ্ডিচা ছিলেন দারুব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী। সেখান থেকে মাসির বাড়ি। মোট পথ ২ কিমি। আবার উল্টো রথের দিন 'গোটে পাহাণ্ডি' প্রক্রিয়ায় গর্ভগৃহে এসে পৌঁছায় শ্রী জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম। রথের দিন প্রতিটি রথকে পঞ্চাশ গজ দড়িতে বেঁধে আলাদা আলাদা ভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় গুণ্ডিচাবাড়ি। রথ নির্মাণের জন্য কাঠের সংগ্রহ বসন্ত পঞ্চমীর দিন থেকেই শুরু হয়। রথের নির্মাণ অক্ষয় তৃতীয়া থেকে শুরু হয়। সেই কাঠ সংগ্রহ করা হয় মাঘ মাসের বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে। আর সেই কাঠগুলি নির্দিষ্ট পরিমাণে কাটা শুরু হয় রামনবমী তিথি থেকে। রথগুলিতে অন্য কোনও ধাতু ব্যবহার করা হয় না। রথের পেরেকও তৈরি হয় কাঠ দিয়ে। ভগবান জগন্নাথ, ভগবান বলভদ্র এবং দেবী সুভদ্রা এই তিনটি দেবতাকে উৎসর্গিকৃত তিনটি রথ সম্পূর্ণ করতে প্রায় দুই মাস। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার তৈরি অসমাপ্ত মুর্তিই পরমেশ্বর শ্রী শ্রী জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলরামের। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম রথের মেলা বসে মাহেশে। এই রথযাত্রা ঘিরে রয়েছে অনেক কাহিনি। পুরাণ বলছে রথযাত্রার দিন জগন্নাথ দেব মাসির বাড়ি যান বলরাম সুভদ্রার রথ কে সঙ্গে নিয়ে। পুরীর রথযাত্রা ভারত বিখ্যাত সেই সঙ্গে বিখ্যাত মাহেশের রথযাত্রা। মাহেশের রথযাত্রার কে ঘিরেও রয়েছে অন্যতম কাহিনী। পুরীতে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার দিন মাহেশের মন্দিরের চূড়ায় বসে থাকে নীলকণ্ঠ পাখি। ৫০০ বছর আগে সন্ন্যাসী ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী পুরীতে গিয়েছিলেন জগন্নাথ দেবকে নিজে রেঁধে ভোগ খাওয়াবেন বলে। কিন্তু সেখানকার সেবকরা তাতে রাজি না হওয়ায়, তিনি শোকে দুঃখে স্নান খাওয়া ত্যাগ করেন। তখন একদিন স্বপ্নে তার দেব দর্শন হয়। জগন্নাথদেব তাকে নির্দেশ দেন মাহেশে যেতে। সেখানে গিয়ে এক বৃষ্টি ভেজা রাতে সন্ন্যাসী ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী গঙ্গায় ভাসমান তিনটি নিম কাঠ পান। এই কাঠ দিয়েই তিনি জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার মূর্তি তৈরি করেন। আজও এই মূর্তিগুলি মাহেশে পূজিত হয়। প্রতি ১২ বছর অন্তর মূর্তির অঙ্গ মার্জনা করা হয়। বারুইপুর রায় চৌধুরী বাড়ির রথযাত্রা বঙ্গের খুব প্রাচীন এক রথযাত্রা। এ দিনও নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হল জগন্নাথের রথ। জমিদার রাজবল্লভ রায় চৌধুরীর সময় থেকেই এই রথযাত্রার সূত্রপাত, যা আজও সাড়ম্বরে পালিত হয়ে আসছে। বারুইপুর পদ্মপুকুর ইউথ ক্লাব রথযাত্রার আয়োজন করে। এই রথ যাত্রা উপলক্ষে সাধারণ মানুষদের মধ্যে খুব আনন্দ সঞ্চারিত হয়। শ্রী চৈতন্যদেবের পদধূলি পাওয়া বারুইপুর মঠ রথ যাত্রার আয়োজন করে। এই মঠ থেকে দীক্ষিত মহুয়া উপাধ্যায় পালের কথায়, শ্রী চৈতন্যের ভাবধারায় এবং হরে কৃষ্ণ মহা মন্ত্র উচ্চারণে মঠের সন্ন্যাসী থেকে সাধারণ মানুষরা খালি পায়ে কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে নাচতে নাচতে বিভোর হয়ে ভট্টাচার্য্য পাড়ায় মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে যায়। এখানে ভক্তের মধ্যেই ভগবান লীন হয়ে থাকে। কলির মানুষের দুঃখ কলঙ্ক পাপ মোচনকারী পরমেশ্বর শ্রী শ্রী জগন্নাথ সর্ব সাধারণের মাঝে, তাই মানুষের বিশ্বাস রথযাত্রা দর্শন করা এবং ভগবানের নাম করা এবং রথের রশি ধরলে পুনার্জন করা সম্ভব হয়।

রাজ্য সীমানা পুনর্নির্ধারণ নীতি নিয়ে কিছু মন্তব্য

পল্লব মন্ডল

একজন ভারতীয় সংসদ সদস্য (MP) গড়ে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব করেন বলে জানা যায়। তুলনামূলকভাবে, একজন মার্কিন সেনেটর সাধারণত প্রায় ৭,০০,০০০ নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব করেন। ঠিক একইভাবে, পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের একজন সদস্য প্রায় ৬,০০,০০০ নাগরিকের প্রতিনিধি, বাংলাদেশে সংখ্যাটি প্রায় ৫,০০,০০০ নাগরিকের কাছাকাছি। এই বছরে এখন পর্যন্ত, ভারতে প্রায় ৪,১২৬ জন বিধানসভা সদস্য, ৫৪৩ জন লোকসভা সাংসদ এবং ২৪৫ জন রাজ্যসভা সাংসদ রয়েছেন। জনসংখ্যা অনুপাতে ভারতে নাগরিক কল্যাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচিত প্রতিনিধি সংখ্যা যে কম তা স্পষ্ট। স্বাভাবিক ভাবেই এই সীমাবদ্ধ প্রতিনিধিত্ব জনকল্যাণমূলক কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। অন্যদিকে নিম্ন স্তরেও এই সমস্যা বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর তথ্য অনুসারে, ভারতে ১,০০০ এরও বেশি পৌর কর্পোরেশন/পৌরসভা (প্রতিটিতে ৫০ থেকে ১০০ টি ওয়ার্ড), এবং প্রায় ২,৩৮,০০০ টি পঞ্চায়েত (গড়ে ৫ থেকে ৩০ জন সদস্য)। এই স্তরে থাকা রাজনীতিবিদরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন এবং আইন প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারলেও, তাদের প্রতিনিধিত্বের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়। অন্যদিকে, ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষেত্রবিশেষে অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব বিদ্যমান। এর ফলে, নির্দিষ্ট কিছু রাজ্যের নাগরিকদের আইনসভায় বেশি প্রভাব বিস্তারের সুযোগ হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্ন ব্যবস্থায় প্রতিটি রাজ্যকে সিনেটে দু'জন করে সিনেটর দেওয়া হয়, যা আইন প্রণয়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এবং ক্ষমতার বৈষম্যকে উৎসাহিত করে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দ্বিদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং এক জাতীয় সংস্কৃতি থাকলে এটি সহজ। কিন্তু ভারতের মতো বহু রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন রাজ্যের আলাদা রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক দলকে অন্যদের তুলনায় বেশি ক্ষমতা দিতে পারে। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে ভিন্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতির চেতনা বাড়ার সাথে সাথে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি।

সীমানা পুনর্নির্ধারণ

লোকসভা আসনের সমানুপাতিক হার পুনঃস্থাপিত করার ক্ষেত্রে সীমানা পুনর্নির্ধারণ একটি সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে, যা অতীতেও ব্যবহৃত হয়েছে। অতীতে চারবার স্বাধীন সংস্থা হিসাবে গঠিত নির্বাচন কমিশন এলাকা পুনর্বিন্যাসেও সক্ষম ছিলেন। যদিও জরুরি অবস্থার সময় লোকসভা আসনের সংখ্যা স্থির করা হয় এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতি চালু থাকায় সীমানা পুনর্নির্ধারণ ২০০১ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতি বাস্তবায়নের ফলে রাজ্যগুলিতে জন্মহার কমে যাওয়ার পরে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পুনর্বিন্যাসের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে, সংবিধানের ৮৪তম সংশোধনী আইনটি গৃহীত হয়, যা ২০২৬ সালের পর প্রথম আদমশুমারি (অর্থাৎ, ২০৩১ সাল) পর্যন্ত লোকসভা আসনের সংখ্যা স্থগিত করে দেয়। ২০২১ সালের আদমশুমারি বিলম্বিত হয়েছে (এখন সম্ভবত ২০২৪ সালে পরিচালিত হবে, ফলাফল সম্ভবত ২০২৬ সালে প্রকাশিত হবে) - এর ফলে সীমানা পুনর্নির্ধারণ পূর্বের তারিখে পরিচালনা করার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যদিও, এই পুনর্নির্ধারণের সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭১ সালে রাজস্থান ও কেরালার জনসংখ্যা যথাক্রমে ২.৫ কোটি এবং ২.১ কোটি ছিল, কিন্তু ২০১১ সালে তা যথাক্রমে ৬.৮ কোটি এবং ৩.৩ কোটিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে, ২০১৯ এর নির্বাচনে, উত্তর প্রদেশ থেকে প্রতিটি সাংসদ প্রায় ত্রিশ লক্ষ ভোটারের প্রতিনিধিত্ব করতেন, অন্যদিকে লক্ষদ্বীপের একজন সাংসদ প্রায় ৫৫,০০০ ভোটারের প্রতিনিধিত্ব করতেন। যদি সংসদীয় আসনের সংখ্যা ৭৫৩-এ উঠে যায়, তাহলে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং কেরালের মতো রাজ্যগুলিতে ৬ শতাংশ আসন বৃদ্ধি দেখা দিতে পারে, কর্ণাটক সম্ভবত ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এদিকে, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের মতো উত্তরের রাজ্যগুলিতে তাদের আসন ৬ঠু বৃদ্ধি পাবে। এই ঐতিহাসিকরীতিতে সীমানা নির্ধারণ হলে হিন্দিভাষী উত্তরের জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে যা নির্দিষ্ট জাতীয় পার্টিগুলিকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করবে। কিন্তু তামিলনাড়ু ও কেরালের মতো জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমাতে সফল রাজ্যগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে যা শাস্তির ন্যায়। সীমানা নির্ধারণ অনিবার্য, কিন্তু এর ক্ষতিকারক ফলাফল কমানো গেলে সংসদে আসনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো দরকার। কোনো রাজ্যের আসনসংখ্যার ঘাটতি এড়াতে কমপক্ষে ৮৪৮টির মতো আসন প্রয়োজন। সীমানা নির্ধারণ শুধুমাত্র জনসংখ্যা ভিত্তিক না করে ভৌগোলিক নির্ধারণ, অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা, ভাষাগত ইতিহাস এবং ন্যায্যতার অনুভূতিকে গুরত্ব দিতে হবে। সহজ কথায়, বিহারের জনসংখ্যা বেশি থাকলেও সিকিমের কণ্ঠস্বরও সংসদে শোনা উচিত। ভবিষ্যতে রাজ্যগুলিতে বরাদ্দকৃত অর্থের উপর সীমানা নির্ধারণের আর্থিক প্রভাবও পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে।

ভারতে আরও রাজ্যের প্রয়োজনীয়তা

নতুন রাজ্য গঠন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ার জনসংখ্যা মাত্র ৩ কোটি ৯০ লক্ষ। তুলনামূলক ভারতের বেশ কিছু রাজ্যের জনসংখ্যা ক্যালিফোর্নিয়ার দ্বিগুণেরও বেশি। ১৯৫৩ সালে গঠিত রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ভারতে প্রায় ১৪টি ভাষাভিত্তিক রাজ্য এবং ছয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করে। ভারতে আরও রাজ্য গঠনের (বর্তমান ২৯টি থেকে বাড়িয়ে ৫০ বা এমনকি ৭৫টি পর্যন্ত) সম্ভাবনা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যটি খুবই বিশাল এবং একক ভাবে হিসাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। আরও ছোট ছোট রাজ্য গঠন করা হলে উত্তর ভারতীয় বা বৃহৎ রাজ্যগুলির রাজনৈতিক প্রাধান্যের সমস্যাটিও কমে যাবে। আসন্ন নির্বাচন পরবর্তী একটি নতুন রাজ্য পুনগঠন কমিশন গঠন অত্যাবশ্যক যেখানে নির্বাচিত রাজ্যগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে বিভক্ত/পুনঃনির্মাণ করা হবে। প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে বলা যেতে পারে যে, রাজ্যের সীমানা পুনর্নিধারণ ও নব্য রাজ্য গঠন উচ্চ ও নিম্ন স্তরে অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্বের বিষয়টির সমাধান করতে পারে। ভারতে ৪,০০০ টি শহুর রয়েছে, যেগুলির কয়েকটিতে সর্বাধিক জনঘনত্বপূর্ণ বস্তিও আছে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে মেয়রদের সংখ্যা কয়েকশোর মধ্যেই সীমিত। রাজ্য পুনর্গঠনের মাধ্যমে নীচের স্তরে সুদৃঢ় জনগণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিতিকরণ সম্ভব, এবং তা গনতন্ত্র ও জনগণের জন্যও শুভ। আমরা আশা করি, আমাদের নীতি-নির্ধারকরা একটি ন্যায্য নির্বাচন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মতো প্রজ্ঞা রাখবেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

উপাচার্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, তালা লাগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের বিক্ষোভ। উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হল উপাচার্য দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেজিস্ট্রার চন্দন কোনারের অফিসের বাইরে। যদিও ওই দু'জন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন না। দুর্নীতির অভিযোগে সাধন চক্রবর্তীকে উপাচার্যের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তার পরিবর্তে রাজ্যপাল কর্তৃক নিয়োগ হয়েছেন নতুন উপাচার্য দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য আসার পর থেকেই নানা ইস্যুতে আন্দোলন করছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। একই ছাঁচে ঘটনা ঘটেছিল রাজ্যপালের উপস্থিতে সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও। সোমবার ফের শুরু হল অচলাবস্থা।

অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলের তাই ৫০ লক্ষ টাকা আইনি লড়াইয়ের খাতে খরচ করা হয়েছে। সোমবার এই অভিযোগ তুলে আসানসোলের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের অফিসের গেটে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি অভিনব মুখোপাধ্যায় বলেন মামলার জন্য আইনি লড়াইয়ের খাতে ছাত্রছাত্রীদের জমা করা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। ৫০ লাখের বেশি খরচ হয়েছে। এদিকে থমকে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন। তারই বিরুদ্ধে এই আন্দোলন। এদিন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বরা হাতে প্ল্যাকার্ড ও দলীয় পতাকা নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন। তারা অভিযোগ করে বলেন রাজ্যপালের সম্মান রক্ষায় ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল তছনছ করেছেন। আইনি খাতে খরচ করা হচ্ছে টাকা। সেই টাকা অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার চন্দন কোনার ফোনে জানান, আন্দোলনকারীরা যা বলছেন তা ঠিক নয়। আইনি খাতে কোনও খরচ করেনি কর্তৃপক্ষ। তিনি আরও বলেন কোনও অবস্থাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন থেমে নেই। বিশ্ববিদ্যালয় আইন মেনেই নিজস্ব কাজকর্ম করছেন।

জাতীয় ফুটবলে শালবনির মৌসুমী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: দেশের হয়ে ফুটবল খেলবেন শালবনির মেয়ে মৌসুমী মুর্মু। আগামী ৯ এবং ১২ জুলাই মায়ানমারের বিরুদ্ধে খেলবে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। সেই দলে মিডফিল্ডার হিসেবে মৌসুমীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

দাদা সুব্রত মুর্মুর হাত ধরে ২০১৭ সালে মৌসুমী কলকাতায় যান ফুটবল খেলতে। পরে যোগ দেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মহিলা ফুটবল দলে।

মৌসুমীর দাদা সুব্রত মুর্মু কয়েকদিন আগে কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল করেছেন। দাদা ও বোনের ফুটবল খেলা জেলায় সাড়া ফেলেছে।

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE is hereby given that on the 1st day of April, 2024, M/s. Sarvatah Projects Private Limited, (CIN-U42900WB2023PTC266451)a Private Limited Company registered under Ministry of Corporate Affairs, Government of India, having its registered office at: East Rangamatia, Samdi Road, Paschim Bardhaman, 713386, India wholly acquired the business of M/s. Universal Enterprises, a Partnership firm registered in India (Regd. No. L81172) having its registered office at: Rangamatia East, P.O Rupnarayanpur Bazar, Dist Bardhaman, 713364, India, as working concern and to carry on the same.

Notice is hereby given that any person objecting to this Public Notice may communicate their objection in writing within twenty one days from the date of publication of this notice to the company at its registered office.

GOURANGA DAS (DIRECTOR)
SARVATAH PROJECTS PRIVATE LIMITED
Place: Asansol, Date: 01.07.2024

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank

ভাঙ্গর ব্রাঞ্চ
গ্রাম, পোস্ট এবং থানা - ভাঙ্গর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পব, পিন - ৭৪৩৫০২

বিষয়: মূল দান দলিল উল্লেখ্য নং ১-৪৫৬-২০০১ সালের এডিএসআর, ভাঙ্গর -হারিয়ে গিয়েছে।
একটি মূল রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল **শ্রী লক্ষ্মী বিশ্বাস**, পিতা প্রয়াত শিবু চরণ বিশ্বাস, এর নামে, সাকিন গ্রাম : পানাপুকুর, পো : ভাঙ্গর, থানা : কাশীপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন : ৭৪৩৫০২ দানকারী সম্পর্কিত জমির পরিমাণ ৭৫০ বর্গফুট, অবস্থিত মৌজা : পানাপুকুর, জেএল নং ৯০, খতিয়ান নং এলআর ১২৮৩/২, দাগ নং ১১৩৩ (হাল) থানা : কাশীপুর অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর অফিস : ভাঙ্গর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বন্ধকদত্ত উক্ত **শ্রী লক্ষ্মী বিশ্বাস কর্তৃক বর্তমান সম্পত্তির মালিক** হিসেবে সংশ্লিষ্ট আমাদের শাখায়, গৃহ ঋণের জন্য উল্লেখ্য **এ/সি নং ০৪১৯৩০৭১১৪০২৯।**
ব্যাঙ্কের হেফাজত থেকে উক্ত মূল রেজিস্টার্ড দলিল হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে **ভাঙ্গর থানায় জিডি এন্ট্রি নং ২১-তারিখ ০১.০৭.২০২৪** তারিখে দায়ের করা হয়েছে।

শ্রী দেবমাল্য সেন, সিনি. ম্যানেজার
পিতা শ্রী অনন্ত কুমার সেন
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ভাঙ্গর শাখা

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীনে)
শ্রীমতি সবিতা লোহারিওয়াল (হনুমন্তা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা) -এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রীমতি সবিতা লোহারিওয়াল স্বামী শ্রী পঙ্কজ লোহারিওয়াল
২.	জামিনদাতা কর্তৃক প্রদত্ত কর্পোরেট ডেটরের নাম	মেসার্স হনুমন্তা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড
৩.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	আর-৩০৬, সিটি সেন্টার, ডিসি ব্লক, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৬৪
৪.	ব্যক্তি জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া শুরুর তারিখ	০৮.০৭.২০২৪ তারিখে নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক সিপি(আইবি)/৩০৬/কেবি/২০২১
৫.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	শ্রী দৌলত রাম জৈন IBBI/IPA-001/IP-P00945/2017-2018/11565
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	৩৩, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ ইমেল : daulatjain@rediffmail.com
৭	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	দৌলত রাম জৈন ১২, পার্ক লেন, কলকাতা - ৭০০০১৬ ইমেল : savitaloahariwal.rp@gmail.com
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	২৯.০৭.২০২৪
৯.	সংশ্লিষ্ট দাবি ফর্ম উপলব্ধ	ওয়েবলিঙ্ক : https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ II, কলকাতা শ্রীমতি সবিতা লোহারিওয়াল স্বামী শ্রী পঙ্কজ লোহারিওয়াল (হনুমন্তা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা) ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু তারিখ ৮ জুলাই ২০২৪ নির্দেশিত।
শ্রীমতি সবিতা লোহারিওয়াল-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২৯.০৭.২০২৪ তারিখের মধ্যে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৭-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
দৌলত রাম জৈন
প্রস্তাব পেশাদার
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00945/2017-2018/11565

তারিখ : ৮ জুলাই ২০২৪
স্থান : কলকাতা

ইক্যুইটি শেয়ার ফেরত ক্রয় নিমিত্ত
উপযুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণকে নোটিশ

ভি এ এম কমার্শিয়াল কোং লি. (কোম্পানি) সংশ্লিষ্ট রেকর্ড তারিখ (শুক্রবার ৩১ মে ২০২৪) অনুযায়ী যে সকল উপযুক্ত শেয়ার হোল্ডারগণ ইক্যুইটি শেয়ার অধিকার করেন তাদের ফেরত ক্রয়ের জন্য ৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে প্রস্তাব পত্র এবং টেন্ডার ফর্ম পাঠিয়েছে।
আরও অবগত করা হচ্ছে, যে, কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার যদি প্রস্তাব পত্র/টেন্ডার ফর্মের ফিজিক্যাল কপি কোনও উপযুক্ত শেয়ারহোল্ডার এর কাছ থেকে প্রস্তাব পত্র এর অনুচ্ছেদ ১১ অধীনে নির্ধারিত মতে বিস্তারিত সহ ফেরত ক্রয়ের জন্য অনুরোধ গ্রহণ করে তবে তা উপযুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণকে প্রদান করা হবে।
ফেরত ক্রয়ের কার্যবলির বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

কার্যাবলি	তারিখ এবং সময়
ফেরত ক্রয় প্রস্তাব সময় শুরুর তারিখ	শনিবার ১৩ জুলাই ২০২৪
ফেরত ক্রয় প্রস্তাব সময় বন্ধের তারিখ	সোমবার ২৯ জুলাই ২০২৪
*বাইব্যাকের জন্য রেজিস্ট্রার কর্তৃক আবশ্যক নথি গ্রহণের শেষ তারিখ এবং সময় (উল্লেখ্য পয়েন্ট নং ১ কার্যাবলির সূচি) প্রস্তাব পত্রের)	বুধবার ৩১ জুলাই ২০২৪ বিকেল ৫ টা (আইএসটি)

বাইব্যাকের নিয়ম এবং শর্তাদি এবং অন্যান্য বিস্তারিত জন্য প্রস্তাব পত্র দেখুন। উপযুক্ততার হার এর বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

উপযুক্ত শেয়ারহোল্ডার এর ক্যাটাগরি	বাইব্যাকের হার (অর্থাৎ বাইব্যাক উপযুক্ততা)
উপযুক্ত শেয়ারহোল্ডার	সমানুপাতিক হারের ভিত্তিতে

বাইব্যাক উপযুক্ততা অনুযায়ী বাইব্যাকের হার এর বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে প্রস্তাব পত্রের পৃষ্ঠা ৬ এর অনুচ্ছেদ ৩ দেখুন।
কোনও কারণে প্রস্তাব পত্র এবং টেন্ডার ফর্ম না পেলে কোম্পানির vamcomm@gmail.com এবং/বা এবিএস কনসালট্যান্ট প্রা লি, বাইব্যাক রেজিস্ট্রার vambuyback24@gmail.com এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আবশ্যক প্রক্রিয়া এবং বিস্তারিত মতে কোম্পানির নিকট আবেদন করতে পারেন।

রেজিস্টার্ড অফিস :
৯, পার্শি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০০১, ভারত
ই-মেল : vamcomm@gmail.com
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৯.০৭.২০২৪

ভিএএম কমার্শিয়াল কোং লি এর পক্ষে
স্বা/-
বিনোদ কুমার মালানি
ডিরেক্টর
ডিন : ০০১৭৪০৯২

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল,
কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং - ০৩৩-৬৬৫৫ ৭৮৪৭

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), ৪৪ সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ [illegible]

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নং	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	১) ঋণগ্রহীতা: শ্রী স্বপন ঘোষ সহ-ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি সুস্মিতা ঘোষ ২) ০৪২০৬৭৫১০০০০১৯০৮ ০৪২০৬৭৫১০০০০১৯১৫	১. ২৪.০৪.২০২৪ ২. ০৫.০৭.২০২৪ ৩. [illegible] টাকা [illegible]	[illegible]
২	১) ঋণগ্রহীতা আবদুল হাসিম শেখ ২) ১১৭০৬৭৫১০০০০৬৯৬৪ ১১৭০৬৭৫১০০০০৬৯৬১	১. ২৪.০৪.২০২৪ ২. ০৫.০৭.২০২৪ ৩. [illegible] টাকা [illegible]	[illegible] তারাপুকুরিয়া, জেএল নং ১২, তৌজি নং ১৭৮, আরএস নং ২৭, আরএস দাগ নং ৫৯৯ এবং ১০৫৩, এলআর এবং আরএস খতিয়ান নং ২০৮/১, ওয়ার্ড নং ৮, পানিহাটি পুরসভা অধীন হোল্ডিং নং ২৬/সি, সাউথ স্টেশন রোড, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে : উত্তরে** : জমি আরএস দাগ নং ১০৫৩ (অংশ), **দক্ষিণে** : জমি আর এস দাগ নং ১০৫৩ (অংশ), **পূর্বে** : ১২ ফুট চওড়া পুর সড়ক, **পশ্চিমে** : জমি আরএস দাগ নং ১০৫৩ (অংশ)। সংশ্লিষ্টস্থিত একতলা নির্মাণ/গুলি এবং যাবতীয় সংস্থাপন বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উভয়ত।

তারিখ : ০৮.০৭.২০২৪, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস, কলকাতা সেন্ট্রাল,
৫ম ও ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ ও ৩৭৮, ব্লক-জিডি, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ১০৬, ফোন (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

পরিশিষ্ট-৪, {রুল ৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯-এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
আমরা বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আইনের সেকশন ১৩(৮) ও এর অধীন বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমান	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১.	**মেসার্স এম কে এন্টারপ্রাইজ,** স্বত্বাধিকারী- মাকসুদা খাতুন, প্রেমিসেস নং ৫৬৭, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ১২৮, থানা- পর্ণশ্রীপল্লী, বেহালা কলকাতা-৭০০০৩৪, মিসেস মাকসুদা খাতুন, স্বামী- সেখ খাইরুদ্দিন এবং জনাব সেখ খাইরুদ্দিন পিতা- মোহাম্মদ ফকরুদ্দিন উভয়েরই বাসস্থান- প্রেমিসেস নং- ৫৫৭, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ১২৮, থানা- পর্ণশ্রীপল্লী, বেহালা কলকাতা-৭০০০৩৪ **শাখা:** হাইড রোড	**২৩.০৪.২০২৪ এবং ০২.০৭.২০২৪ ১৩,৯৪,৮৩৪.০০/- টাকা** (তেরো লক্ষ চুরানব্বই হাজার আটশো চৌত্রিশ টাকা মাত্র)	২ বেড রুম, লিভিং/ডাইনিং, রান্নাঘর, টয়লেট, বারান্দা সহ একটি চার (জি+৩) তলা ভবনের ৩য় ফ্লোরে ৭৮০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ও সেইসঙ্গে নির্মাণাধীন বিল্ডিং -এর জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার যার প্রেমিসেস নং-৫৬৭, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, থানা- বেহালা এখন পর্ণশ্রী কেএমসি ১২৮ নং ওয়ার্ডের মধ্যে, মৌজা-সরকেলাট, জে.এল.নং ১৪, আর.এস. নং ১৮৩, তৌজি নং ৪১১, পরগনা- মাগুরা, দাগ নং ২৭/৪৬৮, খতিয়ান নং ২০২ এর অধীনে, জেলা- ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, এডিএসআর বেহালাতে নিবন্ধিত মাকসুদা খাতুন স্বামী- সেখ খাইরুদ্দিনের নামে গিফট ডিড নং- ৮৮৮৫ তারিখ- ০৫-১০-২০১৬।
২.	**মেসার্স তিতান আর্ট** (স্বত্বাধিকারী: শ্রী কল্যাণ মৈত্র), ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৩য় ফ্লোর, ১৩২এফ, সৈয়দ আব্দুল রহমান রোড, হরিদেবপুর, কলকাতা - ৭০০০৮২, শ্রী কল্যাণ মৈত্র পিতা- প্রয়াত বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৩য় ফ্লোর, ১৩২এফ, সৈয়দ আব্দুল রহমান রোড, হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০০৮২, মোবাইল: ৯০৫১৬৭৪৩৫৪, **এছাড়াও এখানে:** করুণাময়ী ঘাট রোড, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০০৮২ **শাখা:** লেক রোড	**১২.০৪.২০২৪ এবং ০২.০৭.২০২৪ ১৯,৪১,৫৭০.০১/- টাকা** (উনিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর টাকা এবং এক পয়সা মাত্র)	একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার ফ্ল্যাট নং-৩বি, গ্রাউন্ড প্লাস ফোর (জি+৪) তল বিল্ডিং এর পশ্চিমে তৃতীয় ফ্লোরে পরিমাপ ৪৬০ বর্গফুট (এসবিএ) যার আছে একটি বেড রুম, একটি লিভিং কাম ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, সিঁড়ি, একটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা, সেইসঙ্গে সিঁড়ি, ল্যান্ডিং এবং উপরের তলার ছাদের আনুপাতিক শেয়ার সহ অন্যান্য সকল সাধারণ জায়গা এবং সুবিধার শেয়ার সহ, প্রেমিসেস নং ১৩২ এফ, সৈয়েদ আব্দুল রহমান রোড, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২২ এর সীমানার মধ্যে যার দাগ নং ২২২ খতিয়ান নং ২৩৩ মৌজা সৈয়দপুরের অধীনে, জেএল নং ১২, তৌজি নং ৮ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে অ্যাসেসী নং. - ৪১১২২১১০২১০৫, থানা- ঠাকুরপুকুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০৮২, নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং -০৯৪৮৮ তারিখ- ১১.০৮.২০০৮ বুক নং -০১, সিডি ভলিউম -২৪, পৃষ্ঠা নং - ৫৪৮৩ থেকে ৫৫১৬ পর্যন্ত , এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নিবন্ধিত। **বিল্ডিং এর সীমানা: উত্তরে** - ১৩২এ, সৈয়েদ আবদুল রহমান রোড, কলকাতা - ৭০০০৮২; **দক্ষিণে**- ১৩২, সৈয়েদ আবদুল রহমান রোড, কলকাতা-৭০০০৮২, **পূর্বে** - ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড; **পশ্চিমে**- ৩৩ ফুট চওড়া কেএমসি রোড দ্বারা। **সিইআরএসএআই অ্যাসেট আইডি: ২০০০৩৬২১৭৫০৬, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি: ৪০০০৩৬২৭৯২৫০।**

তারিখ: ০২.০৭.২০২৪, স্থান: কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

দুর্গাপুর সিটি সেন্টার ব্রাঞ্চ
সরোজ মুখোপাধ্যায় ভবন, হেয়ার কৃষ্ণ কানার সরণি, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর - ৭১৩ ২১৬, পশ্চিম বর্ধমান

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮ (৬), ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬), ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি, যাহার গঠনমূলক/প্রতীকী দখল অনুমোদিত অফিসার [illegible] ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিনদত্ত ঋণদাতা) [illegible] **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৪.০৭.২০২৪ তারিখ** [illegible]
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা ঙ) সম্পত্তির আইডি চ) দখলের ধরণ
১	ক) আলি আহমেদ (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) পিতা মনসুর আলি গ্রাম : নবডাঙ্গল, পো : মাঠপলসা, থানা : সাঁইথিয়া, জেলা : বীরভূম ২. রেজিনা বিবি (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) স্বামী আলি আহমেদ গ্রাম : নবডাঙ্গল, পো : মাঠপলসা, থানা : সাঁইথিয়া, জেলা : বীরভূম খ) তিলপাড়া শাখা	[illegible]	১৫,৪৮,২৬৮.০০ টাকা [illegible] ০৬.০৭.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৪,০০,০০০.০০ টাকা (*) (চোদ্দ লাখ টাকা) খ) ১,৪০,০০০.০০ টাকা (এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় ঙ) IDIB50314960452 চ) প্রতীকী দখলীকৃত
২	ক) ১. শ্রী অপূর্ব দাস (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) পিতা প্রয়াত সুকুমার দাস গ্রাম : দেউচা, বাস স্ট্যান্ডের নিকট, পো : দেউচা, থানা : মহ বাজার, জেলা : বীরভূম (প.ব.) পিন : ৭৩১১২৭। **২. শ্রীমতি কল্যাণী দাস (জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী অপূর্ব দাস গ্রাম : দেউচা, বাস স্ট্যান্ডের নিকট, পো : দেউচা,থানা : মহ বাজার, জেলা : বীরভূম (প.ব.) পিন : ৭৩১১২৭। **৩. শ্রী মাধব মন্ডল (জামিনদাতা)** মহ বাজার, জেলা : বীরভূম (প.ব.), পিন : ৭৩১১২৭। **খ) তিলপাড়া শাখা**	[illegible] বীরভূম , পো : দেউচা, থানা: মহ বাজার, এডিএসআর -দুবরাজপুর, মৌজা : দুবরাজপুর, জেএল নং ৬৯, খতিয়ান নং ৫১৮ (এলআর), প্লট নং ৬১, পরিমাণ এরিয়া০.০৩ একর। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণে : কো অপারেটিভ সোসাইটির ভবন, পূর্বে : সুকান্ত সাহার খালি জমি, পশ্চিমে : শিশির কুমার দাসের খালি জমি।	১৭,৩৭,৮৫৮.০০ টাকা [illegible] আটশ আটান্ন টাকা) ০৬.০৭.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৩,৫০,০০০.০০ টাকা (*) [illegible] হাজার টাকা) খ) ১,৩৫,০০০.০০ টাকা (এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় ঙ) IDIB50339657493 চ) প্রতীকী দখলীকৃত
৩	ক) শেখ নিজামুদ্দিন (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) পিতা আবদুল হাকিম গ্রাম : নবডাঙ্গল, পো : মাঠপলসা, থানা : সাঁইথিয়া, জেলা : বীরভূম ২. জাবেদা বিবি (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) স্বামী আবদুল হাকিম, গ্রাম : নবডাঙ্গল, পো : মাঠপলসা,থানা : সাঁইথিয়া, জেলা : বীরভূম ৩. শেখ ফিরোজ (জামিনদাতা) পিতা আবদুল হাকিম, গ্রাম : নবডাঙ্গল, পো : মাঠপলসা, থানা : সাঁইথিয়া, জেলা : বীরভূম। খ) তিলপাড়া শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি সমর্কিত দলিল নং ১-৭৯২৪/২০০৮ তারিখ ১৬.১০.২০০৮, ১-১৮১৫/২০০৯ তারিখ ১৬.০৩.২০০৯ এবং ১-১৮৪২/২০১৩ তারিখ ২৩.১২.২০১৩ জমি এবং ভবনের বিস্তারিত অবস্থিত জেলা : বীরভূম, থানা : সাঁইথিয়া, এডিএসআর-সিউড়ি, নবডাঙ্গাল, মৌজা : বালিয়ান, জেএল নং ৩৮, মাঠপলসা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এলআর খতিয়ান নং ১৪১২, প্লট নং ১৪৭/২৮৪৯, শ্রেণি বাস্তু, পরিমাণ এরিয়া ৪.০০ ডেসিমেল জমি এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, **চৌহদ্দি :** উত্তরে গ্রামীণ সড়ক, দক্ষিণে : আবদুল হামিদের সম্পত্তি, পূর্বে : নুরুল আলমের সম্পত্তি, পশ্চিমে : কাঁচা রাস্তা পরে ক্যানাল।	১৩,৫২,৮২৯.০০ টাকা (তেরো লাখ বাহান্ন হাজার আটশ উনত্রিশ টাকা) ০৬.০৭.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১১,০০,০০০.০০ টাকা (*) (এগার লাখ টাকা) খ) ১,১০,০০০.০০ টাকা (এক লাখ দশ হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় ঙ) IDIB50300344212 চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২০.০৭.২০২৪ থেকে ২৩.০৭.২০২৪ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২৪.০৭.২০২৪; সময় - সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদয়াক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০ ৬১৩১"** যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৬.০৭.২০২৪
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, মেগা ই-অকশন তারিখ : ২৫.০৭.২০২৪

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt of India Undertaking)

সার্কেল সাস্ত্র মুর্শিদাবাদ,
২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোঃ- বহরমপুর,
জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেল: cs8283@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি (বায়না অর্থ জমা) এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ এবং সময় ২৪.০৭.২০২৪/ দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪ নং) -এর অধীন ব্যাঙ্কে বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) অনুবিধির সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার গঠনমূলক/ বাস্তবিক / প্রতীকী দখল নিয়েছেন ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক/ সুরক্ষিত ঋণদাতা, তা **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে প্রদত্ত সারণিতে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর কাছ থেকে ব্যাঙ্ক / সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বকেয়া পাওনা উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ও অগ্রিম মূল্য জমা করতে হবে নিচের সারণিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে বর্ণিতমতো।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (উক্ত সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক দখল/বাস্তবিক দখলের অধীন)

শাখার নাম / ঋণগ্রহীতাগণের/জামিনদারগণের নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ. মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা) এবং দখল	ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) আইবিএপিআই পোর্টাল প্রপার্টি আইডি	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিশদ
শাখার নাম : কান্দি (০৩৯২২০) **মেসার্স জটাধারী রাইস মিল,** রাইস মিল এর ঠিকানা: গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১ **ঋণগ্রহীতা : ক) হীরা সেখ,** পিতা মানু সেখ, গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১ **খ) আরিফ হায়দার,** পিতা গোলাম হায়দার, গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১ **গ) আজাদ সেখ,** পিতা বক্তার শাইখ, গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১ **ঘ) অনুপম চ্যাটার্জি,** পিতা নারায়ণ চ্যাটার্জি, ঠিকানা- ১২, সুবোধ স্মৃতি রোড, কাটোয়া, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১৩০। **জামিনদার : ক) পার্থ সারথী নন্দন,** পিতা ধনঞ্জয় নন্দন, গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১ **খ) আজিজ হায়দার,** পিতা গোলাম হায়দার, গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১ **গ) জয়ন্ত নন্দন,** পিতা ধনঞ্জয় নন্দন, গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১ **আইনি উত্তরাধিকারী: ক) পার্বতী নন্দন,** স্বামী প্রয়াত নিমাই চন্দ্র নন্দন, গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১ **খ) শুভ রাজ,** পিতা প্রয়াত নিমাই চন্দ্র নন্দন, গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১ **গ) নন্দিনী,** পিতা প্রয়াত নিমাই চন্দ্র নন্দন, গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১	**ক) বাণিজ্যিক সম্পত্তি নং ১. (রাইস মিল)** দলিল নং ১৯০৪/২০০৯, দলিল নং. ১৯০৫/২০০৯, দলিল নং. ১২৯২/২০০৯, দলিল নং. ১৮৮৯/২০০৯, দলিল নং ২১৫৬/২০১১ অনুযায়ী, রাইস মিল সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা সিজগ্রাম, জে.এল নং ৮১, পোঃঅঃ এবং থানা - ভরতপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ -তে অবস্থিত প্লট নং ২৮৫২, ২৮৫৪, ২৮৫৫, ২৮৫৭, ২৮৬৪, খতিয়ান নং ২৪২০, ১১৭৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৪০৮৫, ৪০৮৬, ৪০৮৭, ৪০৮৮, ক্ষেত্র পরিমাপক এলাকা ১৯৯ ডেসিমেল। **(দখল - বাস্তবিক)** **খ) বাণিজ্যিক সম্পত্তি নং ২.** দলিল নং ১৫২৯/২০১২, দলিল নং. ৩১৮০/২০১১, দলিল নং. ৩২১৬/২০১৩, দলিল নং. ৩২৫১/২০১৩, দলিল নং ৩৪৮০/২০১৩ অনুযায়ী, রাইস মিল সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা সিজগ্রাম, জে.এল নং ৮১, পোঃঅঃ এবং থানা - ভরতপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ -তে অবস্থিত প্লট নং ২৮৫৬/৩৪১৪, ২৮৫৬/৩৪১৫, খতিয়ান নং ৬৯৭, ৮৯০, ৯৮৮, ১২১৮, ১৫৫৭, ১৬৭৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৩০৩, ৪৩০৪, ৪৩০৫, ৪৩০৭, ৪২৯৪, ক্ষেত্র পরিমাপক এলাকা ১৯৪ ডেসিমেল। **(দখল - গঠনমূলক)** **গ) বাণিজ্যিক সম্পত্তি নং ৩.** দলিল নং ১৭৬৪/২০২৩, দলিল নং. ১৬৫/২০১১, দলিল নং. ১৬৭/২০১১, দলিল নং. ১৬৮/২০১১ অনুযায়ী, খালি জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা সিজগ্রাম, জে.এল নং ৮১, পোঃঅঃ এবং থানা - ভরতপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ -তে অবস্থিত প্লট নং ৪৬৫, ৪৬৬, খতিয়ান নং ৯৬, ১৭৫, ২৭২, ৮৮৯, ১৫৫২, ৬২০, এল.আর. খতিয়ান নং ৩০৪৫, ৩০৪৬, ৩০৪৭ এবং ৪৩১৪ ক্ষেত্র পরিমাপক এলাকা ৩৪ ডেসিমেল। **(দখল - গঠনমূলক)** **আবাসিক সম্পত্তি :** উপহার দলিল নং. ২৫১/২০১৩ অনুযায়ী, জমি এবং আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা সিজগ্রাম, জে.এল নং ৮১, পোঃঅঃ এবং থানা - ভরতপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ -তে অবস্থিত প্লট নং ৭১৭ (৩ ডেসিমেল পরিমাপিত), প্লট নং ৭১৮ (৫ ডেসিমেল পরিমাপিত), মোট ৮ ডেসিমেল ক্ষেত্র পরিমাপিত এলাকা, খতিয়ান নং ৬৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৩০৪, ৩০৪৬, ৪০৮৬। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৫.০৯.২০১৭ খ) বাণিজ্যিক সম্পত্তি নং ১. (রাইস মিল)-এর জন্য : বাস্তবিক দখল, তারিখ : ২৯.০৮.২০২২ এবং বাণিজ্যিক সম্পত্তি নং ২, ৩ এবং আবাসিক সম্পত্তির জন্য : গঠনমূলক দখল, তারিখ : ২১.০৫.২০১৮ গ) ৭,১২,৫৩,৮৭১.৭৫ টাকা **(সাত কোটি বারো লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার আটশত একাত্তর টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা মাত্র)** ৩১.০৮.২০১৭ অনুযায়ী সহ অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি (০১.০৯.২০১৭ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত)	বাণিজ্যিক সম্পত্তি নং ১ এবং নং ২ -এর জন্য (একত্রে) ক) ৪,৫১,০৪,৪০০.০০ টাকা খ) ৪৫,১০,৪৪০.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০০ টাকা ঘ) PUNB0O34913833C বাণিজ্যিক সম্পত্তি নং ৩ এর জন্য ক) ৬,১২,০০০.০০ টাকা খ) ৬১,২০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBO34913833C আবাসিক সম্পত্তির জন্য ক) ১৬,৬৪,১০০.০০ টাকা খ) ১,৬৬,৪১০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB0O34913833	২৫.০৭.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা **রাইস মিল সম্পত্তি সম্পর্কিত সিভিল কোর্টে বিচারাধীন মামলা। পার্টিশন সুইট (পি.এস.) নং ৪৫৭, ২০২২ সালের** এলডি সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) -এর সামনে কান্দি, মুর্শিদাবাদ, অনন্ত কুমার মণ্ডল - বনাম - পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য। **টাইটেল সুইট (টি.এস.) নং ৩৩৩, ২০২২,** এলডি সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) এর সামনে কান্দি, মুর্শিদাবাদ, হীরা সেখ, এবং অন্যান্য - বনাম - পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য। **এবং পার্টিশন সুইট (পি.এস.) নং ৫৮৭, ২০২২ সালের** এলডি সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) এর সামনে কান্দি, মুর্শিদাবাদ, টোটা সেখ - বনাম - পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক এবং অন্যান্য।

নিয়ম ও শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :-
১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে **"যেখানে যেমন আছে"** এবং **"যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে।
২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহি-যোগ্য হবেন না।
৩) নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** -তে **২৫.০৭.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা।**
৪) বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন **www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app এবং www.pnbindia.in**
৫) বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে যে কোনও প্রশ্নের জন্য, আগ্রহী দরদাতারা **শ্রী হিমাংশু কুমার সাহা (সিএম)** -এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, **মোঃ ৯৮০১৮১২১৬০।**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীন সংবিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৮.০৭.২০২৪
স্থান : বহরমপুর
শ্রী হিমাংশু কুমার সাহা (চিফ ম্যানেজার)
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

চোপড়া কাণ্ড: মহম্মদ সেলিম ও অমিত মাল্যবর নামে অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: চোপড়া ব্লকের লক্ষ্মীপুর এলাকায় সালিসিকান্ডে স্থানীয় বিধায়ক ঘনিষ্ঠ তাজিমুল ইসলাম ওরফে জেসিবি'র হাতে প্রকাশ্যে নির্যাতিতা মহিলা তার ওই ভিডিও স্যোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল করার অভিযোগে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও বিজেপি নেতা অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ এই অভিযোগ অনুযায়ী মামলা শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। নির্যাতিতা ওই মহিলার দায়ের করা এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই বিষয়টি নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বক্তব্য, শাসক দল ও পুলিশ চাপ সৃষ্টি করে ওই মহিলাকে দিয়ে এই অভিযোগ জোড় করে করিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

চলতি বছরের ৩০ জুন চোপড়ার এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছিল, স্থানীয় বিধায়ক হামিদুল রহমানের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তাজিমুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি এক যুবক, যুবতীকে মাটিতে ফেলে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করছে। জানা যায়, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে যুবক যুবতীর বিরুদ্ধে সালিশি সভা বসিয়ে এই তালিবানি অত্যাচার চালায় বিধায়ক ঘনিষ্ঠ ওই যুবক। এমনকী সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকেই নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল। চোপড়ার এই ঘটনার ভিডিও স্যোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি মামলা শুরু করে। মূল অভিযুক্ত তাজিমুলকে ওই রাতেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এরপর ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আরও ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ৪ জুলাই ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনের পক্ষ থেকে ৪ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল লক্ষ্মীপুরে আসে। প্রতিনিধি দলটি প্রথমে নির্যাতিত ওই যুবক ও যুবতীর বাড়ি গিয়ে তাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষন নির্যাতিত যুবক, যুবতী কেউই সেদিনের ঘটনার ব্যাপারে তাদের কাছে খুব একটা মুখ খোলেনি বলেই জানা গিয়েছে। ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের ডিজি ও চীফ সেক্রেটারিকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি গোটা ঘটনায় রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে চোপড়া থানার আইসি অমরেশ সিংকে শো-কজ করা হয়।

পুলিশ সূত্রে এদিন জানা গিয়েছে, সালিশিকান্ড ঘটে ২৮ জুন। ৩০ জুন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও বিজেপি নেতা অমিত মালব্য নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে সালিশি সভায় জেসিবি'র ওই পেটানোর ভিডিও আপলোড করে। ওইদিন রাতেই সালিশিকান্ডে নির্যাতিতা চোপড়া ব্লকের লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আমতলার বাসিন্দা ওই মহিলা মহম্মদ সেলিম ও বিজেপি নেতা অমিত মালব্যার বিরুদ্ধে চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

লিখিত ওই অভিযোগে ওই মহিলা জানিয়েছেন, তার এই ভিডি ও স্যোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার কারণে তার অনেক সম্মানহানি হয়েছে। এর ফলে সমাজে বসবাস করা তার পক্ষে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এই ভিডিও ভাইরাল করেছে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। যার দরুণ আমি মর্মাহত এবং মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি। এই ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় অনেক ঝামেলা হবার সম্ভাবনা রয়েছে। দোষীদের আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি ওই ভিডিও স্যোশাল মিডিয়া থেকে মুছে দেবার আর্জিও ওই লিখিত অভিযোগে রয়েছে।

নির্যাতিতা ওই মহিলা জানিয়েছেন, 'সালিশি সভায় আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে, তা নিয়ে আমার কোনও অভিযোগ নেই। ওই ব্যাপারটি মীমাংসা হয়ে গিয়েছে। আমি এখন সংসার করছি। কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া যারা আমার ভিডিও স্যোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল করেছে, তাদের আমি শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। এর ফলে আমার চরম সম্মানহানি হয়েছে।'

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম টেলিফোনে জানিয়েছেন, 'আমার বিরুদ্ধে চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। এটা তৃণমূল কংগ্রেসের স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল পদ্ধতি যখনই শাসক দলের নেতা বা গুন্ডারা সাধারণ মানুষের ওপর এই ধরনের অত্যাচার করে, তারপর পুলিশ ও প্রশাসন প্রথমে সক্রিয় হয়ে ওঠ বিষয়টি ধামাচাপা দিতে। বিভিন্নভাবে ভয় দেখিয়ে, চাপ সৃষ্টি করে তাদের অভিযোগ করা থেকে আটকানো হয়। তারপর আর্থিক টোপ। এর মাঝে কোনওভাবে সেই ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে তারা ভিকটিমকে দিয়েই উলটো অভিযোগ দায়ের করায়। এক্ষেত্রেও ঘটনা একই কায়দায় করা হয়েছে। ২৮ তারিখে ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ, প্রশাসন, শাসক দলের কোনও হেলদোল নেই। ৩০ তারিখ আমি সেটা পোস্ট করার পরেই বিষয়টি সকলের নজরে আসে। শাসক দলের বিরুদ্ধে কেউ যেনো প্রতিবাদ করার সাহস না পায়, সেই কারণেই পুলিশ ও প্রশাসন এই ধরনের কাজ করে। এর আগেও উত্তর দিনাজপুর জেলায় ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের ফিন ইসলামপুর মহকুমাতেই আমাকে শাসক দলের গুন্ডারা আক্রমণ করে গাড়ি ভাঙচুর করে। পুলিশ উলটে আমার বিরুদ্ধেই মামলা করেছে। এইসব নতুন কিছু নয়। এই ধরনের হাজারো মামলা দায়ের হলেও আমরা শাসক দলের অত্যাচারের প্রতিবাদ করবো।'

চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান জানিয়েছেন, 'ওই মহিলার সম্মানহানি হওয়ায় সে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে। এর সঙ্গে আমাদের দলের কোনও সম্পর্ক নেই।'

ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জবি থমাস জানিয়েছেন, 'সালিশি সভা নিয়ে একাধিক অভিযোগ হয়েছে। পুলিশ স্বতঃপ্রনোদিতভাবে মামলা শুরু করেছে। জেসিবি'র বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ওই মহিলাও তার অনুমতি ছাড়া তার ব্যক্তিগত ভিডিও স্যোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল করার ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করেছে। আমরা সব অভিযোগ অনুযায়ী তদন্ত শুরু করেছি।'

অধিকাংশ পড়ুয়া ফেল, রেজাল্ট প্রত্যাহারের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সেমিস্টারের ফলাফলে ৯৭ শতাংশ ফেল ৩ শতাংশ পাশ। এরপরই রেজাল্ট প্রত্যাহারের দাবি নিয়ে সোমবার বিক্ষোভ দেখালো গৌড়বঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের দাবি, পুরনো সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানো হোক। তা না হলে কি ভাবে তাদের ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবে।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ২৫টিরও বেশি কলেজের ৪৮ হাজার ছাত্রছাত্রী প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষায় বসেছিল। এরমধ্যে সমস্ত বিষয়ে উত্তীর্ণ হয় ১২০০-র কিছু বেশি ছাত্রছাত্রী। সমস্ত বিষয়ে রিভিউ'র সুযোগ এবং প্রকাশিত ফল নতুন করে পর্যালোচনার দাবি করে আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা। এদিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আন্দোলনে সামিল হন অকৃতকার্য পড়ুয়ারা। তাদের অভিযোগ, কলেজস্তরে সঠিকভাবে পড়াশোনা হচ্ছে না। যারজন্য এবারের ৯৭ শতাংশ পরীক্ষার্থী ফেল করেছে। মাত্র ৩ শতাংশ পড়ুয়া নিজেদের মূল বিষয়ে পাশ করেছেন। তবে মূল বিষয়ে তারা ফেল করলেও বাকি দুটি প্রধান বিষয়ে যে কোনও একটিতে উত্তীর্ণ হওয়ায় তারা দ্বিতীয় সেমিস্টারে চলে গিয়েছে। তাই প্রকাশিত এই ফলাফল প্রত্যাহারের দাবি সহ একাধিক দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস জুড়ে মিছিল করার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হল একটি ডেপুটেশন।

এক ছাত্রী খালিদা খাতুন বলেন, প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষায় মাত্র তিন শতাংশ পাশ করেছে। ফলে আমাদের মেজর বিষয়ে তিনটি পার্ট রয়েছে। পাশাপাশি এমডিসি যে বিষয় রয়েছে তার কোনও অধ্যাপক নেই। যে অধ্যাপক রয়েছে তাঁরা বলছে বিষয়টি আমাদের জানা নেই। অধ্যাপকেরা যদি না জানে তাহলে আমরা কি ভাবে জানবো। এমডিসির কোন বই বেড় হয়নি। তহলে কি ভাবে পড়বো। যদি বই না পাওয়া যায় থাহলে ভবিষ্যতে কি ভাবে এগিয়ে যাবো। আগে যে সিলেবাস ছিল সেম করা হোক।

মালদা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি প্রসূন রায় বলেন, ৯৭ শতাংশ যে ফেল করানো হয়েছে, তার রেজাল্ট প্রত্যাহারের দাবি নিয়ে এদিন ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভোটের কারণে দুই মাস কলেজে পড়াশোনা বন্ধ ছিল। সেই বিষয়টিও বলা হয়েছে। কলেজগুলোতে ক্লাস সেই ভাবে নিচ্ছেন না অধ্যাপকেরা। অনেক অধ্যাপক আসেন না। ফলে সমস্যায় পড়েছে ছাত্রছাত্ররা। এতে ছাত্র অধ্যাপক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার বিশ্বরূপ সরকার বলেন, রিভিউ কমিটি গঠন করা হরেছে। এতদিন তিনটি পেপারে রি-অ্যাসেসমেন্ট করা যেত। এখন সেটা বৃদ্ধির জন্য আলোচনা চলছে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে কোদাল হাতে কামারপুকুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা না দেওয়ায় খেটে খাওয়া মানুষ একদিকে যেমন কাজ পাচ্ছে না তেমনি অন্যদিকে পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়ন ও পরিষেবা মূলক কাজ থমকে আছে। এই জন্য বর্ষার মরশুমে এলাকার মানুষকে ডেঙ্গু থেকে বাঁচাতে উদ্যোগ নিলেন পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। এদিন গোঘাট দুই নম্বর ব্লকের কামারপুকুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শুভ্র প্রকাশ লাহা নিজ উদ্যোগে বেশ কয়েক জন শ্রমিক ও গ্রামের যুবকদের সঙ্গে নিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে কাজ শুরু করে দিলেন। কোদাল হাতে তুলেন নিলেন উপপ্রধান। ডেঙ্গুর প্রকোপ রুখতে লাহাবাজার মঠ সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় মশার লাভা মারতে স্প্রে করার পাশাপাশি ড্রেন পরিস্কার ও সাফাই অভিযান করা হয়। প্রসঙ্গত, ১০০ দিনের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাংলার বহু গরীব মানুষের অসহায় ভাবে দিন কাটছে। বর্ষার সময় তেমন কাজ না থাকায় সংসার চালানোই দায় হয়ে পড়ছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের জন্যই নাকি ১০০ দিনের কাজ চালু হচ্ছে না বলে অভিযোগ তৃণমূলে। এই সময় পঞ্চায়েত এলাকায় ১০০ দিনের কাজ চালু থাকলে ড্রেন পরিস্কার থেকে শুরু করে ডেঙ্গু প্রতিরোধে স্প্রে করা, সেচ খাল পরিস্কার, বৃক্ষ রোপন সহ বিভিন্ন কাজ পেত গরীব মেহনতি মানুষ। কিন্তু তা না হওয়ায় এলাকার মানুষ সবদিক ভেবেই বঞ্চিত হচ্ছে বলে অভিযোগ। এরকম এক পরিস্থিতিতে জনসেবামূলক কাজের উদ্যোগী হলেন পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। সকাল থেকেই কর্ম উদ্যোগী যুবক ও বেশ কয়েকজন শ্রমিককে সঙ্গে নিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে নামেন। বর্ষার মরশুম ডেঙ্গু মশার লাভার জন্ম নেয় জমে থাকা জলে। কামারপুকুর মঠ সংলগ্ন এলাকায় এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। রথের দিন থেকেই বহু দেশীয় বিদেশি পর্যটক কামারপুকুর মঠ ও মিশনে আসেন। তাদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেও এই কর্মসূচি নেওয়া হয় বলে জানা যায়। এই বিষয়ে কামারপুকুর অঞ্চলের উপপ্রধান শুভ্র প্রকাশ লাহা বলেন,বর্ষা এসে গিয়েছে অথচ কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের টাকা দেয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার গরিব খেটে খাওয়া মানুষের জন্য কাল দিচ্ছে। তাই এলাকার মানুষকে ডেঙ্গু রোগ থেকে মুক্তি দিতে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে কামারপুকুর অঞ্চলের উপ প্রধানের এই

ট্রেন থেকে উদ্ধার বিরল প্রজাতির কচ্ছপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ট্রেন থেকে উদ্ধার বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। ট্রেনে টহল দেবার সময় বাথরুমের কাছে দুটি ব্যাগে পড়ে থাকতে দেখে রেল পুলিশ। ওই ব্যাগের মধ্যে থেকে কচ্ছপগুলো উদ্ধার করা হয়। তবে এই ঘটনায় রেল পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। কচ্ছপগুলো বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট রেল স্টেশনে এসে পৌঁছায় ফারাক্কা এক্সপ্রেস। যাত্রীরা নেমে যেতেই রেল পুলিশ ট্রেনটি তল্লাশির জন্য ট্রেনে ওঠে। সেই সময় বাথরুমের সামনে থাকা একটি কামরার মধ্যে মালিকানাহীন অবস্থায় দুটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে কর্তব্যরত রেল পুলিশ। সন্দেহ হওয়ায় সেই ব্যাগটিতে তল্লাশি চালাতেই ব্যাগ থেকে পাঁচটি কচ্ছপ পাওয়া যায়। জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলির ওজন প্রায় ৩৩ কেজি। যার বাজার মূল্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা। কচ্ছপ গুলি মূলত পাচারের জন্য ট্রেনে করে আনা হচ্ছিল বলে প্রাথমিক অনুমান রেল পুলিশের।

এ বিষয়ে বালুরঘাট স্টেশন এর জিআরপি পুলিশ আধিকারিক জানান 'ফারাক্কা এক্সপ্রেস ট্রেনটি সকালে বালুরঘাট স্টেশনে এলে আমরা ওই ট্রেনটিতে তল্লাশি চলাই। সেই সময় দুটি মালিকানাহীন ব্যাগ থেকে কচ্ছপগুলো উদ্ধার হয়। পরবর্তীতে আমরা বনদপ্তরকে বিষয়টি জানাই। কচ্ছপগুলোকে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কচ্ছপগুলোকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ফের রেলের উচ্ছেদ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: ৭২ ঘণ্টা সময় সীমা দিয়ে রেলের জায়গা খালি করার নোটিস দেওয়া হলেও জায়গা খালি না হওয়ায় সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার পর রেলের উচ্ছেদ অভিযান শুরু হলো সোমবার। হাওড়া বর্ধমান মেন লাইন শাখার দেবীপুর রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেলের জায়গায় অস্থায়ী দোকান করে যারা বিভিন্ন ব্যবসা করত তাদের উদ্দেশ্যে গত ৫ জুন একটি নোটিস দেওয়া হয়। এবং সেই নোটিসে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সকল ব্যবসায়ীকে তাদের নিজের নিজের দোকান রেলের জায়গা থেকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। না সরালে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথাও জানানো হয়। কিন্তু ৭২ ঘণ্টা পার হয়ে যাওয়ার পরও রেলের জায়গা খালি না হওয়ায় সোমবার রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিক সহ রেলের বিশাল পুলিশ বাহিনী দেবীপুর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযানে নামে। অন্যদিকে রেলের আধিকারিকরা পৌঁছাতেই রেলের জায়গায় যে সকল ব্যবসায়ীরা দোকান করেছিল তারা তাদের দোকান সরিয়ে নিতে তৎপর হয়ে ওঠে।

বেশ কিছু দোকান সরিয়েও নেওয়া হয় এবং বেশ কিছু দোকান থেকে দোকানের সামগ্রীও সরিয়ে নেন ব্যবসায়ীরা। তারপরও রেলের জায়গায় কিছু অস্থায়ী দোকান ঘর থাকায় সেগুলোকে জেসিবি দিয়ে ভেঙে ফেলার কাজ শুরু করে ফেলে পুলিশ। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে রেলের জায়গায় দোকান লাগিয়ে ব্যবসা করে দিন গুজরান করত একাধিক ব্যক্তি। রেলের এই উচ্ছেদ অভিযানের ফলে তারা এখন এক প্রকার নিরুপায় হয়ে চোখের জল ফেলছেন। দুশ্চিন্তার পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে তাদের মাথায়। আগামী দিন তারা কিভাবে সংসার চালাবে। কিভাবে পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দেবে। সেই চিন্তায় পড়েছে। আগামীকাল তারা কোথায় ব্যবসা করবেন। তারা কিভাবে সংসার চালাবেন। পরিবারের মুখে দু মুঠো অন্ন জোগাবেন সেই চিন্তায় পড়েছেন ব্যবসায়ীরা।

তারা বলেন ফুটপাতে বসে যে ব্যবসা করবেন তাও হবে না। কারণ রাজ্য সরকারও সরকারি জায়গা ও ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। ব্যবসায়ীদের দাবি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের এই বিষয়টি নিয়ে একটু মানবিক হলে ভালো হতো।

মেদিনীপুর হোমের শিশু দত্তক নিলেন স্পেনের মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসকের সহায়তায় মেদিনীপুরের হোম থেকে একটি শিশু পুত্র দত্তক নিলেন বার্সেলোনার এক মহিলা। নিঃসন্তান ওই মহিলার নাম জিরি চেলস। স্পেনের ওই ভদ্রমহিলা নিঃসন্তান।

তিনি বলেন, আমি সিঙ্গেল মাদার... এই বাচ্চাটাকে আমি নিয়েছি তার সাথে আমি খেলব। পড়াশোনার জন্য আমরা স্কুলে নিয়ে যাবো। তাকে অনেক কিছু শেখাবো।

জেলাশাসক বলেন, এডাপসন হচ্ছে সব থেকে বেস্ট প্রসেস। আমাদের এখানে প্রায় ৬২টি শিশু এরকম এডপসন হয়েছে। যার মধ্যে ছ'জন অন্য দেশে রয়েছে। বাকিরা এই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে। আসলে এইসব অনাথ শিশুদের একটু ভালো ভবিষ্যৎ দেওয়ার কথা আমাদের ভাবতে হয়। কিছুদিন আগে আমরা খড়গপুর গেছিলাম। দেখলাম সেখানের দুটি মেয়ে সাধারণ ছেলে মেয়ের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে। তাদের পেন্টিংয়ের কাজ সত্যিই নজর কাড়া। স্পেনের ভদ্রমহিলা জিরি এডাপ্ট করলেন এমনই একটি শিশুকে। তিনি জানান, তার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো। বার্সেলোনায় তাদের ব্যবসা রয়েছে। তবে নিজের সন্তান নেই। জেলাশাসক বলেন, অনেক ক্ষেত্রে এডপ্ট করলে ছেলে মেয়েদের একটা নিজস্ব ফ্রিডম থাকে। যেটা নিজেরা হোমে থাকাকালীন করতে পারেনা। তবে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হয় যাদের এডাপ্ট করে নিয়ে যায় তাদের যেন একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ দিতে পারে।

হুগলির উত্তরপাড়ায় রথযাত্রার বি এন রোডের রথযাত্রার উদ্বোধন করলেন উত্তরপাড়ার পূর্বপ্রধান দিলীপ যাদব। ছবি: বনস্পতি দে

২১শে জুলাইয়ের প্রাক প্রস্তুতি সভা পূর্ব বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একুশে জুলাই এর আগে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। আগামী একুশে জুলাই কলকাতার ধর্ম তলায় শহিদ সমাবেশ রয়েছে তৃণমূলের। এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্বরা শহিদ সমাবেশের পাশাপাশি মঞ্চে বক্তব্য রাখবেন। সেই দিকেই তাকিয়ে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। দলনেত্রী কি নির্দেশ দেন তার অপেক্ষাতেই রয়েছেন সকলে। তবে তার আগে প্রতিটি জেলার প্রতিটি ব্লকের পাশাপাশি এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ১ নম্বর ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একুশে জুলাই শহিদ সমাবেশের প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। কোনও এলাকা থেকে কতগুলি বাস বা গাড়ি যাবে কত জন নেতাকর্মীরা ওই দিন ধর্মতলায় যাবেন সেই নিয়ে আলোচনা করা হয়। তবে একুশে জুলাই শুধু নয় এছাড়াও, দলের বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয় বলে জানিয়েছেন রায়না ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বামদেব মণ্ডল।

বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বিজেপি পরিচালিত ভীমপুর পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ। বিক্ষোভের পাশাপাশি ডেপুটেশন জমা দিল তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগ, বিজেপি শাসিত ভীমপুর পঞ্চায়েতে অন্যায় ভাবে দিনের পর দিন ট্যাক্স বাড়িয়ে চলেছে। এই আভিযোগ তুলে কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি, যুব সভাপতি ও তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা এই বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের শামিল হয়। সোমবার দুপুরে পঞ্চায়েতের সামনে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা নিয়ে বৃক্ষ প্রদর্শন করে তৃণমূল নেতৃত্ব সহ কর্মীরা। তাদের দাবি, সাধারণ জনগণের কথা মাথায় রেখে অবিলম্বে পঞ্চায়েতের ট্যাক্স কমাতে হবে। যদিও পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বাপ্পাদিত্য বিশ্বাস তিনি জানান ট্যাক্স বাড়ানো বা কমানো এর ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত কোনমতে দায়ী নয়। ওপর থেকে যদি ট্যাক্স বাড়ায় তাহলে সেটি পঞ্চায়েত অবশ্যই ধার্য করবে। বিষয়ে কৃষ্ণনগর উত্তর তৃণমূল ব্লক সভাপতি দেবব্রত ঘোষ বলেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি এই পঞ্চায়েত তে জয়লাভ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের ও সদস্য সংখ্যা রয়েছেই পঞ্চায়েতে। গ্রামের উন্নয়নের জন্য বিরোধীদের ডেকে একত্রিত ভাবে মিটিং পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রধানের। কিন্তু এটা কার সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিরোধীদের নিয়ে কোনরকম মিটিং করছেন না উপরন্ত। পঞ্চায়েতের ট্যাক্স বৃদ্ধি পাচ্ছে শুধু এই পঞ্চায়েতে। এছাড়াও বিভিন্ন রকম অনিয়ম রয়েছে বিজেপি পরিচালিত এই পঞ্চায়েতে আর তার বিরুদ্ধে আজ একটি বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।

বিক্রি হয়ে গিয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির জমি

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: খোদ পঞ্চায়েত সমিতির জমি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। আর তা জানার পরে জমি উদ্ধার করতে গিয়ে কার্যত হিমশিম খেতে হচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতির কর্তা ব্যক্তিদের। যদিও জমি উদ্ধারের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই একশন শুরু হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন স্থানীয় বিধায়ক। ঘটনাটি হাওড়া শ্যামপুর থানা এলাকার গাদিয়াড়া মৌজায়। জানা গিয়েছে গাদিয়াড়া মৌজায় এক নম্বর দাগের অর্থাৎ খাস জমি হিসেবে চিহ্নিত ৪২৩ নম্বর দাগে এবং ১০৪ নম্বর জেএল নাম্বারে ৭৯ শতক জায়গা রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে। কিন্তু ৫৯ শতক জায়গা পঞ্চায়েত সমিতি হোক দখল করলেও অর্থাৎ উন্নয়নমূলক কাজে লাগালেও ২০ শতক জমির জবরদখলকারী হটাতে গিয়ে চক্ষু চড়ক গাছ পঞ্চায়েত সমিতির কর্তা ব্যক্তিদের। দেখা গেল এই জমি বিক্রি হয়ে গিয়েছে এবং জনৈক বিশ্বজিৎ থান্ডার এই জমির মালিক। অর্থাৎ রেকর্ড হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে বিশ্বজিৎ থান্ডার কে ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন শ্যামপুর এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃন্ময় মান্না। ঠিক একই কথা জানিয়েছেন শ্যামপুর কেন্দ্রের বিধায়ক কালিপদ মন্ডল। জানা গিয়েছে গাদিয়াড়া মৌজায় ফেরিঘাটের সন্নিহিত এলাকার ওই কুড়ি শতক জায়গা রেকর্ড করা হয়েছিল বহুদিন আগেই। ওই জায়গায় বেশ কিছু মানুষ বসবাস করে। জগত দখলকারী হঠাতে এবং সরকারি জমি চিহ্নিত করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর ইতিমধ্যেই নড়েচড়ে বসেছে শ্যামপুর ব্লক প্রশাসন। তবে ঠিক কি কারণে এবং কেমন করে ওই সরকারি জমি ব্যক্তিগতভাবে রেকর্ড করা হয়ে গেল তা রহস্যময় বলে দাবি বিরোধীদের। বলাই বাহুল্য এই নিয়ে রীতিমতো শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে শ্যামপুর জুড়ে। অথচ ওই এলাকায় সরকারি প্রজেক্ট করা যেতে পারে বলে জানিয়েছে এলাকার বাসিন্দারাই।

মাহেশের রথযাত্রায় গত তিন বছর ধরে চলা ওডিসি নৃত্য এক অনন্য মাত্রা পেল

রূপম চট্টোপাধ্যায়

মাহেশ: সারা ভারতে পরিচিত মাহেশের রথ যাত্রার ৬২৫তম বছরের পর একটা ধ্রুপদী পরিবর্তন ঘটেছে। একটি সংযোজন এক নতুন মাত্রা দিয়েছে মাহেশের রথযাত্রার উৎসবকে। প্রভু জগন্নাথের ভোগারতীর পর মাসির বাড়ি যাওয়ার দেড় কিলোমিটার রাস্তা পারি দেয় ভক্তদের টানা রশিতে। তার আগে

প্রভু জগন্নাথের রথের সামনে আয়োজিত হয় শুদ্ধ ধ্রুপদী ওডিসি নৃত্য। গত তিন বছর ধরে এই নৃত্য সংযোজন গোটা রথ যাত্রাকে এক অনন্য চেহারা দান করেছে। মোহিত হচ্ছেন হাজার হাজার দর্শক।

চাকাখি নৃত্য গোষ্ঠীর সুতিথি ঘোষ (ওডিসি নৃত্য শিল্পী ডোনা গাঙ্গুলীর সুযোগ্য ছাত্রী) সঞ্জনা, ঈশিকা, প্রীতি, ত্রয়োনা এই নৃত্য শিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে রথের রশিতে টান পরার আগে এদের নৃত্য পরিবেশনা বিশেষ মুহূর্ত তৈরি করে এই রথ যাত্রাকে আরও মোহময়ী করে তোলে। সাধারণত এমন ঐতিহাসিক আঙ্গিকের পরম্পরা কোন নতুন বিষয়কে সংযোজন করতে চায় না। কিন্তু চাকাখির নৃত্য শিল্পীরা সুতিথি ঘোষের সুদক্ষ পরিচালনায় সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাহেশের রথযাত্রাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

বুধের মধ্যে নিট নিয়ে যাবতীয় তথ্য চাইল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই: স্নাতক স্তরে ডাক্তারির অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এ যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, তা মানল সুপ্রিম কোর্টও। তবে পুনরায় নিট চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে একাধিক মামলা হয়েছিল, তার প্রেক্ষিতে সোমবার পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেয়নি প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ফের পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া শেষ অস্ত্র। তার আগে নিট-এ যে ব্যাপক অনিয়ম এবং গরমিলের অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে বুধবারের মধ্যে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের হয়ে আদালতে সওয়াল করা সলিসিটর জেনারেল পরবর্তী শুনানির দিন বৃহস্পতিবার ধার্য করার আর্জি জানান। ওই দিনই এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

সোমবার পরীক্ষার আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-কে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, তিনটি বিষয় প্রকাশ্যে আনতে হবে তাদের। এক, কী ভাবে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে? দুই, কোথায় প্রশ্নফাঁস হয়েছে? তিন, প্রশ্নফাঁস এবং পরীক্ষা হওয়ার মধ্যবর্তী সময় কত? শীর্ষ আদালত সোমবারই নতুন করে নিট করানোর নির্দেশ না দিলেও ইঙ্গিত দিয়েছে যে, অসদুপায় অবলম্বন করে যাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাদের জন্য ফের পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা হতে পারে। ইতিমধ্যেই নিট দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির কাছে বুধবারের মধ্যে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট তলব করেছে শীর্ষ আদালত। সোমবার নিট মামলার শুনানিতে কোথায় প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছিল, তা জানতে চান প্রধান বিচারপতি। এনটিএ জানায়, দিল্লিতে প্রশ্নপত্র তৈরি হয়েছিল। গত ৫ মে পরীক্ষার দিন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে নিটের প্রশ্নপত্র খোলা হয়েছিল বলে জানানো হয়। আবেদনকারীদের আইনজীবী শীর্ষ আদালতে জানান যে, টেলিগ্রাম অ্যাপে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, যদি টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রশ্নফাঁস হয়ে থাকে, তবে বড় আকারের প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটেছে।

মোদি না গেলেও তৃতীয়বার মণিপুরে গেলেন রাহুল

ইম্ফল, ৮ জুলাই: এক বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে তবে এখনও মণিপুরে যাওয়ার সুযোগ করে উঠতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিকে সোমবার ফের হিংসা বিধ্বস্ত মণিপুরে পা রাখলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এই নিয়ে তৃতীয়বার উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে গেলেন রাহুল। জিরিবামে ত্রাণ শিবিরে গিয়ে সেখানকার মানুষের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। শোনেন তাঁদের দুর্দশার কথা। এদিকে সোমবারই রাশিয়া সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মণিপুরকে এড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর এই রাশিয়া সফরকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি কংগ্রেস।

সোমবার সকালে অসমের শিলচর বিমানবন্দরে নামেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান অসম এবং মণিপুরের কংগ্রেস নেতারা। অসমের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সঙ্গে দেখা করে মণিপুরের উদ্দেশে রওনা দেন কংগ্রেস সাংসদ। তাঁর আগে অসমের চাঁচর জেলায় মণিপুরের দুর্গতদের জন্য করা ত্রাণ শিবিরে যান রাহুল। মণিপুর পৌঁছে সোজা জিরিবামের

কটাক্ষ কংগ্রেসের

ওই ত্রাণ শিবিরে উপস্থিত হন রাহুল। সেখানে থাকা মেইতেই সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। সেখান থেকে সড়কপথে চুড়াচাঁদপুরের উদ্দেশে রওনা দেন বিরোধী দলনেতা। চুড়াচাঁদপুরে জাতিগত হিংসায় ঘরছাড়াদের ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন রাহুল গান্ধি। এদিন রাহুলের সঙ্গে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কেইশাম মেঘচন্দ্র এবং সিএলপি নেতা ও ইবোবি সিং। মেঘচন্দ্র এদিন সাংবাদিকদের বলেন, 'রাহুল গান্ধির এই সফরের লক্ষ্য গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া।'

তবে এই নিয়ে ৩ বার রাহুল মণিপুর সফরে গেলেও, ভয়াবহ হিংসার পর থেকে এখনও পর্যন্ত উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে পা রাখতে দেখা যায়নি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। এরই মাঝে সোমবার রাশিয়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন মোদি। সেই ইস্যুতে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ শানান কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ। এক্স হ্যান্ডলে কটাক্ষ করে তিনি লেখেন, 'আমাদের নন বায়োলজিক্যাল প্রধানমন্ত্রী মস্কোর উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন, অন্যদিকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা অসম ও মণিপুরে দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে। ২০২৩ সালের ৩ মে থেকে ভয়াবহ হিংসায় রক্তাক্ত মণিপুর। অথচ আজও প্রধানমন্ত্রী ওই এলাকায় পা তো রাখেননি এমনকী সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী বা কোনও রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎও করেননি।'

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/পিওএইচ,** দমদম কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০ ০৯০ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে হেরিটেজ গ্যালারির ডিজাইন, ডেকরেশন, লাইটিং, উন্নয়ন, সরবরাহ এবং স্থাপন। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৮৯,১৩,৪১৩.২০ টাকা। **বিড সিকিউরিটিঃ** ১,৭৮,৩০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে (আইএসটি)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানাঃ** উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস-এর অফিসে। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ https://www.ireps.gov.in**
টেন্ডার নং. এমআর-পিওএইচ-৭৪-১৬৪
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ইউক্রেনের শিশু হাসপাতালে রাশিয়ার হামলায় নিহত অন্তত ২৪

কিয়েভ, ৮ জুলাই: সোমবার রাজধানী কিয়েভ-সহ ইউক্রেনের একাধিক জায়গায় রাশিয়ার মিসাইল হামলায় নিহত অন্তত ২৪। হামলার নিশানায় রয়েছে এক শিশু হাসপাতালও। কিয়েভের অভিযোগ, শিশু হাসপাতাল লক্ষ্য করেই ওই হামলা। আশেপাশের বহু বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই মুহূর্তে নিরাপত্তা সংক্রান্ত চুক্তির কারণে পোল্যান্ডে রয়েছে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। সেখান থেকে তাঁর হুঁশিয়ারি, এধরনের হামলার ফল ভুগতে হবে রাশিয়াকে।

দু-বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেল রাশিয়ার সঙ্গে পাশের দেশ ইউক্রেনের যুদ্ধ চলছে। দুই বন্ধু দেশের টানাপোড়েনে খানিকটা নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে ভারত চায়, আলোচনা, সমঝোতার মাধ্যমে যুদ্ধ থামুক। আর এই অশান্ত পরিস্থিতির মাঝে সোমবারই রাশিয়া সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর একই দিনে ইউক্রেনের উপর ধারাবাহিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার অভিযোগ। জানা গিয়েছে, কিয়েভ, নিপ্রো, স্লোভিয়ানস্ক, ক্রামাতোরস্ক, ক্রিভি রি , একাধিক শহরে হামলা

চলেছে। শেষের শহরে রয়েছে খোদ প্রেসিডেন্টের বাড়ি। অন্তত ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে ওখমাদিতের শিশু হাসপাতালের হামলার সবচেয়ে ভয়াবহ। হাসপাতালটির সমগ্র কাঠামো ভেঙে পড়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে খোদ প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে অনেকে। সেসব স্তূপ পরিষ্কার করে সকলকে উদ্ধারের চেষ্টা করছে।

ইউক্রেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভিক্টর লায়াশকো জানিয়েছেন, মিসাইল হামলা ও বিস্ফোরণে ক্যানসার এবং ইনটেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ড সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। যাদের চিকিৎসা চলছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাদের বের করে দেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত কয়েকটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় মা-বাবার কোলে হাসপাতালের বাইরে বসে রয়েছে শিশুরা। কিয়েভের মেয়রের দাবি, যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে ভয়াবহ ও নিন্দনীয় হামলা। যেখানে শিশু হাসপাতালকে টার্গেট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে, সোমবারের এই হামলা ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের আঁচ আরও বাড়িয়ে তুলল বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-N.I.Q.No. : UKM/PWD/001(e)/ 2024-25 dt. 08-07-2024
1.Preparation of DPR for renovation and upgradation to multi-storied building (B+G+4) of Sakher Bazar Commercial Complex in Ward No.9 under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date – **19/07/2024 up to 5:00 pm.** For Details: - **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman,
Uttarpara-Kotrung Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE
Tender is invited through offline Bid System with The vide **NIET No: -0/HPGP/2024-25 And 02/ HPGP/2024-25 With Vide Memo No 240/15TH SFC (Tied)/ HPGP/ 2024-25 & 241/15TH CFC (Un-Tied)/ HPGP/2024-25** Dated: - **08/07/2024,** ***The Last date for submission of Bils **16/07/2024 upto 09.00 A.M.** For details please visit The website: **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Hariharpara Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE
E-Tender invited vide **NIT No. 03/ICGP/15CFC/(23-24)/2024-25** by the Prodhan, Islampur Chak Gram Panchayat, Raninagar-I, Murshidabad. Last date of online bid submission is **19/07/2024 upto 6:30 am.** Interested bidders may kindly visit wbtenders website for more details.
Sd/- Prodhan
Islampur Chak Gram Panchayat
Islampur, Murshidabad

Office of the MAHULA -II GRAM PANCHAYAT
Vill +P.O. -Pulinda, Dist- Murshidabad
Under Beldanga-I Panchayat Samity,
e -Tender are invalid through online Bid System under following.
1)NIeT NO:- 66/15th FC/M2GP/ 2024-25 , DATE:-08-07-2024
The last date for online submission of all tender is **24/07/2024**, up to 17:30hours. For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.
Sd/- Prodhan
Mahula - II Gram Panchayat

PUBLIC NOTICE
TIP TOP CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD., intends to build one G+4 storied building on **Plot No. 33, in Block No. DB, Action Area-I, New Town, Kolkata,** for which the said society desires to appoint one reputed **Hidco Enlisted Architect & Contractor** as per Co-operative law for preparation of building plan and other allied services respectively, interested Architects & Constructors are requested to contact the undersigned within 15 days.
Sd/-
Chairman
Tip Top Co-operative Housing Society Ltd.
Mobile : 983124492

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tenders are invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Total Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1	Construction of Mastic Asphalt Road from Grocery Shop (Tarun Chakraborty) to NH-34 under Ward No.2 in Beldanga Municipality, Murshidabad.	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-02/2024-25	21.12 Lakh	24.07.2024 at 2:00 PM.
2	Construction of Mastic Asphalt Road from Manual Hossin house to Santi Dey house under Ward No.3 in Beldanga Municipality, Murshidabad.		23.07 Lakh	
3	Construction of Mastic Asphalt Road from Goutam Roy to NH-34 under Ward No. 3 in Beldanga Municipality, Murshidabad.		25.47 Lakh	
4	Construction of Mastic Asphalt Road from Hospital to Jamtala under Ward No. 6 in Beldanga Municipality, Murshidabad.		32.57 Lakh	
5	Construction of Mastic Asphalt Road from Sarat Pally Primary School to Savak Sangha Club (Ward No. 3) in Beldanga Municipality, Murshidabad.		15.69 Lakh	

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

Office of the MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIT No: 01/2024-25
Publishing & Submission Start Date: **8.7.2024 from 5.00 PM**
Bid Submission Closing Date: **30.7.2024 up to 12.00 PM**
Bid Opening Date: **1.8.2024 after 12.00 PM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-QUOTATION
Memo. No. 940/RM
Date – 08.07.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/ RM/NIQ-4e/2024-25/SL1
Tender ID : 2024_MAD_708972_1
Name of the work : Expression for Rate establishment of the work Supplying, installation, Commissioning & testing of 500 KVA capacity DG set with standard installation & commissioning including appropriate civil foundation and electrical works within Ranaghat Municipality.Last Date of Submission of Bid : **24.07.2024.** Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Ranaghat Municipality

Office of the Prodhan
ALAL GRAM PANCHAYAT
Vill-Jorgachi, P.O.-Alal, P.S.-Gazole, Pin-732128, Dist -Malda.
NOTICE INVITING e-TENDER
N.I.e-T NO: 235/A GP/2024, Dated:- 04/07/2024
Tender documents download and bid submission stat date & time **06/07/2024 at 9. AM,** Last date and time for bid Submission **13/07/2024 at 12.00 P.M** & Opening Date-**15/07/2024 at 12. 00 PM.**
For more information, please visit **www.wbetenders.gov.in**
Sd /- Prodhan
Alal Gram Panchaya

ঝাড়খণ্ডে আস্থাভোটে জয় জেএমএমের

রাঁচি, ৮ জুলাই: ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় সোমবার আস্থাভোটে জিতল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম) নেতৃত্বাধীন জোট। ৮১ জনের বিধানসভায় ৪৫টি ভোট পেয়েছে তারা। বিরোধীরা যদিও আস্থাভোটে অংশ না নিয়েই বেরিয়ে যান বিধানসভাকক্ষ থেকে। স্পিকার রবীন্দ্রনাথ মাহাতো জানিয়েছেন, কেউ বিরুদ্ধে ভোট দেননি। জেএমএমের নেতৃত্বাধীন সরকার বাঁচানোর জন্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন।

গত ২৮ জুন ঝাড়খণ্ডের হাইকোর্টের নির্দেশে জামিন পান হেমন্ত। হাইকোর্ট বলে, 'হেমন্ত দোষী নন ভাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে'। জামিন পাওয়ার পর আবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন হেমন্ত। তার পরেই ঝাড়খণ্ডে আস্থাভোটের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সোমবার আস্থাভোটের আগে হেমন্ত জানান, বিরোধীদের কোনও লক্ষ্য নেই। সে কারণেই ঝামেলা করছে। চলতি বছরের শেষে ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা ভোট। হেমন্তের দাবি, সেই ভোটে অর্ধেকের বেশি বিরোধী বিধায়ক হেরে যাবেন। তাঁরা আর ফিরে আসবেন না। তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাইকেও। তাঁর কথায়, 'আমার অনুপস্থিতিতে চম্পাইজি সরকার চালিয়েছেন এবং বাঁচিয়েওছেন।' শাসক জোটের বিধায়ক প্রদীপ যাদব জানিয়েছেন, 'অপারেশন পদ্ম'-এর মাধ্যমে বিজেপি রাজ্যের বর্তমান সরকারকে বার বার ফেলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে।

ঋতুকালীন সবেতন ছুটির আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই: কাজের জায়গায় ঋতুকালীন সবেতন ছুটি বাধ্যতামূলক করা হলে তা মহিলাদের বিরুদ্ধেই যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে তাঁদের পিছিয়েও পড়তে হতে পারে। সোমবার এই সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে জানাল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি, এ-ও জানাল, আদালত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এই বিষয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে নীতি নির্ধারণ করতে বলল তারা।

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের ঋতুকালীন ছুটি বাধ্যতামূলক করার আবেদন জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। এই বিষয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্যকে সুপ্রিম কোর্ট যাতে নীতি নির্ধারণ করার নির্দেশ দেয়, সেই আবেদনও তাদের পর্যবেক্ষণ, 'এটা কেন্দ্রের নীতি নির্ধারণের বিষয়। আদালতের হস্তক্ষেপের বিষয় নয়।' সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে, 'কেন্দ্রীয় মহিলা এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রক এবং অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভারতীর দ্বারস্থ হওয়ার জন্য আমরা আবেদনকারীকে অনুমতি দিচ্ছি। সচিবকে নীতি নির্ধারণ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করারও অনুরোধ করছি। এই বিষয়ের সঙ্গে জড়িত সমস্ত পক্ষের মতামত নেওয়ার পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। এই নিয়ে কোনও নীতি নির্ধারণ করা যায় কি না, তা-ও দেখা হোক।' তারা এ-ও জানিয়েছে, এই বিষয়ে কোনও রাজ্য কিছু পদক্ষেপ করলে অন্তরায় হবে না সুপ্রিম কোর্ট।

জানানো হয়েছিল। সোমবার সেই আবেদন খারিজ করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এই ধরনের ছুটি বাধ্যতামূলক করা হলে কর্মক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে পারেন তারা। মহিলাদের রক্ষা করার জন্য নির্দেশ যদি তাঁদের ক্ষতি করে, তা হলে তা আমরা চাই না।'

শীর্ষ আদালত এক প্রকার স্পষ্টই জানিয়েছে যে, এটা তাদের হস্তক্ষেপের বিষয় নয়।

গাজায় তীব্র খাদ্য সংকট

গাজা সিটি, ৮ জুলাই: গাজায় তীব্র খাদ্য সংকট। হামাস নিধনে ইজরায়েলের অভিযানে বিধ্বস্ত গাজা ভূখণ্ড। এই পরিস্থিতিতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৫৭ শতাংশ কৃষিজমি। ফলে তৈরি হয়েছে তীব্র খাদ্য সংকট। সম্প্রতি এমনই রিপোর্ট প্রকাশ্যে এনেছে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা।

চারদিকে স্বজনহারা কান্না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মৃতদেহ। পোড়া বারুদের গন্ধ। খাদ্যের জন্য হাহাকার। সব দিকেই ধ্বংসের ছবি স্পষ্ট। গত ১০ মাস ধরে গাজার এই করুণ অবস্থাই দেখছে গোটা দুনিয়া। দক্ষিণ গাজার শহর আল মাওয়াসি। সেখানে মূলত কৃষিকাজ করেই দিন কাটান বহু মানুষ। কিন্তু গাজায় রক্তক্ষয়ী সংঘাত শুরু হওয়ার পর বদলে গিয়েছে সব কিছু।

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of M.S Structure at Bidisha Co-operative Housing Society within Ward No.- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-007/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_709138_1 • Estimated Amount : Rs. 8,40,358/-
Last Date : 17th July 2024, up to 05:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/ 35/24-25/2nd Call Dated 08.07.2024	Construction of Concrete Road and Drain beside Millanpally Bye Lene 1 in Ward No. - 14 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 9,19,866.00

Bid Submission end date: **18.07.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/ 19/24-25/2nd Call Dated 08.07.2024	Construction of Surface Drain & Culvert at Malikapur musalman para near Rubay Banik house to Najrul Mondal house Ward No- 16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 20,39,078.00

Bid Submission end date: **24.07.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
MURSHIDABAD MUNICIPALITY
Lalbagh, P.O. & Dist- Murshidabad, Pin-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:- 03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online bid system under following tender **NIeT) No: 463/MM/NIeT/2023-24 (3rd Call),, Date: 08-07-2024.** The last date for online submission of tender is **23-07-2024 (Tuesday)** upto **14.00 Hours.**
For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in**
Lalita Das Nandi
(Chairman, Murshidabad Municipality)

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT-43 to 51/2024-2025 & 247 (2nd Call)/ 23-24 Dated. 08-07-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil and Electrical works at Murshidabad, Burdwan, Paschim Medinipur, Purulia, Birbhum, Birbhum, Dakshin Dinajpur & North 24 Parganas District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in**
Bid submission start date- **09-07-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **16-07-2024 & 23-07-2024 upto 3.00 pm.**
Date: 08.07.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪৮৮, তারিখঃ ০৫.০৭.২০২৪। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নংঃ এসডিএসটিই/টেলি/টি/০৮/২৪-২৫/আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে স্টেশন থেকে স্টেশনে এবং গার্ড/ড্রাইভারের সাথে স্টেশন মাস্টারের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ২৫ ওয়াট ভিএইচএফ সেটের অগমেন্টেশন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,০৫,৮১,৫১৯.৫০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ২,০২,৯০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৯ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ২২.০৭.২০২৪। **টেন্ডার জমা শেষের তারিখঃ** ০৫.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টো পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখঃ** ০৫.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবেঃ www.ireps.gov.in। কারিগরী যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতাকে অবশ্যই টেন্ডার আহ্বানের আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে নিম্নলিখিত ক্যাটেগরির যে কোনও একটি কাজ সফলভাবে অথবা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পূর্ণ করতে হবেঃ (১) তিনটি সমরূপ কাজ যার প্রত্যেকটির ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৩০ শতাংশের সমতুল হতে হবে অথবা (২) দুটি সমরূপ কাজ যার প্রত্যেকটির ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৪০ শতাংশের সমতুল হতে হবে অথবা (৩) একটি সমরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৬০ শতাংশের সমতুল হতে হবে। **আর্থিক যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতার অবশ্যই ভি/এন অথবা 'ভি' যেটি কম হবে, সেটির ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে, যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য, এন = আহ্বান করা বিডের জন্য কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুযায়ী পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে ''মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্টের'' গড় অনুযায়ী গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার গণনা করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না থাকে তবে চতুর্থ পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার গণনার জন্য বিচার্য হবে। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা সমর্থিত চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে সার্টিফিকেট/চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা সার্টিফায়েড নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের কপি সহ জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-VIB (বর্তমান টেন্ডার নথিপত্রের ফর্ম-৬) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য টেন্ডারদাতা জমা করবেন। **অন্যান্য নথিপত্র জমা করতে হবেঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত অনুযায়ী। **সমরূপ কাজঃ** রেলওয়ের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কোয়াড/ওএফসি বেসড্ নেটওয়ার্কিং অথবা ইলেকট্রনিক/আইপি এক্সচেঞ্জ/ ইন্টারকম অথবা আইপিআইএস আইটেম(টিআইবি, পিএ সিস্টেম, ক্লক, সিজিডিবি ইত্যাদি) অথবা এসডিএইচ/পিডিএইচ (এসটিএম, এমইউএক্স ইত্যাদি) ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ সম্মিলিত যে কোনও রেলওয়ে টেলিকমিউনিকেশন কাজ বর্তমান টেন্ডার কাজের জন্য সমরূপ কাজ হিসাবে বিচার্য হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার অফারের সাথে টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত অনুযায়ী যোগ্যতামান পূরণ সাপেক্ষে তাদের দাবীর সমর্থনে নথিপত্র জমা করবেন। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা করা শংসাপত্রের সমর্থনে সার্টিফিকেট/নথিপত্রের কপির প্রতিটি পৃষ্ঠায় টেন্ডারদাতা অথবা টেন্ডারিং ফার্মের অনুমোদিত প্রতিনিধির দ্বারা স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্ব-প্রত্যয়িত-এর মধ্যে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়) থাকতে হবে। SDAH-120/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৩৩১০৫৯০৬০

ময়দান

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 30, KOLKATA, TUESDAY
9 JULY 2024, PAGE 8

কলকাতা ৯ জুলাই ২০২৪

৫২ বছর পূর্ণ করলনে মহারাজ

নিজস্ব প্রতনিধি: এ বছর জন্মদিনে যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতায় থাকবেন না তা প্রথম জানিয়েছিল আনন্দবাজার অনলাইন। সেই মতোই লন্ডনে নিজের জন্মদিন কাটালেন সৌরভ। ৫২ বছর পূর্ণ করেছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। জন্মদিনে সৌরভের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়।

সমাজমাধ্যমে স্ত্রীর সঙ্গে নিজের ছবি পোস্ট করেন সৌরভ। দেখা যাচ্ছে, লন্ডনে ভাল সময় কাটাচ্ছেন তাঁরা। ক্যাপশনে সৌরভ লেখেন, তলন্ডনে আরও এক বছর বয়স কমে যাওয়া উদ তযাপন করছি।দ প্রতি জন্মদিনে সাধারণত সবাই বলে থাকেন, বয়স আরও এক বছর বেড়ে গেল। সেই কারণেই মজা করে এ কথা লিখেছেন সৌরভ। তিনি হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন যে শরীরের বয়স বাড়লেও মনের বয়স কমানো যায়।

ইনস্টাগ্রামে ছবি দিয়েছেন ডোনা। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ঘরের সোফায় বসে দু'জনে। সামনে কেক কাটা হয়েছে। সৌরভকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান তিনি।

সৌরভকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতিকে শুভেচ্ছাবার্তায় বিসিসিআই লিখেছে, ত৪২৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ। ১৮,৫৭৫ আন্তর্জাতিক রান। ৩৮টি আন্তর্জাতিক শতরান। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ও বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা।

আইপিএলের শুরুতে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক ছিলেন সৌরভ। কেকেআরের সঙ্গে সৌরভের সম্পর্ক অনেক বছর আগে শেষ হয়ে গেলেও তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে কলকাতার ফ্র্যাঞ্চাইজ়ি। সৌরভের একটি ছবি

পোস্ট করে তারা লিখেছে, মহারাজা, দাদা, কলকাতার রাজপুত্র। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা।

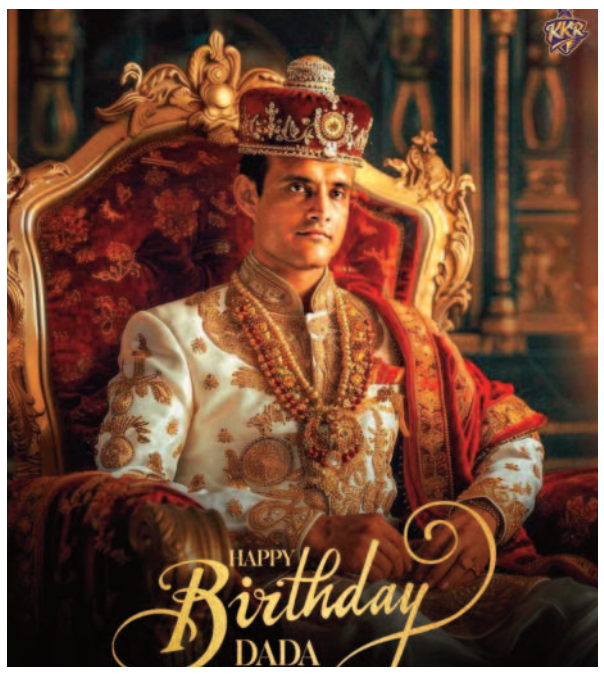

স্ত্রী ডোনা ও কন্যা সানা লন্ডনেই রয়েছেন। সেই কারণে, এ বার সেখানেই জন্মদিন পালন করার সিদ্ধান্ত নেন সৌরভ। গত বুধবার সকালেই সেখানে চলে যান তিনি। আইপিএল ও বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগে শেষ হওয়ায় আপাতত অবসর রয়েছে সৌরভের। তাই স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন তিনি। জানা গিয়েছে, অগস্ট মাসের আগে তিনি ফিরবেন না। ২২ অগস্ট ডোনার জন্মদিন। সেটাও লন্ডনে কাটাতে পারেন তাঁরা। ২০২২ সালে নিজের জন্মদিনে মাঝরাতে লন্ডনের রাস্তায় নেমে নেচেছিলেন সৌরভ। সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল সমাজমাধ্যমে। তবে এ বার সে রকম কোনও ভিডিয়ো দেখা যায়নি।

রোহিত-বিরাটেরা ৫ কোটি করে, রিঙ্কুর ১ কোটি! ১২৫ কোটির পুরস্কারে কে কত পাচ্ছেন?

নিজস্ব প্রতনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পরেই বড় ঘোষণা করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফদের জন্য ১২৫ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল তারা। ভারত দেশে ফেরার পরে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সংবর্ধনায় বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের হাতে সেই চেক তুলে দেন বোর্ড সভাপতি রজার বিন্নী ও সচিব জয় শাহ। সেই পুরস্কারের মধ্যে কে কত টাকা পেলেন?

দলের ১৫ জন ক্রিকেটার ৫ কোটি টাকা করে পাবেন। সেই তালিকায় বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা যেমন রয়েছেন, তেমনই কোনও ম্যাচ না খেলা সঞ্জু স্যামসন, যশস্বী জয়সওয়াল ও যুজবেন্দ্র চহালও রয়েছেন।

ক্রিকেটারদের পাশাপাশি দলের প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ও ৫ কোটি টাকা পাবেন। দ্রাবিড় ছাড়া যে তিন জন কোচ রয়েছেন, অর্থাৎ, ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠৌর, ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ ও বোলিং কোচ পরশ মামব্রে, তাঁরা ২.৫ কোটি টাকা করে পাবেন।

দলের বাকি সাপোর্ট স্টাফ, অর্থাৎ, তিন জন ফিজিয়ো, তিন জন থ্রোডাউন বিশেষজ্ঞ, দু'জন ম্যাসিয়োর এবং স্ট্রেন্থ ও কন্ডিশনিং কোচ ২ কোটি টাকা করে পাবেন।

ভারতীয় দলে রিজার্ভ প্লেয়ার হিসাবে ছিলেন রিঙ্কু সিংহ, খলিল আহমেদ, শুভমন গিল ও আবেশ খান। তাঁরা প্রত্যেকে ১ কোটি টাকা করে পাবেন। নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর-সহ পাঁচ জন নির্বাচকও ১ কোটি টাকা করে পাবেন বলে জানা গিয়েছে। বাকি টাকা ভাগ করে দেওয়া হবে ভিডিয়ো বিশ্লেষক ও দলের সঙ্গে যাওয়া বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে।

আমদাবাদের মোদি স্টেডিয়ামের সঙ্গে টক্করে মুম্বই, তৈরি হবে ১ লক্ষ দর্শকাসনের স্টেডিয়াম

নিজস্ব প্রতনিধি: চতুর্থ ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরি হতে চলেছে মুম্বইয়ে। ওয়াংখেড়ে, ব্রেবোর্ন ও ডি ওয়াই পাতিলের পরে আরও একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা করেছে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। ঠাণে জেলায় হবে এই স্টেডিয়াম। তাতে ১ লক্ষ দর্শক বসতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে আমদাবাদের ১ লক্ষ ৩০ হাজার আসনের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইছে মুম্বই।

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম থেকে ৬৮ কিলোমিটার দূরে তৈরি হবে এই স্টেডিয়াম। ইতিমধ্যেই ৫০ একর জমি চিহ্নিত করে ফেলেছে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। সেই জমি অধিগ্রহণ করার জন্য দরপত্র দিয়েছে মহারাষ্ট্র রাজ্য সড়ক উন্নয়ন সংস্থা। মহারাষ্ট্র সরকার অনুমতি দিলেই কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছে তারা।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলকে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেই দিন মুম্বইবাসীর উৎসাহ দেখে শিবসেনা প্রধান আদিত্য ঠাকরে বলেছিলেন, এ বার থেকে সব বিশ্বকাপের ফাইনাল মুম্বইয়ে হোক। সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল। তিনি আমদাবাদে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ১ লক্ষ ৩০ হাজার লোক ধরার তথ্য তুলে ধরেছিলেন।

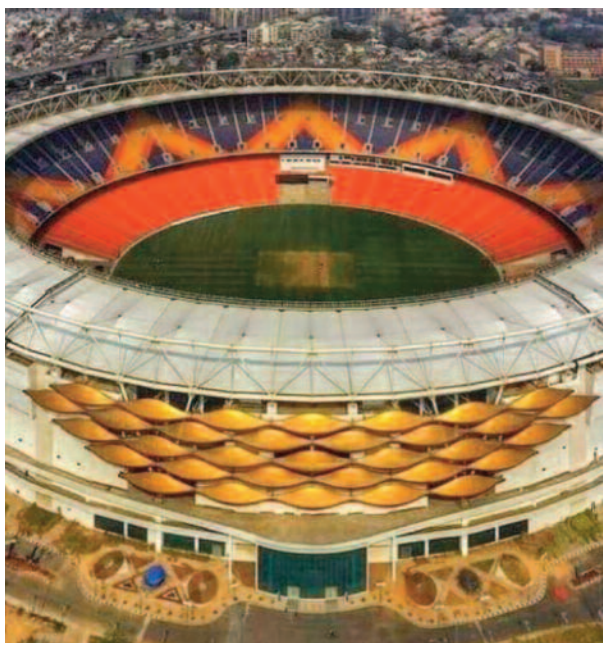

গত মাসে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি অমোল কালে প্রয়াত হয়েছেন। এই স্টেডিয়াম তাঁর স্বপ্ন ছিল। তাই ক্রিকেট সংস্থা তা পূরণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। মহারাষ্ট্রের বিধানসভায় মুম্বইয়ের ক্রিকেটারদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

সেই সময় মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীস জানিয়েছিলেন, মুম্বইয়ে একটি বড় স্টেডিয়াম দরকার। তিনি এই স্টেডিয়ামের কথাই বলেছিলেন বলে জানানো হয়েছে রিপোর্টে।

মুম্বইয়ে এখন যে তিনটি স্টেডিয়াম রয়েছে তার মধ্যে কোথাও ৫০ হাজার দর্শকও বসতে পারেন না। ওয়াংখেড়েতে ৩৩ হাজার, ব্রেবোর্নে ২০ হাজার ও ডি ওয়াই পাতিলে ৪৫ হাজার দর্শক ধরে। এই নতুন স্টেডিয়ামে ১ লক্ষ দর্শক ধরবে বলে জানা গিয়েছে। এখন ভারতের সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম। সেখানে ১ লক্ষ ৩০ হাজার দর্শক খেলা দেখতে পারেন। মুম্বইয়ের এই স্টেডিয়াম তৈরি হলে সেটি হবে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্টেডিয়াম।

মেসিকে হুমকি কানাডা কোচের

নিজস্ব প্রতনিধি: কোপা আমেরিকার অভিষেক ম্যাচটিতে আর্জেন্টিনার কাছে ২,০ গোলে হেরেছিল কানাডা। ম্যাচ হারলেও সেই ম্যাচে একটি ইতিবাচক দিক ছিল দলটির। ম্যাচের আগে দেওয়া একটি কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পেরেছে তারা। ম্যাচের আগে লিওনেল মেসিকে আটকে রাখবে বলে হুমকি দিয়েছিল কানাডা। সেই ম্যাচে মেসি পুরো সময় খেলে কোনো গোল পাননি।

কোপা আমেরিকায় আবার মুখোমুখি হচ্ছে আর্জেন্টিনা,কানাডা। বাংলাদেশ সময় আগামী পরশু সকাল ৬টায় প্রথম সেমিফাইনালে

খেলবে এই দুই দল। এ ম্যাচের আগে আবারও মেসিকে আটকে রাখার হুমকি দিয়েছেন কানাডার কোচ জেসে মার্চ।

ভেনেজুয়েলাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠা কানাডার কোচ আর্জেন্টিনা ম্যাচের আগের সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'আমাদের জন্য অসাধারণ এক সুযোগ এটা। আমরা ইতিবাচক ও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলব।' মার্চ এরপর যোগ করেন, 'আমরা শুধু রক্ষণ করার জন্য নামব না। আমরা যেভাবে খেলতে চাই, সেভাবেই খেলব এবং এরপর দেখব যে সেটা চালিয়ে যেতে পারি কি না। মেসিকে আরও ভালোভাবে সামলাব আমরা।'

মেসিকে সামলানোর বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এবারের কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনার কাছে ২,০ গোলে হেরে যাওয়া নিজেদের প্রথম ম্যাচের প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন কানাডার কোচ, 'প্রথম ম্যাচে আমরা তাঁকে বেশি স্বাধীনতা দিয়েছি।'

নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচটিকে যে কানাডার ইতিহাসের অন্যতম সেরা বানাতে চান, সেটাও বলেছেন মার্চ, 'আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচটি আমাদের খেলা সেরা ম্যাচ হবে এবং সেটাও যদি যথেষ্ট না হয়, তবু আমরা চেষ্টা করব।'

আইপিএল ও টেস্টের জন্য আলাদা উইন্ডো চাইলেন কামিন্স

নিজস্ব প্রতনিধি: টেস্ট ক্রিকেট আর আইপিএলের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দের (উইন্ডো) প্রস্তাব দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। তাঁর প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়ে এক বোর্ড কর্মকর্তা বলেছেন, একই দিনে চারটি ভিন্ন অঞ্চলে টেস্ট আয়োজন করলে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পর্যাপ্তসংখ্যক টেস্ট খেলা যাবে এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের জন্যও আলাদা সময় বের করা যাবে।

লন্ডনের লর্ডসে চলমান এমসিসি ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট কানেক্টস সিম্পোজিয়ামে ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে এসব আলোচনা উঠে আসে।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অর্থের টানে ক্রিকেটাররাও টুর্নামেন্টগুলোয় খেলতে আগ্রহী। যার ফলে ক্রিকেট বোর্ডগুলো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে, বিশেষ করে টেস্টে সবাইকে খেলানোর সুযোগ পায় না। গত বছর ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট এসএটোয়েন্টির জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা নিউজিল্যান্ডে অনভিজ্ঞ দল পাঠিয়ে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল।

সর্বশেষ আইপিএলে ২০ কোটি রুপি দাম পাওয়া কামিন্স মনে করছেন, আর্থিক কারণে অনেকের কাছে জাতীয় দলের চেয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট অগ্রাধিকার পায়, 'কিছু দেশে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আবেদনের চেয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট বেশি লোভনীয়। আমি যদি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলতে চাই, তাহলে অস্ট্রেলিয়ার প্রায় অর্ধেক বা তিন ভাগের এক ভাগ ম্যাচই আমি মিস করে ফেলব।'

এ সমস্যা এড়াতে টেস্ট ও ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টির জন্য সময় নির্দিষ্ট করা দরকার জানিয়ে কামিন্স বলেন, 'অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট ক্রিকেট হয় নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত। ওই সময় আমরা যেভাবে টেস্ট খেলি, সেভাবে কেউই খেলে না। আমরা যদি আইপিএলের জন্য নির্দিষ্ট একটা উইন্ডো পেতাম, টেস্টের জন্যও একটা উইন্ডো পেতাম, তাহলে খেলোয়াড়দের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরও সহজ হয়ে যেত।'

অনুষ্ঠানে কামিন্সের আলাদা উইন্ডোর প্রস্তাবনা সমর্থন করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের সিইও জনি গ্রেভ। কীভাবে উইন্ডো আলাদা করা যায়, তার একটি সমাধান বাতলে দিয়েছেন তিনি, 'ব্যাপারটা এভাবে হতে পারে যে সিডনি বা ওয়েলিংটনে একটা টেস্ট শুরু হলো। এরপর একটা শুরু হলো কলকাতা বা ঢাকায়। পরেরটি লর্ডসে বা নিউল্যান্ডসে। আর সবশেষ কেনিংটন ওভাল। তাহলে আটটা টেস্ট দল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চারটা টেস্টে অংশ নিয়ে ফেলবে।'

ব্যালন ডি'অরের অঙ্কে নতুন মোড়

নিজস্ব প্রতনিধি: রিভালদো ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন জুনের প্রথম সপ্তাহেই। কাছাকাছি সময়ে রোনালদো নাজারিও-ও। সপ্তাহ দুয়েক আগে বলেছেন নেইমার। আর জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে বলেছেন কাকা।

টানা এক মাস ধরে ব্রাজিলের তারকা খেলোয়াড়েরা একই সুরে যে কথাটা বলে গেছেন, সেটার কেন্দ্রে ব্যালন ডি'অর এবং ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ২০২৪ সালে ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদার ও আলোচিত পুরস্কারটি উঠতে যাচ্ছে ভিনির হাতে;এমনটাই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁদের। ভবিষ্যদ্বাণী বললে একধরনের অনিশ্চয়তা কিংবা দ্বিধা নিয়ে ঢিল ছোড়াও বোঝায়। কিন্তু রোনালদো-রিভালদো-নেইমার-কাকারা ভিনিসিয়ুসের বেলায় বলেছেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। ফ্রান্স ম্যাগাজিন ও উয়েফার যৌথ আয়োজনে দেওয়া পুরস্কার একমাত্র অধিকারীই সে;এমন সুরে। কিন্তু কাল নেভাদায় কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ব্রাজিলের বিদায়ের পরও কি একই কথা তাঁরা জোর গলায় বলতে পারবেন? সামনের এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ হতে চলেছে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা কোপা আমেরিকা, একই দিনে সমাপ্তি ঘটবে ইউরোপের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপেরও। আন্তর্জাতিক ফুটবলে মৌসুমের সেরা দুটি টুর্নামেন্টের শেষবেলায় ব্যালন ডি'অরের অঙ্কটা পাল্টে যাচ্ছে, সেটা টের পাচ্ছেন তাঁরা?

এ বছরের ব্যালন ডি'অর ঘোষণা করা হবে ২৮ অক্টোবর। তবে পুরস্কারের লড়াইয়ে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ শেষ হয়ে যাচ্ছে এ মাসেই। সাধারণত ব্যালন ডি'অরের বিবেচ্য সময় ১ বছর, এ দফায় যা ২০২৩ সালের ১ আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের ৩১ জুলাই।

তবে আগস্টের আগে ক্লাব ফুটবলে ব্যস্ততা নেই বলে আন্তর্জাতিক ফুটবলই শেষ অবলম্বন। ফিফা বিশ্বকাপের পর ফুটবলে সবচেয়ে বেশি মাতামাতি হয় উয়েফা ও কোপা আমেরিকা নিয়ে। এ বছরের পুরস্কারে তাই দুটি টুর্নামেন্টেরই প্রভাব থাকবে ব্যাপকভাবে। আর ভোটারদের (মনোনীত সংবাদকর্মী) সিদ্ধান্ত গ্রহণে শেষের স্মৃতিই যে বড় অনুঘটক হয়ে উঠতে পারে, সে তো সহজেই অনুমেয়। সে ক্ষেত্রে কোপা আমেরিকা ও ইউরোর পর ভিনিসিয়ুস কোথায় থাকেন, সেটা এক বড় প্রশ্ন।

ভিনিসিয়ুসকে শুধু তাঁর স্বদেশি সাবেকেরাই নন, ভিনদেশের পণ্ডিতদের কেউ কেউও বর্ষসেরা ফুটবলারের দৌড়ে এগিয়ে রেখে ছিলেন। হয়তো এখনো রাখেন। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ২০২৩-২৪-এ দুর্দান্ত এক মৌসুম কাটিয়েছেন এই ব্রাজিলিয়ান। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে খেলেছেন ৩৯ ম্যাচ। নিজে করেছেন ২৪ গোল, সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন আরও ১১টি। তবে স্রেফ সংখ্যা দিয়ে ভিনিসিয়ুসের কৃতিত্ব বোঝা যাবে না। এই ২৪ গোলের তিনটি এসেছে স্প্যানিশ সুপার কাপে বার্সেলোনার বিপক্ষে, একটি এসেছে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে। মাঝে চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে দুই লেগেই ছিলেন তর্কাতীতভাবে সেরা খেলোয়াড়। গোলমুখে একজন নিখাদ স্ট্রাইকার না থাকার পরও যে রিয়াল মাদ্রিদ চ্যাম্পিয়নস লিগ এবং লা লিগা জিতেছে, তাতে বড় অবদান ২৩ বছর বয়সী এই উইঙ্গারেরই।

যেসব নির্বাচিত সাংবাদিক ব্যালন ডি'অরের জন্য ভোট দিয়ে থাকেন, তাঁদের তিনটি বিষয় বিবেচনায় নিতে বলা হয়। বিবেচ্য সময়ে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের পারফরম্যান্স, দলের সাফল্য এবং আচরণ ও ফেয়ার প্লে। প্রথম দুটিতে এ মৌসুমে ভিনিসিয়ুসই এগিয়ে। কিন্তু তৃতীয় মানদণ্ডে নেতিবাচক পয়েন্টই যুক্ত হতে পারে ভিনির নামে। মৌসুমজুড়ে নিজে যেমন বর্ণবাদের শিকার হয়েছেন, আবার আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়ার কারণে সমালোচিতও হয়েছেন। আর শেষবেলায় তাঁর দল ব্রাজিল যে কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালই টপকাতে পারেনি, তাতে ভিনির ব্যর্থতাও অন্যতম কারণ। গ্রুপ পর্বে দুই হলুদ কার্ড দেখায় উরুগুয়ের বিপক্ষে শেষ আটের ম্যাচে মাঠেই নামতে পারেননি ভিনিসিয়ুস। প্যারাগুয়ের বিপক্ষে করা দুই গোলের স্মৃতি সঙ্গী করে টুর্নামেন্ট শেষ করতে হয়েছে নিষেধাজ্ঞার মধ্যে থেকে। ক্লাব পর্যায়ের সাফল্যে বেশ এগিয়ে গেলেও জাতীয় দলের সঙ্গে মহাদেশীয় টুর্নামেন্টের ব্যর্থতা কিছুটা হলেও পিছিয়ে ফেলে দিচ্ছে ভিনিকে।

ব্যালন ডি'অরের লড়াইয়ে ভিনি অবশ্য নিজের কারণেই পেছাচ্ছেন না, পেছানোর কারণ প্রতিদ্বন্দ্বীদের এগিয়ে যাওয়াও। তাঁর মতো ক্লাব পর্যায়ে লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের সাফল্য আছে জুড বেলিংহামেরও। ২১ বছর বয়সী ইংলিশ মিডফিল্ডার রিয়ালে যোগ দিয়ে প্রথম মৌসুমেই রীতিমতো হইচই ফেলেছেন। দলগত সাফল্যের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মৌসুম শেষ করেছেন ৪২ ম্যাচে ২৩ গোল করে ও ১৩ গোল করিয়ে। ব্যালন ডি'অর ভোটে বেলিংহামের পক্ষে কাজ করবে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপও। ইংল্যান্ডের জার্সিতে শতভাগ প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছেন, সেটি তাঁর দলের সমর্থকেরাই হয়তো বলবেন না। কিন্তু ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়া দুটি দুর্দান্ত গোল এরই মধ্যে করে ফেলেছেন বেলিংহাম। গ্রুপ পর্বে সার্বিয়ার বিপক্ষে ইংলিশদের একমাত্র গোলটি তাঁর। আর শেষ ষোলোয় স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে ১-০ গোলে পিছিয়ে যাওয়া ইংল্যান্ড যখন টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ের মাত্র মিনিট দেড়েক দূরে, তখন বেলিংহামের বাইসাইকেল কিকই উদ্ধার করে ইংল্যান্ডকে। যে পথ ধরে শেষ পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে এখন শেষ চারে খেলার অপেক্ষায় ইংল্যান্ড। মাইকেল ওয়েন তো বলেই দিয়েছেন, বেলিংহামের ব্যালন ডি'অর প্রাপ্য।

তবে বেলিংহাম বা ভিনিসিয়ুসই কিন্তু ব্যালন ডি'অরের প্রধান দাবিদার নন, ইউরোর মাধ্যমে সবচেয়ে বড় দাবিদার হয়ে উঠতে পারেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ১ জুলাই থেকে এমবাপ্পে রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড়, ভিনিসিয়ুস-বেলিংহামের সতীর্থ। রিয়ালে নাম লেখানোর আগে পিএসজিতে শেষ মৌসুমে লিগ জিতেছেন এমবাপ্পে, খেলেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালেও। প্যারিসের ক্লাবটিতে ৪৮ ম্যাচে করেছেন ৪৪ গোল। সর্বশেষ ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালে হ্যাটট্রিক করা এমবাপ্পে এবার ইউরোর সেমিফাইনাল-ফাইনালেও যদি এমন ইতিহাস গড়া কিছু করে ফেলেন, তবে ব্যালন ডি'অর ছুটবে তাঁর দিকেও। ১৯৯৪ সালের ব্যালন ডি'অরজয়ী ও সাবেক বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড রিস্তো স্তয়চকভ তো এরই মধ্যে এমবাপ্পে ২০২৪ ব্যালন ডি'অরজয়ী ঘোষণা করে দিয়েছেন।

ইউরোর ফাইনালে খেলতে হলে এমবাপ্পের ফ্রান্সকে আগে সেমিতে স্পেনকে টপকাতে হবে। স্পেনেও আছে ব্যালন ডি'অরের দৌড়ের একজন। নাম তাঁর রদ্রি। ম্যানচেস্টার সিটিতে খেলা এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ক্লাবে কাটিয়েছেন দুর্দান্ত এক মৌসুম, খেলছেন ইউরোতেও। সিটির হয়ে ১২ গোল ও ১৫ অ্যাসিস্ট করা রদ্রি মৌসুমে জিতেছেন প্রিমিয়ার লিগ, ক্লাব বিশ্বকাপ ও উয়েফা সুপার কাপ। এর মধ্যে তাঁর গোলেই লিগের শেষ দিনে শিরোপা নিশ্চিত হয় সিটির। ইউরোতে গোল করেছেন শেষ ষোলোয় জর্জিয়ার বিপক্ষে। এখন পর্যন্ত দুর্দান্ত খেলা স্পেন যদি ইউরোর ট্রফি জেতে, তবে ২৮ বছর বয়সী এই মাঝমাঠের তারকা হয়ে উঠবেন বড় দাবিদার।

এ ছাড়া কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হলে আলোচনায় চলে আসতে পারেন লাওতারো মার্তিনেজও, যিনি দলের সেমিফাইনালে ওঠার পথে করেছেন ৪ গোল। তার আগে ইন্টার মিলানের হয়ে সিরি 'আ' জেতার পথে মৌসুমে করেছেন ৪৪ ম্যাচে ২৭ গোল।

এঁদের বাইরে হ্যারি কেইন, ফিল ফোডেন, টনি ক্রুস আর লিওনেল মেসি তো আছেনই। কিন্তু পরিস্থিতি এখন এমন, কাউকেই স্পষ্টভাবে এগিয়ে রাখা যাচ্ছে না। এক ভিনিসিয়ুসের কোপা-ব্যর্থতা ও ইউরোর শেষের অনিশ্চয়তা পাল্টে দিচ্ছে ব্যালন ডি'অর সমীকরণ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**